পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
বুকিংয়ের জন্য যোগাযোগ
অনিকেতঃ ৮৩৩৪৮২৬৯৭৫
শান্তনুঃ ৯৮৭৫৬৫৮২৩৮

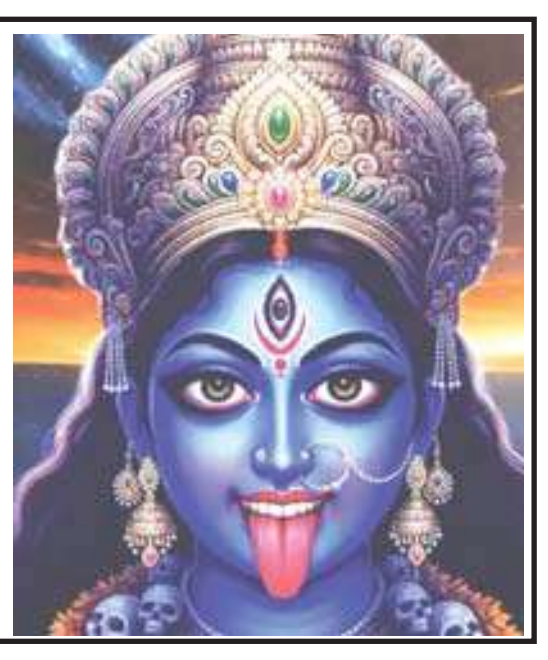
দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 31, Issue No.: 334 Sunday, 8 November 2026 ❋ ৩১ বর্ষ, ৩২৮ সংখ্যা ❋ ১৬ কার্তিক ৪৩৪, রবিবার, ৮ নভেম্বর, ২০২৬ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য– ৩ টাকা

কালীপুজো ও দীপাবলি উপলক্ষে সকল পাঠকপাঠিকা ও বিজ্ঞাপন দাতা ও শুভানুধ্যায়ীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ ৮ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে দুরন্তবার্তার সমস্ত বিভাগ বন্ধ থাকবে। তাই আগামী সোমবার পত্রিকার কোনও সংস্কারণ প্রকাশিত হবে না। মঙ্গলববার থেকে যথারীতি প্রকাশিত হবে।

সম্পাদক



‘নেশামুক্তি ও নারী নির্যাতনে কোনও আপস নয়, পুলিশের ঢাল হয়ে দাঁড়াব’

নবনিযুক্ত এসআইকে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর

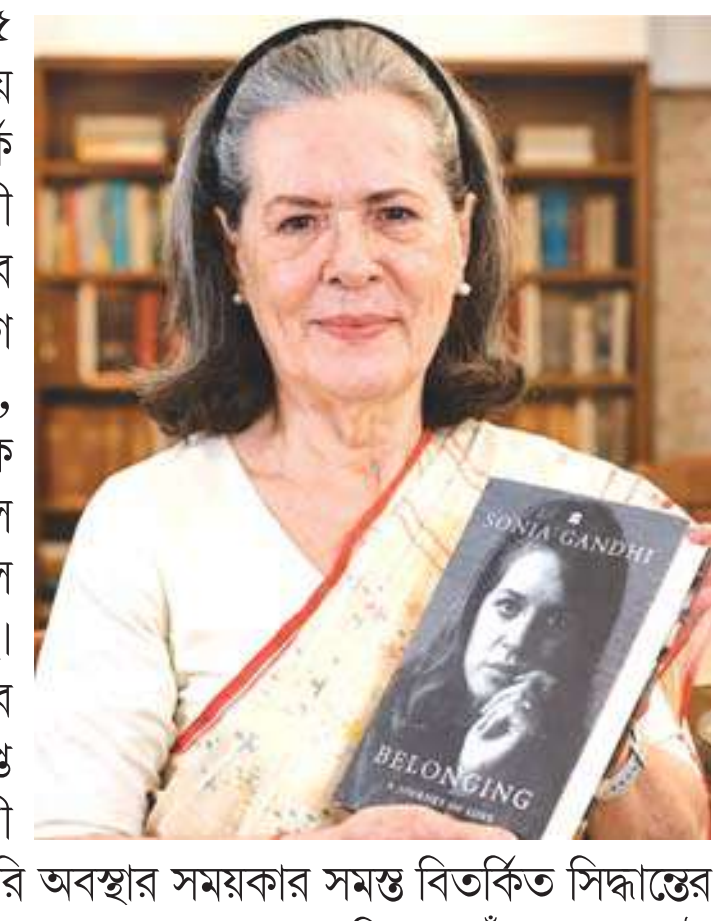
নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ নভেম্বর ঃ কলকাতা পুলিশে নতুন করে ৩০৯ জন সাব-ইনস্পেক্টর নিয়োগ। শনিবার লালবাজারে আয়োজিত অনুষ্ঠানে নবনিযুক্ত পুলিশ আধিকারিকদের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। একই সঙ্গে তাঁদের ‘নেশন ফার্স্ট’ এবং ‘ইমানদারি মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করলেন তিনি। নেশার কারবার ও মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় কোনওরকম আপস না করার নির্দেশ দিলেন পুলিশকে। এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করতে গিয়ে কোনও সমস্যায় পড়লে পুলিশের পাশে ঢাল হয়ে দাঁড়ানোর আশ্বাসও দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি পুলিশের গায়ে হাত তুললে অভিযুক্তকে জেলে যেতে হবে এবং সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি। শনিবার লালবাজারে কলকাতা পুলিশের নিয়োগপত্র প্রদান অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ৩০৯ জন নবনিযুক্ত সাব-ইনস্পেক্টরের উদ্দেশে তাঁর স্পষ্ট বার্তা, ব্যক্তিগত স্বার্থের ঊর্ধ্বে উঠে সর্বদা দেশ ও রাষ্ট্রের স্বার্থকে প্রাধান্য দিতে হবে। পুলিশের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে সততা, নিষ্ঠা এবং শৃঙ্খলার কোনও বিকল্প নেই। নবনিযুক্ত আধিকারিকদের ঊর্ধ্বতন পুলিশকর্তাদের নির্দেশ মেনে কাজ করার পরামর্শ দেন তিনি। দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে ঘড়ির সময় দেখে কাজ করলে চলবে না বলেও জানান। একই সঙ্গে ভারতীয় ন্যায় সংহতি মেনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার নির্দেশ দেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে দুটি বিষয়ে পুলিশকে বিশেষভাবে সতর্ক করেন মুখ্যমন্ত্রী। নেশার কারবার এবং মহিলাদের উপর অত্যাচারের ঘটনায় কোনওরকম শিথিলতা বরদাস্ত করা হবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি। এই দুই ক্ষেত্রে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতে গিয়ে পুলিশ কোনও বাধার মুখে পড়লে সরকার তাদের পাশে থাকবে। পুলিশের নিরাপত্তা নিয়েও কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, কর্তব্যরত পুলিশের গায়ে কেউ হাত তুললে তাঁকে জেলে থাকতে হবে। অন্যদিকে, সরকারি সম্পত্তি ভাঙচুর বা নষ্ট করলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে তিনগুণ ক্ষতিপূরণ আদায় করা হবে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব পালনে পুলিশকে যাতে ভয় পেতে না হয়, সেই বার্তাই দিতে চেয়েছেন তিনি। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের কাজের প্রশংসা করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রায় ১১ কোটি মানুষের রাজ্যে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখা অত্যন্ত কঠিন দায়িত্ব। রাজ্যের ভৌগোলিক বৈচিত্র্যও পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে জঙ্গলমহল, পাশাপাশি রয়েছে বিচ্ছিন্ন দ্বীপ। তার সঙ্গে বিভিন্ন ভাষা, পোশাক এবং খাদ্যাভ্যাসের মানুষের মধ্যে সমন্বয় রেখে কাজ করতে হয় পুলিশকে। তাই পুলিশকর্মীদের আর্থিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করার পাশাপাশি আধুনিকীকরণ ও উন্নত প্রশিক্ষণের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে বলে জানান তিনি। প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে অসমের পুলিশ ট্রেনিং ক্যাম্পের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। পাশাপাশি কেঃদ্রীয় সংস্থাগুলির সঙ্গে রাজ্য পুলিশের সমন্বয় আরও বাড়ানোর পরিকল্পনাও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, এতদিন পুলিশকর্মীরা প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা ও আর্থিক নিরাপত্তা থেকে বঞ্চিত ছিলেন। এবার তাঁদের সুরক্ষার বিষয়টিকে আরও গুরুত্ব দেওয়া হবে। পুলিশে নিয়োগের বিষয়েও এদিন একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর দাবি, ইতিমধ্যেই রাজ্য পুলিশে ১১ হাজার কর্মী নিয়োগ করা হয়েছে। তবে এখনও প্রায় ৪৬ হাজার পদ ফাঁকা রয়েছে। ধাপে ধাপে সেই শূন্যপদ পূরণ করা হবে। এদিনের ঘোষণায় উঠে এসেছে আরও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগের বিষয়ঃ

- ৬৩৪৫ জন মহিলা পুলিশঃ রাজ্য পুলিশে মহিলা কর্মী নিয়োগের পরিকল্পনা।
- ৪০০০ কনস্টেবলঃ কলকাতা পুলিশে নতুন করে কনস্টেবল নিয়োগের আশ্বাস।
- ডিসেম্বর-জানুয়ারিতে নিয়োগঃ আগামী কয়েক মাসের মধ্যে ফের পুলিশে নিয়োগের উদ্যোগ।
- বন দপ্তর ও দমকলঃ এই দুই বিভাগেও নতুন নিয়োগের আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সব মিলিয়ে কলকাতা পুলিশের ৩০৯ জন নতুন সাব-ইনস্পেক্টরের হাতে নিয়োগপত্র তুলে দেওয়ার অনুষ্ঠানে একদিকে যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্যের পাঠ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী, অন্যদিকে পুলিশ প্রশাসনের পরিকাঠামো উন্নয়ন এবং বিপুল নিয়োগের রূপরেখাও তুলে ধরলেন। নবনিযুক্ত আধিকারিকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা স্পষ্ট-সততা, শৃঙ্খলা ও সাহসের সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে হবে। অপরাধ দমনে কোনও আপস নয়, সবার আগে দেশ এবং আইন।



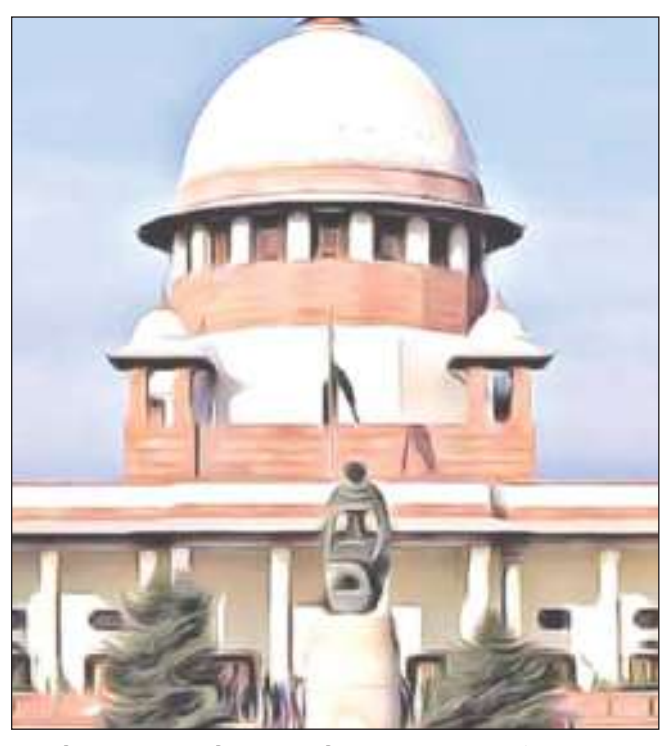
‘জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়িতে অনুতপ্ত ছিলেন ইন্দিরা’, বিস্ফোরক মন্তব্য সোনিয়ার



নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থা নিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক বিতর্ক উসকে দিলেন কংগ্রেস নেত্রী সোনিয়া গান্ধী। নিজের আত্মজীবনী প্রকাশের আগে এক সাক্ষাৎকারে তাঁর দাবি, জরুরি অবস্থার সময় গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব করা হয়েছিল ঠিকই, তবে তা হয়েছিল সাংবিধানিক পদ্ধতি মেনেই। পরবর্তীকালে জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়ির জন্য অনুতপ্ত হয়েছিলেন প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। একই সঙ্গে জরুরি অবস্থার সময়কার সমস্ত বিতর্কিত সিদ্ধান্তের দায় একা সঞ্জয় গান্ধীর উপর চাপাতেও নারাজ সোনিয়া। তাঁর মতে, সেই সময় পরিস্থিতি তৈরির নেপথ্যে ছিলেন একাধিক প্রবীণ নেতা ও আমলা। আগামী ১০ নভেম্বর প্রকাশিত হতে চলেছে সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী। বই প্রকাশের আগে সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাকারে দেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম বিতর্কিত অধ্যায় জরুরি অবস্থা নিয়ে মুখ খুলেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য ঘিরেই নতুন করে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর। সোনিয়ার কথায়, জরুরি অবস্থার পর তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, সেই সময়ে কী ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার খর্ব হয়েছিল। তবে জরুরি অবস্থা জারির ক্ষেত্রে সাংবিধানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছিল বলেই দাবি তাঁর।

জরুরি অবস্থার সময় একাধিক বিতর্কিত পদক্ষেপের জন্য দীর্ঘদিন ধরেই সঞ্জয় গান্ধীকে দায়ী করা হয়। বিশেষ করে তাঁর ভূমিকা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে বিতর্কের শেষ নেই। তবে সোনিয়া গান্ধীর মতে, গোটা পরিস্থিতির দায় শুধুমাত্র সঞ্জয়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তিনি জানান, জরুরি অবস্থার সঙ্গে সঞ্জয় গান্ধীর নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকলেও সেই সময়ের পরিস্থিতি ছিল অনেক বেশি জটিল। দ্রুত অবনতি হতে থাকা পরিস্থিতি সামলাতে তাঁকেও সমস্যায় পড়তে হয়েছিল। সোনিয়ার বক্তব্য অনুযায়ী, সেই সময় দেশে হিংসাত্মক বিক্ষোভ, সরকারি অফিস ও বাসে অগ্নিসংযোগ, সংগঠিত অশান্তি এবং আমলা ও সেনাবাহিনীকে সরকারি নির্দেশ অমান্য করার আহ্বানের মতো ঘটনা ঘটছিল। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য ইন্দিরা গান্ধীর উপর প্রবল চাপ তৈরি করেছিলেন একাধিক প্রবীণ নেতা ও আমলা। জরুরি অবস্থার এরপর ৬-র পাতায়

‘আদালত অবমাননা বরদাস্ত নয়’, কংগ্রেসকে নোটিস সুপ্রিম কোর্টের



নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে নিশানা করে সোশাল মিডিয়ায় বিতর্কিত পোস্ট। এই ঘটনায় কেরলম প্রদেশ কংগ্রেস নেতৃত্বকে নোটিস পাঠাল সুপ্রিম কোর্ট। কেন তাঁদের বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার পদক্ষেপ করা হবে না, তা জানতে চেয়েছে শীর্ষ আদালত। বিচারপতি অরবিনন্দ কুমার এবং বিচারপতি বিপুল এম পাঞ্চোলির বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়েছে, বিচার বিভাগের মর্যাদা ও স্বাধীনতা খর্ব করার কোনও প্রচেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না। এসআইআর বিরোধী আন্দোলন চলাকালীন গত ১২ অক্টোবর কেরলম প্রদেশ কংগ্রেসের এক্স অ্যাকাউন্ট থেকে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তকে উদ্দেশ্য করে একটি পোস্ট করা হয়েছিল। সেখানে প্রধান বিচারপতির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে লেখা হয়, আইনশৃঙ্খলা সংক্রান্ত বিষয় যদি তাঁর এক্তিয়ারের মধ্যে না পড়ে, তাহলে তাঁর পদত্যাগ করা উচিত। প্রয়োজনে তাঁর বিকল্প খুঁজে নেওয়া হবে বলেও মন্তব্য করা হয়েছিল।

পোস্টটি প্রকাশ্যে আসতেই শুরু হয় বিতর্ক। সমালোচনার মুখে শেষ পর্যন্ত সেটি মুছে ফেলে কেরল কংগ্রেস। দলের তরফে ক্ষমাও চাওয়া হয়। পাশাপাশি, ওই বিতর্কিত পোস্টের জন্য দায়ী ব্যক্তিকে দল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে বলেও জানানো হয়। কিন্তু তাতেও বিতর্ক থামেনি। এবার সরাসরি বিষয়টি নিয়ে পদক্ষেপ করল সুপ্রিম কোর্ট। শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, সংবিধানই দেশের সর্বোচ্চ আইন। কোনও ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান কিংবা রাজনৈতিক সংগঠন সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়। বিচার বিভাগের স্বাধীনতা রাজনৈতিক সুবিধা-অসুবিধার বিষয় হতে পারে না। এটি একটি সাংবিধানিক অধিকার, যা দেশের মানুষের কাছে দায়বদ্ধ। আদালত আরও জানিয়েছে, বিচার বিভাগের কর্তৃত্ব খর্ব করার যে কোনও প্রচেষ্টাকে কঠোরভাবে মোকাবিলা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক মতবিরোধের কারণে বিচারব্যবস্থার মর্যাদাকে আঘাত করা যায় না বলেও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

এই মামলার গুরুত্ব বিবেচনা করে একজন প্রবীণ আইনজীবীকে অ্যামিকাস কিউরি হিসেবে নিয়োগ করেছে সুপ্রিম কোর্ট। সংশ্লিষ্ট ঘটনায় ফৌজদারি না দেওয়ানি-কোন ধরনের আদালত অবমাননার অভিযোগ আনা যেতে পারে, তা খতিয়ে দেখবেন তিনি। পাশাপাশি, এই বিষয়ে অ্যাটর্নি জেনারেল আর ভেঙ্কটরমানির সহযোগিতাও চেয়েছে আদালত। সব মিলিয়ে প্রধান বিচারপতিকে নিশানা করে কেরল কংগ্রেসের সোশাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে তৈরি হওয়া বিতর্ক এবার পৌঁছে গেল দেশের সর্বোচ্চ আদালতে। পোস্ট মুছে ক্ষমা চাইলেও আদালত যে বিষয়টিকে হালকাভাবে দেখছে না, নোটিস এবং কড়া পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তা স্পষ্ট করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। এবার কংগ্রেস নেতৃত্বের জবাবের দিকেই নজর থাকবে রাজনৈতিক ও আইনজীবী মহলের।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে ফের উত্তেজনা, মাইক হাতে রাস্তায় মমতা!

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ নভেম্বর ঃ রাস্তা দখল করে জন্মদিন পালন করছেন তৃণমূল কংগ্রেস (মমতাপন্থী) নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এমনই অভিযোগ তুলে শনিবার দুপুরে ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল কালীঘাট। এদিন ফের অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে দফায় দফায় বিক্ষোভ দেখান বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তাঁদের অভিযোগ, অভিষেকের জন্মদিন পালনের জন্য দোকানদারদের ক্ষতি হচ্ছে। রাস্তা বন্ধ হওয়ায় কালীঠাকুর বিক্রেতা একটি কালীঠাকুরও ডেলিভার করতে পারছেন না। এর প্রতিবাদে শনিবার দুপুরে নতুন করে উত্তেজনা ছড়ায় কালীঘাটে। তাঁদের দাবি, অভিষেকের বাড়ির সামনে ব্যারিকেড তুলে দিতে হবে। পরিস্থিতি জটিল হতেই অভিষেকের বাড়িতে থেকে মাইক হাতে বেরিয়ে আসেন মমতা। তিনি বলেন, সবাইকে অনুরোধ করব, রাস্তা ফাঁকা করে দিন। এর পাশাপাশি বিজেপি ও পুলিশকে একযোগে নিশানা করেন মমতা। মমতা বলেন, কাল রাতে ঝামেলা করিয়েছেন। মেয়েদের শাখা ভেঙেছে। মনে রাখবেন, এখানে অনেকে প্রতিমা কিনতে আসেন, যারা অভিষেকের জন্য আসছেন একটা সাইডে আসবেন। অন্যদিক খালি রাখুন। দয়া করে জমায়েত করবেন না। ঠাকুরের গাড়ি পাস করতে দিন। আমি যাচ্ছি না, আমি থাকছি। যারা অভিষেককে শুভেচ্ছা জানাতে আসছেন, তাঁদের স্বাগত। হামলা করার চেষ্টা করবেন না। একদিকে হামলা, আরেকদিকে মামলা। একদিন এসব করতে করতে বিজেপির হাতের পুতুল হয়ে চেয়ার হারাবেন। আমরা বারবার পুলিশকে জানাচ্ছি। অজয় নন্দাজি, আপনি আমার কথা শুনুন। কাল থেকে আমার বাড়ির সামনে হামলা, বেআইনি পুজো করতে দিয়েছেন। যাঁরা সনাতনী করেন, তাদের বলছি, হিন্দু ধর্মকে আঘাত করছেন, এসব করবেন না। কত বড় সনাতনী আপনারা! মমতার অভিযোগ, তাঁর বাড়ির সামনে এবছর বেআইনিভাবে একটি পুজো করার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। যা এতদিন হত না। এর ফলে তাঁর বাড়ির পুজোর কাজে সমস্যা হচ্ছে। গাড়ি যাতায়াত করতে অসুবিধা হচ্ছে। তাঁর বাড়ির পুজোর কাজকর্ম বাধা দিতেই এই কাজ করা হয়েছে। এবিষয়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কালীঘাট থানার পুলিশ বাধা দিলে কালীঘাট মন্দিরের সামনে পুজো করব। শুক্রবার রাতের ঘটনার পর এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়েছে। তারই মাঝে শনিবার দুপুরে হাতে কেক নিয়ে রাস্তায় চলে আসে বেশ কয়েকজন মহিলা তৃণমূল সমর্থক। তাঁদের বাড়ির ভিতরে চলে যেতে অনুরোধ করে পুলিশ। পালটা পুলিশের বিরুদ্ধে স্লোগান তোলেন তাঁরা। পুলিশের সঙ্গে বচসাতেও জড়ান। এলাকাবাসীর দাবি, রাস্তা বন্ধ করে পার্টি চলছে। এলাকা থেকে কালী প্রতিমা বের করা যাচ্ছে না। দোকান বন্ধ রয়েছে। এতে ব্যবসার ক্ষতি হচ্ছে। এমনটা চলতে পারে না। অবিলম্বে রাস্তা খোলার দাবি জানান তাঁরা। এরপর ৬-র পাতায়

‘আমাকে খুনের ষড়যন্ত্র চলছে’, অভিষেকের বিস্ফোরক অভিযোগ



নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ নভেম্বর ঃ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন ঘিরে কালীঘাটে অশান্তির রেশ এখনও কাটেনি। শুক্রবার মধ্যরাত থেকে শনিবার পর্যন্ত দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়িয়েছে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদকের বাড়ির সামনে। এর মধ্যেই তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। গত ছ'মাসে সাতবার তাঁর উপর হামলার চেষ্টা হয়েছে বলেও দাবি করেছেন তিনি। অভিষেকের এই অভিযোগকে কার্যত উড়িয়ে দিয়ে পালটা কটাক্ষ করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। তাঁর প্রশ্ন, ‘কার অত সময় আছে?’ অভিষেকের জন্মদিন উপলক্ষে শুক্রবার রাত থেকেই কালীঘাটে তাঁর বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেন অনুগামীরা। অভিযোগ, জন্মদিনের অনুষ্ঠান ঘিরে রাস্তা আটকে রাখা হয়েছিল। এর ফলে স্থানীয় বাসিন্দা, ব্যবসায়ী এবং কালীপ্রতিমা সরবরাহের কাজে যুক্ত মানুষজন সমস্যায় পড়েন। এই নিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে তৃণমূল অনুগামীদের বচসা থেকে পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। শনিবারও দফায় দফায় বিক্ষোভ ও উত্তেজনা ছড়ায় এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে পুলিশকে হিমশিম খেতে হয়। পরে অভিষেকের বাড়িতে পৌঁছে মাইক হাতে প্রতিবাদীদের রাস্তা ফাঁকা করার আবেদন জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে পুলিশ প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। শুক্রবার রাতের ঘটনার পর থেকেই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে একের পর এক পোস্ট করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, রাত দুটো নাগাদ তাঁর বাড়ির সামনে বিজেপির দুষ্কৃতীরা হামলা চালিয়েছে। একজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। পরবর্তী একটি পোস্টে ভিডিও প্রকাশ করে অভিষেকের অভিযোগ, সাদা পোশাকে থাকা পুলিশকর্মীদের উপরেও হামলা চালিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। শনিবারের অশান্তির পর তাঁর দাবি, তাঁকে খুনের ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। গত ছ'মাসে মোট সাতবার তাঁর উপর হামলার চেষ্টা হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ। উল্লেখ্য, বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠার পর অভিষেকের জেড প্লাস নিরাপত্তা প্রত্যাহার করা হয়েছে বলে দাবি তাঁর। নিরাপত্তা কমিয়ে দেওয়ার পর থেকেই তাঁর উপর বারবার প্রাণঘাতী হামলার চেষ্টা হচ্ছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তিনি। এই ঘটনায় বিজেপির দিকেই অভিযোগের আঙুল তুলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় এরপর ৬-র পাতায়

এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে ফের ইস্তফা প্রাক্তন বিচারপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা ৭ নভেম্বর ঃ এসআইআর ট্রাইব্যুনাল থেকে ফের পদত্যাগ করলেন এক বিচারপতি। এবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে দায়িত্ব ছাড়লেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু। ইতিমধ্যেই কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগেকে চিঠি লিখে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি। একের পর এক বিচারপতির ইস্তফায় এসআইআর ট্রাইব্যুনালের বিচারকের সংখ্যা ক্রমশ কমছে। ফলে ভোটার তালিকায় নাম বাদ পড়া ব্যক্তিদের আবেদনের নিষ্পত্তি নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। বঙ্গ নির্বাচনের আগে রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়া চালানো হয়। এই প্রক্রিয়ায় বহু ভোটারের নাম বাদ পড়ে। তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের হয়। বাদ পড়া ভোটাররা যাতে নিজেদের নাম পুনরায় তালিকায় তোলার সুযোগ পান, সেই উদ্দেশ্যে শীর্ষ আদালতের নির্দেশে গঠন করা হয় বিশেষ ট্রাইব্যুনাল। মোট ১৯ জন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক ও বিচারপতিকে নিয়ে এই ট্রাইব্যুনাল তৈরি হয়েছিল। কিন্তু দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই একের পর এক বিচারপতির সরে দাঁড়ানোর ঘটনা সামনে এসেছে। এসআইআর ট্রাইব্যুনালে ছিলেন কলকাতা হাই কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম, প্রাক্তন বিচারপতি ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায়, রঞ্জিকুমার বাগ এবং বিশ্বজি বসু-সহ একাধিক অবসরপ্রাপ্ত বিচারক। ইতিমধ্যেই টিএস শিবজ্ঞানম, ইন্দ্রজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং রঞ্জিকুমার বাগ ট্রাইব্যুনাল থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল প্রাক্তন বিচারপতি বিশ্বজি বসুর নামও। শনিবার ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নেন তিনি। কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে চিঠি দিয়ে ট্রাইব্যুনালের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন।

ব্যবসার কাজে ভারতে এসে মার্কিন নাগরিকের রহস্যমৃত্যু!

হায়দরাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ ভারত সফরে এসে রহস্যমৃত্যু মার্কিন নাগরিকের। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা ঘটেছে হায়দরাবাদের গাছিবাউলির এসএলএন টার্মিনাসে অবস্থিত ‘ এক্সিকিউটিভ অ্যাপার্টমেন্টস’ হোটেলের একটি ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছে ৪১ বছরের ওই যুবকের মৃতদেহ। জানা গিয়েছে, ওই ব্যক্তি ব্যবসার কাজে সম্প্রতি ভারতে এসেছিলেন। তাঁর রহস্যমৃত্যুর ঘটনায় তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ওই মার্কিন নাগরিকের নাম মিচেল ব্রায়ান লি। তিনি ক্যালিফোর্নিয়ার বাসিন্দা। গত ২ নভেম্বর ডেভিড নামে এক যুবকের সঙ্গে হায়দরাবাদে আসেন লি। ওঠেন ম্যারিয়ট হোটেলে। কর্তৃপক্ষের তরফে জানা যাচ্ছে, লি হোটেলের ১২ তলায় ১২১৮ নম্বর ঘরে ছিলেন। ৪ নভেম্বর সন্ধ্যা থেকে একাধিকবার তাঁর ঘরে ফোন করা হলেও, তিনি সাড়া দিচ্ছিলেন না। বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করেও ব্যর্থ হওয়ায় সন্দেহ হয় হোটেল কর্তৃপক্ষের। ৫ নভেম্বর সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে তাঁর ঘরের দরজা খোলা হয়। দেখা যায়, বিছানায় অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন লি। এই পরিস্থিতিতে দ্রুত অ্যাম্বুলেন্সে করে লি-কে হাসপাতালে পাঠানো হয়। চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। হোটেল কর্তৃপক্ষের তরফে পুলিশে খবর দেওয়া হলে, পুলিশ এসে গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। জানা যাচ্ছে, ইতিমধ্যেই লি-র দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট সামনে এলে মৃত্যুর কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। পাশাপাশি তাঁর মৃত্যুর নেপথ্যে পারিপার্শ্বিক বিষয়গুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তদন্তকারীরা।

ইরানে পরমাণু হামলার আশঙ্কা বেড়ে চলেছে?

ওয়াশিংটন, ৭ নবেম্বর ঃ ইরানে কি সত্যিই পরমাণু হামলার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে? মার্কিন প্রেসিডেঃট ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরস্পরবিরোধী মন্তব্যের মধ্যেই নতুন করে উদ্বেগ ছড়িয়েছে তেহরানের একটি পদক্ষেপ। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির আশপাশের এলাকায় বাসিন্দাদের মধ্যে বিলি করা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়োডাইড বা আয়োডিন বড়ি। এর আগে সাধারণ নাগরিকদের পরমাণু হামলা হলে কীভাবে প্রাণ বাঁচাতে হবে, তা নিয়েও বিশেষ ভিডিও নির্দেশিকা প্রকাশ করেছিল ইরান সরকার। পরপর এই পদক্ষেপ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, ওয়াশিংটনের সম্ভাব্য পরমাণু হামলার আশঙ্কাকে কি সত্যিই গুরুত্ব দিয়ে দেখছে তেহরান? নাকি এটি নিছক সতর্কতামূলক প্রস্তুতি? মধ্যপ্রাচ্যের পরিস্থিতি নিয়ে আন্তর্জাতিক মহলে উদ্বেগের শেষ নেই। একদিকে ট্রাম্পের বক্তব্যে কখনও যুদ্ধ থামানোর ইঙ্গিত, অন্যদিকে প্রয়োজন পড়লে ইরানে আরও হামলার হুঁশিয়ারি। ফলে মার্কিন প্রশাসনের প্রকৃত অবস্থান নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। ট্রাম্প জানিয়েছেন, তিনি আর ধ্বংসযজ্ঞ চান না। কিন্তু একই সঙ্গে ইরানের বিরুদ্ধে সামরিক পদক্ষেপের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেননি।

এই পরিস্থিতিতে অনেকেই মনে করছেন, মধ্যপ্রাচ্যের সংঘাতের তীব্রতা হয়তো কমতে পারে। কিন্তু ইরানের সাম্প্রতিক প্রস্তুতি সেই আশাকে কিছুটা ধাক্কা দিয়েছে। বিশেষ করে পারমাণবিক কেঃদ্রগুলির কাছাকাছি এলাকায় আয়োডিন বড়ি বিলির খবর সামনে আসতেই নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে পরমাণু হামলার সম্ভাবনা নিয়ে। ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম - এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ইরানের পারমাণবিক কেন্দ্রগুলির আশপাশে প্রায় দুই থেকে তিন কিলোমিটার এলাকার মধ্যে বাসিন্দাদের পটাশিয়াম আয়োডাইড বড়ি দেওয়া হচ্ছে। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই আন্তর্জাতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছে।



ইরানের এক রাজনৈতিক সাংবাদিকের দাবি, সম্ভাব্য মার্কিন পরমাণু হামলার আশঙ্কাকে গুরুত্ব দিয়েই এই পদক্ষেপ করছে তেহরান প্রশাসন। যদিও আয়োডিন বড়ি বিতরণের অর্থ এই নয় যে পরমাণু হামলা আসন্ন বা এমন কোনও হামলার বিষয়ে নিশ্চিত গোয়েন্দা তথ্য রয়েছে। আসলে পারমাণবিক দুর্ঘটনা কিংবা পরমাণু বিস্ফোরণের ফলে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন পরিবেশে ছড়িয়ে পড়তে পারে। সেই পরিস্থিতিতে পটাশিয়াম আয়োডাইড শরীরের থাইরয়েড গ্রন্থিকে তেজস্ক্রিয় আয়োডিন শোষণ করা থেকে কিছুটা রক্ষা করতে পারে। তবে এই ওষুধের কার্যকারিতারও নির্দিষ্ট সীমা রয়েছে। এটি সব ধরনের তেজস্ক্রিয়তা থেকে মানুষকে রক্ষা করে না। শরীরের অন্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গকেও তেজস্ক্রিয়তার ক্ষতি থেকে বাঁচাতে পারে না। তাই চিকিসক ও সরকারি স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছাড়া এই বড়ি খাওয়া উচিত নয়।

আয়োডিন বড়ি বিলির খবর সামনে আসার আগে মাসের শুরুতেই আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ করেছিল ইরান সরকার। সোশাল মিডিয়ায় প্রকাশ করা হয়েছিল প্রায় আট মিনিটের একটি বিশেষ ভিডিও। সেখানে সাধারণ মানুষকে বোঝানো হয়েছিল, পরমাণু হামলা হলে কীভাবে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতে হবে এবং তেজস্ক্রিয় দূষণ থেকে কীভাবে নিরাপদে থাকা সম্ভব।

ইরানের সরকারি সংবাদসংস্থা-ও ভিডিওটির পাশাপাশি নাগরিকদের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশিকা প্রকাশ করে। সেখানে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল।

- পরমাণু হামলার পরিস্থিতিতে দ্রুত কোনও ভূগর্ভস্থ ঘর বা বেসমেন্টে আশ্রয় নিতে হবে।
- জানালা ও দরজা থেকে যতটা সম্ভব দূরে থাকতে হবে।
- বাইরের বাতাস ঘরের ভিতরে নিয়ে আসে, এমন এয়ার কন্ডিশনার বা বায়ু চলাচলের যন্ত্র বন্ধ রাখতে হবে।
- বাইরে আটকে পড়লে যত দ্রুত সম্ভব নিরাপদ আশ্রয়ে যেতে হবে এবং তেজস্ক্রিয় ধূলিকণার সংস্পর্শ এড়াতে হবে।
- তেজস্ক্রিয় দূষণের আশঙ্কা থাকলে সরকারি নির্দেশিকা মেনে চলতে হবে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, পরমাণু বিস্ফোরণের পর বাতাসে ছড়িয়ে পড়া তেজস্ক্রিয় ধূলিকণা বা ‘ অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। এই ধূলিকণা শরীরের সংস্পর্শে এলে বা শ্বাসের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করলে গুরুতর স্বাস্থ্যসমস্যা দেখা দিতে পারে।

দীপাবলিতে ১৮-২০ কুইন্টাল ফুলে সাজল কেদারনাথ ধাম

কেদারনাথ, ৭ নভেম্বরঃ আলোর উৎসব দীপাবলি উপলক্ষে অপরূপ সাজে সাজিয়ে তোলা হলো একাদশ জ্যোতির্লিঙ্গ শ্রী কেদারনাথ ধামকে। মন্দির চত্বর ও গর্ভগৃহ সাজাতে ব্যবহার করা হয়েছে প্রায় ১৮ থেকে ২০ কুইন্টাল রকমারি ফুল। হিমালয়ের কোলে অবস্থিত এই পুণ্যভূমির এমন মনোহর রূপ দেখতে ভিড় জমিয়েছেন বহু পুণ্যার্থী।শ্রী বদ্রীনাথ-কেদারনাথ মন্দির কমিটি সূত্রের খবর, প্রতি বছরের মতো এবারও দীপাবলির পুণ্যলগ্নে বাবা কেদারনাথের প্রধান মন্দির, সিংহদ্বার, সভামণ্ডপ ও পারিপার্শ্বিক প্রাঙ্গণ গাঁদা, গোলাপ ও অন্যান্য সুগন্ধি দেশি-বিদেশি ফুলে মুড়ে ফেলা হয়েছে। শীতকালীন বন্ধের ঠিক প্রাক্কালে দীপাবলির এই বিশেষ পুষ্পশোভায় ধাম চত্বরে তৈরি হয়েছে এক অপূর্ব আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ভক্তদের 'হর হর মহাদেব' ও 'জয় বাবা কেদার' ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠেছে সমগ্র কেদার উপত্যকা।

নেপালে উদযাপিত হচ্ছে 'কাক তিহার', কাকদের সুস্বাদু খাবার খাইয়ে চলছে বিশেষ পুজো

কাঠমান্ডু, ৭ নভেম্বর ঃ প্রতিবেশী দেশ নেপালে শনিবার সকালে কাকদের সুস্বাদু ও উপাদেয় খাবার খাইয়ে অত্যন্ত উসাহ ও ভক্তির সঙ্গে উদযাপিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী 'কাক তিহার'। সনাতন হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাস ও পৌরাণিক মত অনুযায়ী, কাককে মৃত্যু ও ন্যায়ের দেবতা যমরাজের বার্তাবাহক বা দূত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এই 'কাক তিহার' উসবটি প্রধানত ত্রয়োদশী (তেরস) তিথিতে উদ্যাপন করা হয়। উল্লেখ্য, এটি নেপালের আলো ও আনন্দের সবচেয়ে বড় উৎসব পাঁচ দিনব্যাপী 'তিহার বা 'যমপঞ্চক উৎসবের প্রথম দিনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।নেপাল পঞ্চাঙ্গ নির্ণায়ক বিকাশ সমিতির সভাপতি ড. পুরুষত্তম ভাট্টরাই জানান, ধর্মীয় শাস্ত্র ও পঞ্জিকার বিধান অনুযায়ী 'তিহার' সবসময় ত্রয়োদশী তিথির সকালেই পালন করা বিধেয়। এই প্রাচীন শাস্ত্রীয় বিধান ও লগ্ন মেনেই আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় এই উৎসব পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।পবিত্র এই উপলক্ষটিকে কেন্দ্র করে এদিন নেপালের কাগেশ্বরী মনহরা পৌরসভার বিখ্যাত কাগেশ্বরী মহাদেব মন্দিরে বিশেষ পুজো-আর্চনার আয়োজন করা হয়েছে। একই সঙ্গে রাজধানী কাঠমান্ডুর ঐতিহাসিক হনুমানধোকা চত্বরে অবস্থিত কাগেশ্বরী মন্দিরেও

খুঁটিতে দ্রুতগামী ট্রাকের ধাক্কায় মৃত ৭, শোকপ্রকাশ রাষ্ট্রপতির



নয়াদিল্লি ও খুঁটি, ৭ নভেম্বর ঃ ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায় বৃহস্পতিবার রাতে ট্রাকের চাকায় পিষ্ট হয়ে মৃত্যু হয়েছে ৭ জনের। এই দুর্ঘটনায় শুক্রবার গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু। রাষ্ট্রপতি মুর্মু এক্স-এ লিখেছেন, ঝাড়খণ্ডের খুঁটি জেলায় সড়ক দুর্ঘটনায় মৃত্যুর খবর অত্যন্ত দুঃখজনক। আমি শোকার্ত পরিবারগুলির প্রতি আমার গভীর সমবেদনা জানাচ্ছি। এই দুর্ঘটনায় আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি।উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার রাতে কাররা-তোরপা মেন রোডের ওই দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন আরও একজন। শুক্রবার স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, কাররা থানা এলাকায় মেন রোডে এক স্কুটি চালক দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। তাঁকে উদ্ধার করতে এলাকার লোকজন ছুটে যান। সেই সময়ে দ্রুত গতির একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উদ্ধারকারীদের চাপা দেন। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা শুক্রবার সকালে রেলওয়ে ক্রসিংযের কাছে পথ অবরোধ করেন। গ্রামবাসীরা দুর্ঘটনায় নিহতদের পরিবারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ এবং সড়ক নিরাপত্তা জোরদার করার দাবি জানিয়েছেন।

ঘোষণা

দুরন্ত প্রকাশন (প্রাঃ) লিমিটেড বা তার কোনও এজেন্ট এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞানের যথার্থতা ও নির্ভরযোগ্যতার ব্যাপারে কোনও ভাবে দায়বদ্ধ নয়। এই সংবাদপত্রে প্রকাশ করা বিজ্ঞাপনগুলি শুধুমাত্র সরল বিশ্বাসে গ্রহণ করা হয়। এই ঘোষণা ভারত সরকারের স্পেশাল ক্রাইম ব্রাঞ্চের নির্দেশ অনুযায়ী ছাপা হচ্ছে।

কলকাতা পুরসভার নির্বাচনী নির্ঘণ্ট জারিতে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ হাই কোর্টের



কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ বছর শেষেই ভোটের দামামা বাজার সম্ভাবনা ছিল। কবে দিনক্ষণ ঘোষণা হয়, নজর ছিল সেদিকেই। কিন্তু শুক্রবার কলকাতা পুরসভার নির্বাচনী বিজ্ঞপ্তি জারির উপরে অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি সব্যসাচী ভট্টাচার্য ও বিচারপতি অর্জুন রায় মুখোপাধ্যায়ের অবকাশকালীন ডিভিশন বেঞ্চ স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে, নতুন করে ওয়ার্ড বিন্যাস সংক্রান্ত মামলার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত পুরসভার নির্বাচন নিয়ে কোনও বিজ্ঞপ্তি জারি করতে পারবে না রাজ্য নির্বাচন কমিশন। ফলে কলকাতা পুরভোট পিছিয়ে যেতে পারে বলেই অনুমান ওয়াকিবহাল মহলের একাংশের। কলকাতা পুরসভার ওয়ার্ডের সংখ্যাবৃদ্ধির কথা জানিয়ে গত ১১ সেপ্টেম্বর বিজ্ঞপ্তি দেয় রাজ্য। সেই বিজ্ঞপ্তিকে চ্যালেঞ্জ করে হাই কোর্টে মামলা হয়। মামলাকারীর হয়ে সওয়াল করেন আইনজীবী বিকাশরঞ্জন ভট্টাচার্য।কলকাতা পুর এলাকার ওয়ার্ডের সংখ্যা ১৪৪ থেকে বাড়িয়ে ২০৯ করা হয়েছে। এই পুনর্বিন্যাস নিয়ে আপত্তি তুলে মামলা করেছিলেন সিপিএম নেত্রী দিপু দাস। হাই কোর্টের সিঙ্গল বেঞ্চ তাতে কোনও অন্তর্বর্তী নির্দেশ না দিয়েই দু'পক্ষের কাছে হলফনামা চেয়েছিল। বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্য রাজ্য সরকারকে চার সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে বলেছেন। তার পরের দু'সপ্তাহের মধ্যে বক্তব্য জানাতে হবে মামলাকারীকে। সিঙ্গল বেঞ্চের ওই নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ করেই মামলাকারী ডিভিশন বেঞ্চে যান। তাঁর বক্তব্য ছিল, ছয় সপ্তাহ অপেক্ষা করলে তত দিনে পুরভোট হয়ে যাবে এবং এই মামলার আর কোনও প্রাসঙ্গিকতা থাকবে না। সেই মামলাতেই গত শুক্রবার অন্তর্বর্তী নির্দেশ দিল ডিভিশন বেঞ্চ।

নতুন দিল্লি স্টেশনে ভিড় সামলাতে প্রস্তুত রেল, তৈরি স্থায়ী হোল্ডিং এরিয়া



নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ দীপাবলি ও আসন্ন ছটপুজোর মরশুমে জাতীয় রাজধানী থেকে বাড়ি ফেরা যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশনে একগুচ্ছ আধুনিক ও সুসংহত পরিকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে ভারতীয় রেলওয়ে। প্ল্যাটফর্মে নির্বিঘ্ন যাত্রী চলাচল নিশ্চিত করতে স্টেশনে তৈরি করা হয়েছে একটি বিশেষ স্থায়ী 'হোল্ডিং এরিয়া' (যাত্রী বিশ্রাম চত্বর)। পাশাপাশি দ্রুত তল্লাশি ও মসৃণ প্রবেশের সুবিধার্থে বসানো হয়েছে ছ'টিরও বেশি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন ব্যাগেজ-স্ক্রিনিং মেশিন। রেলওয়ে সূত্রের খবর, উৎসবের দিনগুলিতে সাধারণ সময়ের তুলনায়. দৈনিক যাত্রীসংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। সেই ভিড়ের চাপ সামলাতে অজমেরি গেট চত্বরে এই নতুন স্থায়ী হোল্ডিং জোন কার্যকর করা হয়েছে। ট্রেন ছাড়ার নির্দিষ্ট সময়ের আগে প্ল্যাটফর্মে ভিড় না জমিয়ে যাত্রীদের সেখানে বসার ও স্বাচ্ছন্দ্যে অপেক্ষা করার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। একই সঙ্গে প্ল্যাটফর্মে প্রবেশপথে যাতে দীর্ঘ লাইনের জন্য জট না তৈরি হয়, তার জন্য ব্যাগেজ চেকিং কাউন্টারগুলি পুনর্বিন্যাস করে অতিরিক্ত এক্স-রে স্ক্যানার চালু করা হয়েছে।রেলের এই আগাম পরিকাঠামোগত প্রস্তুতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেছেন সাধারণ যাত্রীরা। স্টেশনে আসা দূরপাল্লার যাত্রীদের বক্তব্য, বিগত বছরগুলির তুলনায় এ বছর ভিড় নিয়ন্ত্রণের পরিকল্পনা অনেক বেশি গোছানো ও কার্যকর। বিশেষ করে আলাদা হোল্ডিং এরিয়া এবং দ্রুত স্ক্যানিং সুবিধার কারণে প্ল্যাটফর্মে হুড়োহুড়ি ও বিশৃঙ্খলা অনেকটাই কমেছে। যেকোনো জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলায় এবং নজরদারি চালাতে স্টেশনে অতিরিক্ত আরপিএফ কর্মী মোতায়েন রাখা হয়েছে।

ভালো কাজের উদ্দেশ্য না বুঝেই বিরোধিতার রাজনীতি রাহুলেরঃমেঘওয়াল



বিকানের (রাজস্থান), ৭ নভেম্বর ঃ কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর লাগাতার সমালোচনার কড়া জবাব দিলেন কেন্দ্রীয় আইন ও বিচারমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। শনিবার রাজস্থানের বিকানেরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি অভিযোগ করেন, যে কোনও ভালো উদ্যোগ বা উন্নয়নের পেছনের কারণ ও প্রেক্ষাপট না বুঝেই অযথা বিরোধিতা করা রাহুল গান্ধীর অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বলেন, রাহুল গান্ধী আজকাল যে কোনও ভালো উদ্যোগের পেছনের উদ্দেশ্য বা কার্যকারিতা বিবেচনা না করেই সবকিছুর সমালোচনা শুরু করে দেন। প্রযুক্তিগত আধুনিকায়ন ও বিকাশ তো যে কোনও দেশের অগ্রগতির স্বাভাবিক অঙ্গ, এর মধ্যেও সমালোচনা করার মতো কী থাকতে পারে?কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে অর্জুন রাম মেঘওয়াল আরও বলেন, সরকার যতই ভালো ও জনকল্যাণমুখী কাজ করুক না কেন, রাহুল গান্ধী তার মধ্যে কোনও না কোনও খুঁত খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। এমনকি দেশের স্বার্থে যখন সার্জিক্যাল স্ট্রাইক কিংবা এয়ার স্ট্রাইক চালানো হয়েছিল, তিনি তারও সমালোচনা করতে ছাড়েননি। এই ধরনের মানসিকতা নিয়ে চলা মানুষের ব্যাপারে আর নতুন করে কী-ই বা বলা যায়?

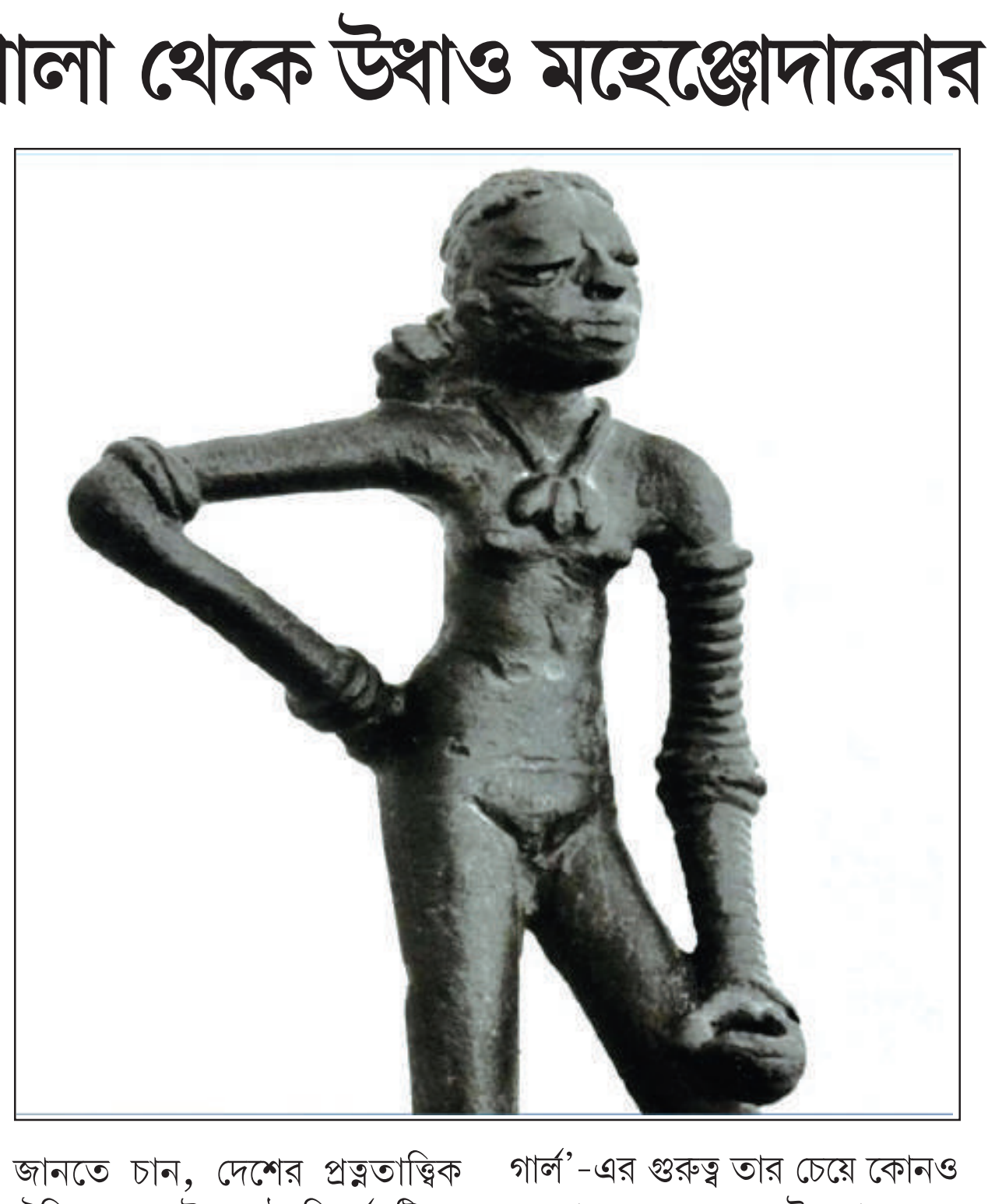
জওয়ানদের সঙ্গে দীপাবলি উদযাপন পুষ্কর সিং ধামির, শীঘ্র উদ্বোধন 'সৈন্য ধাম'-এর

দেহরাদুন, ৭ নভেম্বর ঃ দীপাবলি উপলক্ষে সীমান্ত ও দেশের প্রতিরক্ষায় নিয়োজিত বীর জওয়ানদের প্রতি কৃতজ্ঞতা ও শুভেচ্ছা জানাতে দেহরাদুনের গড়ি ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত গাড়োয়াল রাইফেলসের (গাড়োয়াল গ্রিনার্স) প্রশিক্ষণ মাঠে অয়োজিত এক 'দীপাবলি মিলন' অনুষ্ঠানে অংশ নিলেন উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর জওয়ান ও সেনা আধিকারিকদের মিষ্টি খাইয়ে শনিবার দীপাবলির আগাম শুভেচ্ছা বিনিময় করেন তিনি।সেনাবাহিনীর জওয়ানদের সঙ্গে সময় কাটানোর পর মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি বলেন, আমাদের সমস্ত জওয়ান ও আধিকারিকদের, বিশেষ করে এখানে কর্তব্যরত গাড়োয়াল রেজিমেন্টের বীর সেনানীদের আন্তরিক দীপাবলির শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পরিস্থিতি যতই প্রতিকূল বা কঠিন হোক না কেন, উসব হোক বা বিশেষ কোনও উপলক্ষ-আমাদের সেনা জওয়ানরা সর্বদা পরিবার ও বাড়ি থেকে দূরে থেকে সীমান্তে অটল থাকেন। দেশের প্রতি এই ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব আমাদের সকলের কাছে এক অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত। তাঁদের মাঝে এসে দীপাবলি উদ্যাপন করতে পারা সত্যিই এক অনন্য ও গর্বের অনুভূতি।উত্তরাখণ্ডের প্রস্তাবিত পঞ্চম ধাম 'সৈন্য ধাম' প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী জানান, এর নির্মাণকাজ সম্পূর্ণ শেষ হয়েছে। খুব শীঘ্রই রাষ্ট্র ও উত্তরাখণ্ডের জনগণের সেবায় এই স্মৃতিসৌধটি আনুষ্ঠানিকভাবে উৎসর্গ ও উদ্বোধন করা হবে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দেওয়া '৬৫ পার' আসনের নির্বাচনী লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, অমিত শাহজির সাংগঠনিক কাজকর্মের দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা রয়েছে। তিনি উত্তরাখণ্ডের মানুষের কাছে আবেদন রেখেছেন এবং দলীয় কর্মীদের জন্য একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন। তাঁর দেওয়া এই লক্ষ্যপূরণে দলের প্রতিটি স্তরের কর্মী ও নেতৃত্ব সম্পূর্ণ দায়বদ্ধতার সঙ্গে ময়দানে নেমে কাজ করবেন।এ ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে 'অগ্নিবীর ক্ষেত্রে দুই বছরের মেয়াদ বাড়ানোর সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেন, অগ্নিবীরদের স্বার্থে এমন এক ঐতিহাসিক ও দূরদর্শী সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আলোর উৎসবের এই মরশুমে এটি নিশ্চিতভাবেই দেশের যুবসমাজ ও তাঁদের পরিবারের কাছে এক অমূল্য দীপাবলি উপহার।

ঠাণেতে গ্রেফতার ঝাড়খণ্ডের ১০ লক্ষ টাকার পুরস্কার ঘোষিত মাওবাদী, ডোম্বিভলির ঠাকুরলিতে ধৃত

ঠাণে, ৭ নভেম্বর ঃ মহারাষ্ট্রের ঠাণে জেলা থেকে গ্রেফতার হল ঝাড়খণ্ডের এক ওয়ান্টেড মাওবাদী। ধৃতের নাম সঞ্জয় সরোজ যাদব ওরফে সঞ্জয় গোড়রাই ওরফে বুধরাম (৪৫)। ঝাড়খণ্ড সরকার তাঁর মাথার দাম ১০ লক্ষ টাকা ঘোষণা করেছিল। ডোম্বিভলির কাছে ঠাকুরলি এলাকা থেকে তাঁকে গ্রেফতার করেছে মহারাষ্ট্র পুলিশের সন্ত্রাসদমন শাখা (এটিএস)।শনিবার এটিএস সূত্রে জানা গিয়েছে, সঞ্জয় ঝাড়খণ্ডের জঙ্গল এলাকার বাসিন্দা। গত প্রায় ১০ দিন ধরে তিনি ঠাকুরলিতে থাকছিলেন। ঝাড়খণ্ডের নিরাপত্তা সংস্থাগুলি দীর্ঘদিন ধরেই তাঁর খোঁজে ছিল। তিনি মহারাষ্ট্রে এসেছেন, এই খবর পাওয়ার পর ঠাকুরলি এলাকায় নজরদারি শুরু করে মহারাষ্ট্র এটিএস। উপযুক্ত সুযোগ পেয়ে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়।গ্রেফতারের পর অভিযুক্তকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। গত ১০ দিন ধরে তিনি ঠাকুরলিতে কার সাহায্যে ছিলেন, তাঁকে কে আশ্রয় দিয়েছিল এবং স্থানীয়ভাবে কার কার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছিলেন, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ঝাড়খণ্ড ছেড়ে সঞ্জয় যাদব কেন মহারাষ্ট্রে এসেছিলেন, ঠাকুরলিতে থাকার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্য কী ছিল, তা জানার চেষ্টা করছে তদন্তকারী সংস্থাগুলি। মহারাষ্ট্রে থাকাকালীন তিনি কোনও মাওবাদী কার্যকলাপের পরিকল্পনা করেছিলেন কি না, অথবা রাজ্যের অন্য কোনও সন্দেহভাজন ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল কি না, সেই দিকগুলিও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।১০ লক্ষ টাকা পুরস্কার ঘোষিত এক মাওবাদীর ঠাণে থেকে গ্রেফতারের ঘটনায় নিরাপত্তা সংস্থাগুলি সতর্ক হয়েছে। তাঁর গতিবিধি, যোগাযোগ এবং মহারাষ্ট্রে আসার কারণ জানতে তদন্ত চালাচ্ছে এটিএস।

জাতীয় সংগ্রহশালা থেকে উধাও মহেঞ্জোদারোর 'ড্যান্সিং গার্ল'



নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরন্ত বার্তা,৭নেভম্বরঃপ্রায় সাড়ে চার হাজার বছরের প্রাচীন বিশ্বসভ্যতার এক অমূল্য স্মৃতিচিহ্ন হঠাৎ করেই সাধারণ দর্শনার্থীদের চোখের আড়াল হয়ে গেল। দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালার হরপ্পা সভ্যতার স্থায়ী গ্যালারি থেকে সরিয়ে নেওয়া হল মহেঞ্জোদারোর বিশ্বখ্যাত ব্রোঞ্জের 'ড্যান্সিং গার্ল' বা নৃত্যরতা তরুণীর মূর্তিটি। দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ইতিহাসের অন্যতম প্রধান এই প্রতীকের আকস্মিক অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে সংগ্রহশালা কর্তৃপক্ষ ও কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের ভূমিকা নিয়ে তীব্র বিতর্ক ও ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।এই চাঞ্চল্যকর বিষয়টি প্রথম প্রকাশ্যে আসে প্রাক্তন লোকসভা সাংসদ আর সেন্থিলের সংগ্রহশালা পরিদর্শনের পর। সিন্ধু সভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলি দেখার উদ্দেশ্যে তিনি সম্প্রতি দিল্লির জাতীয় সংগ্রহশালায় যান। কিন্তু হরপ্পা গ্যালারিতে পৌঁছে তিনি দেখেন, যে কাচের বাক্সে দশকের পর দশক ধরে নৃত্যরতা তরুণীর মূর্তিটি প্রদর্শিত হয়ে এসেছে, সেটি সম্পূর্ণ ফাঁকা। এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক প্রত্নসামগ্রী প্রদর্শনীতে দেখতে না পেয়ে হতবাক হয়ে যান তিনি।ঘটনার পরই সেন্থিল সরাসরি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত, সংস্কৃতি সচিব এবং জাতীয় সংগ্রহশালার মহাপরিচালককে চিঠি পাঠান। চিঠিতে তিনি ক্ষোভ প্রকাশ করে জানতে চান, দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক ঐতিহ্যের এই শ্রেষ্ঠ নিদর্শনটিকে হঠাৎ কেন জনসমক্ষ থেকে সরিয়ে নেওয়া হল? বর্তমানে অত্যন্ত স্পর্শকাতর এই ব্রোঞ্জমূর্তিটি কোথায় রাখা হয়েছে এবং তার নিরাপত্তা ও যথাযথ সংরক্ষণের জন্য কী ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যার দাবি তোলেন তিনি। ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়ামে লিওনার্দো দা ভিঞ্চির আঁকা 'মোনালিসা চিত্রকর্মটির যে ঐতিহাসিক ও শৈল্পিক গুরুত্ব, ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে 'ড্যানিং গার্ল'-এর গুরুত্ব তার চেয়ে কোনও অংশে কম নয় বলে উল্লেখ করেন তিনি। তাঁর অভিযোগ, চিঠি পাঠানোর পর দুই সপ্তাহের বেশি সময় কেটে গেলেও সংস্কৃতি দপ্তর বা সংগ্রহশালার তরফে কোনও উত্তর দেওয়া হয়নি।সংগ্রহশালার অন্দরমহল সূত্রে জানা গিয়েছে, গত সেপ্টেম্বর মাসে নিঃশব্দে মূর্তিটি সরিয়ে নেওয়া হয় এবং হরপ্পা গ্যালারিতে কেবল একটি সংক্ষিপ্ত নোটিস ঝুলিয়ে দেওয়া হয়। সেই নোটিশে জানানো হয়েছে, প্রস্তাবিত 'যুগে যুগে ভারত মিউজিয়াম'-এর পরীক্ষামূলক বা নমুনা গ্যালারি তৈরির উদ্দেশ্যে নিদর্শনটি সরানো হয়েছে। তবে উদ্বেগজনক বিষয় হল, কেবল 'ড্যান্সিং গার্ল' নয়, ভারতীয় ইতিহাসের আরও একাধিক অমূল্য প্রত্নসম্পদ গ্যালারি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। সেই দীর্ঘ তালিকায় রয়েছে সিন্ধু সভ্যতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পশুপতি সিল, পোড়ামাটির মাতৃদেবীর মূর্তি, কুবেরের প্রাচীন ভাস্কর্য, গৌতম বুদ্ধের কালো পাথরের মূর্তি, মুঘল যুগের দারা শিকোহর বিবাহের দুর্লভ চিত্রকর্ম এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের রক্তস্নাত ইতিহাসের স্মারক জালিয়ানওয়ালাবাগের কলস।এই সিদ্ধান্তের ফলে ইতিহাসবিদ, গবেষক এবং সাধারণ দর্শনার্থীদের মধ্যে চরম অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। প্রস্তাবিত নতুন মিউজিয়ামের নমুনা গ্যালারি কবে সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত করা হবে কিংবা আদৌ সেখানে সাধারণ মানুষকে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হবে কি না, সে বিষয়ে কর্তৃপক্ষের কোনও স্পষ্ট রূপরেখা নেই। ফলে সাড়ে চার সহস্রাব্দের প্রাচীন এই অমূল্য সম্পদগুলি অনির্দিষ্টকালের জন্য লোকচক্ষুর আড়ালে বাক্সবন্দি হয়ে থাকার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। মানবসভ্যতার এক অনন্য শিল্পনিদর্শনকে এভাবে অস্বচ্ছ প্রক্রিয়ায় প্রদর্শনী থেকে প্রত্যাহারের ঘটনায় অবিলম্বে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের সরাসরি হস্তক্ষেপ ও জবাবদিহির দাবি ক্রমেই জোরালো হচ্ছে।

ন্যানো ক্ষতে প্রলেপ দিতে সিঙ্গুরে অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে কথা চলছে



নিজস্ব সংবাদদাতা, দুরন্ত বার্তা,৭নভেম্বরঃ২০১১ সালের রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দু হুগলির সিঙ্গুর দীর্ঘ দেড় দশক ধরে কার্যত এক প্রতীকী মরুভূমি হয়ে পড়েছিল। টাটা গোষ্ঠী ন্যানো কারখানা গুটিয়ে চলে যাওয়ার পর কৃষকদের হাতে জমি ফেরত গেলেও সেখানে চাষের অনুকূল পরিবেশ ফেরেনি। উর্বরতা হারিয়ে পড়ে থাকা সেই জমিতে শুধুই অযত্নে সর্ষে ফুল ফুটতে দেখা গিয়েছে। শিল্প কিংবা কৃষি- কোনওটাই সেখানে বাস্তবায়িত হয়নি। তবে রাজ্যের পটপরিবর্তনের পর নতুন অর্থনৈতিক দিশা তৈরি হতেই ফের বুক বাঁধছে সিঙ্গুর। গত বৃহস্পতিবার নিউ টাউনের ইকো পার্কে রাজ্যের নতুন নীতি প্রকাশের মঞ্চ থেকে সিঙ্গুরের প্রসঙ্গে স্পষ্ট আশ্বাস দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তিনি ঘোষণা করেন, সিঙ্গুর নিয়ে বর্তমান সরকার কিছু একটা করবে এবং সেই লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সাড়ে ছ'শো কোটি টাকার একটি ব। মাপের বিনিযাগের আলোচনা বহুদূর এগিয়েছে। এই ক্ষেত্রে স্বনামধন্য গাড়ি নির্মাতা সংস্থা অশোক লেল্যান্ডের সঙ্গে রাজ্যের কথাবার্তা চলছে।বিগত দেড় দশক ধরে রাজ্যে নতুন বিনিযাগে থমকে ছিল এবং বড় শিল্পের দেখা মেলেনি। যার জেরে বাংলার বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী কর্মসংস্থানের সন্ধানে ভিন্নরাজ্যে পাড়ি দিতে বাধ্য হয়েছেন। নির্বাচনী প্রচারের সময় থেকেই কর্মসংস্থান তৈরির বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর নতুন সরকারের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হয়ে দাঁড়িয়েছে শিল্পবান্ধব পরিবেশ গড়ে তোলা। সেই প্রেক্ষাপটে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, সিঙ্গুরের কথা প্রশাসন এক মুহূর্তের জন্যও ভুলে যায়নি। ন্যানোর স্মৃতিবিজ।তি সেই জমিতে আবার গাড়ি শিল্পের চাকা ঘুরবে কি না, তা নিয়ে প্রশাসনিক মহলে জোর জল্পনা শুরু হয়েছে।এদিকে সিঙ্গুরকে ঘিরে নতুন সম্ভাবনার বার্তা আসতেই রাজনৈতিক উত্তাপ চড়েছে। সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম বলেন, যারা সেদিন শিল্পের বিরোধিতা করে ধরনা দিয়েছিলেন, সে যে রাজনৈতিক দলেরই লোক হোক না কেন, আজকের এই ঘোষণা তাঁদের গালে একটি বড় থাপ্পড়। অন্য দিকে বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান বিমান বসু দাবি করেছেন, এই ধরনের শিল্পনীতির প্রাথমিক খসড়া মূলত জ্যোতি বসুর সময়েই প্রস্তুত হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ কারখানার ধ্বংসাবশেষ দেখে হতাশ হয়ে পড়া সিঙ্গুরের মানুষের মনে এখন একটাই প্রত্যাশা, দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে এবার সত্যি সত্যি শিল্পের আলো জ্বলুক।

গণতন্ত্রে বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার সবার আছে, মন্তব্য শশী থারুরের



তিরুঅনন্তপুরম, ৭ নভেম্বর ঃ ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর)-এর বিরোধিতায় শুক্রবার কেরলের কোচিতে সিজেপি-র 'যন্তর মন্তর অ্যাট কোচি' শীর্ষক বিক্ষোভ কর্মসূচি প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানালেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। গণতন্ত্রে প্রতিবাদ ও মতপ্রকাশের অধিকারকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, প্রত্যেকেরই গণতান্ত্রিকভাবে বিক্ষোভ দেখানোর অধিকার রয়েছে।শনিবার তিরুঅনন্তপুরমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিরুঅনন্তপুরমের সাংসদ শশী থারুর বলেন, আমরা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করি তাই তাঁদের বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে দিন। দেখা যাক এই বিষয়ে সাধারণ মানুষ কী ভাবেন এবং তাঁদের কী প্রতিক্রিয়া হয়। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের এসআইআর প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে এবং নির্বাচনী সংস্কারের দাবিতে সম্প্রতি দিল্লিতে যন্তর মন্তরে প্রতিবাদের পর এ বার কেরলের কোচির রাজেন্দ্র ময়দানে 'যন্তর মন্তর অ্যাট কোচি' আন্দোলনের ডাক দিয়েছে সিজেপি। দক্ষিণ ভারতের এই প্রতিবাদ সমাবেশ ঘিরে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে।

অভিষেককে কটাক্ষ দিলীপের, এসআইআর ইস্যুতেও প্রতিক্রিয়া মন্ত্রীর



নিউটাউন, ৭ নভেম্বর ঃ তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিনে তাঁর বাড়ির সামনে হামলার অভিযোগ এবং ভোটার তালিকার বিশেষ নিবি। সংশোধন প্রক্রিয়া নিয়ে কড়া প্রতিক্রিয়া দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। একইসঙ্গে লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধীকেও চাঁচাছোলা ভাষায় কটাক্ষ করেছেন তিনি। শনিবার সকালে নিউটাউনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যুতে একযোগে আক্রমণ শানান।শুক্রবার গভীর রাতে কালীঘাটে নিজের বাসভবনে হামলার অভিযোগ তোলেন তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। এ প্রসঙ্গে মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ সরাসরি অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ফুটপাথে দাঁড়িয়ে নেতার জন্মদিন পালনের দৃশ্য প্রথমবার দেখা গেল। গভীর রাতে সেখানে গিয়ে যদি কেউ ঝামেলা বা অশান্তি সৃষ্টি করে, তবে পাল্টা প্রতিরোধ তো হবেই। তাছাড়া অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুন করার সময় কার আছে? ওঁদের বলার বা করার মতো আর কিছু অবশিষ্ট নেই, তাই এইসব ভিত্তিহীন ইস্যু তৈরি করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছেন।অন্যদিকে, এসআইআর প্রক্রিয়া প্রসঙ্গে রাজ্যের বাস্তব চিত্র তুলে ধরে দিলীপ ঘোষ জানান, আমি আমাদের বাংলার কথা বলতে পারি। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের তালিকা থেকে প্রায় ৯১ লক্ষ ভুয়ো ও সন্দেহজনক নাম বাদ গিয়েছে। এর মধ্যে বহু লক্ষ মানুষ এমন রয়েছেন, যাঁদের নোটিস পাঠিয়ে বারবার ডাকার পরও তাঁরা হাজিরা দেননি। কারণ তাঁদের কাছে নাগরিকত্বের উপযুক্ত কোনও নথিপত্র নেই এবং তাঁরা কেউই এ রাজ্যের বৈধ ভোটার নন।কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধীর বিতর্কের আহ্বান প্রসঙ্গে মন্ত্রী তীব্র কটাক্ষ করে দিলীপ বলেন, রাহুল গান্ধী তো এখনও পর্যন্ত কখনও কোনও বিতর্কই করেননি। তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে এসে প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সাহস দেখান না, আবার সংসদেও গঠনমূলক প্রশ্নের মুখোমুখি হন না কেবল নিজের মতো ভাষণ দেন আর বেরিয়ে যান। এখন তাঁর সঙ্গে কে বিতর্ক করতে যাবে, কার এত সময় আছে? পারলে উনি নিজের দলের মধ্যে কিংবা ইন্ডি জোটের শরিকদের সঙ্গে বসে বিতর্ক করুন।

রাশিফল

মেষঃ আপনার ব্যক্তিগত ও সম্মিলিত উদ্যম আজ কিছুটা কমে যেতে পারে। এর ফলে বন্ধু এবং জীবনসঙ্গীর সঙ্গে গভীরভাবে কথা বলতে অসুবিধা হতে পারে। এই সময়ে সংযম বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সংসারে শান্তি হতে পারে।
বৃষঃ আজ আপনার অনুভূতিগুলি খোলাখুলিভাবে প্রকাশ পাবে, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করবে। জীবনসঙ্গীর সঙ্গে কথাবার্তায় স্বাচ্ছন্দ্য ও উষ্ণতা বজায় থাকবে। বন্ধু ও পরিবারের সঙ্গে কাটানো মুহূর্তগুলির আনন্দ আরও বাড়বে এবং তাঁদের সঙ্গে কাটানো সময়ের গুরুত্ব আপনি উপলব্ধি করবেন। ।
মিথুনঃ যদি আপনি স্পষ্টতই চাপ অনুভব করেন-তাহলে আরো বেশি সময় বাচ্চাদের সাথে কাটান। তাদের উষ্ণ আলিঙ্গনআদর বা একটি নিষ্পাপ হাসিও আপনাকে আপনার দুর্দশা থেকে তুলতে পারে।
কর্কটঃ আপনার বিরাট আস্থা এবং সহজ কাজের সময়সূচী আপনাকে আজ আরাম করতে যথেষ্ট সময় দেবে। বিবাহের যোগ হতে পারে।
সিংহ ঃ আজ সিংহ রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। আপনার উদ্যম ও আত্মবিশ্বাস কমে যেতে পারে, যার ফলে স্বাভাবিকের তুলনায় নিজেকে কিছুটা দুর্বল মনে হতে পারে। সংসারে শান্তি হতে।
কন্যাঃ আজ কন্যা রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি মিশ্র অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে। জীবনে কিছুটা অশান্তি ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে পারেন। যে বিষয়গুলি আপনাকে অস্বস্তিতে ফেলছে, সেগুলির দিকে নজর দেওয়ার এটাই সময়। শুভদিন হবে
তুলাঃআপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে. পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন।। সংসারে শান্তি হবে
বৃশ্চিকঃ চাপ উপেক্ষা করা প্রয়োজন। এটি খুব দ্রুতগতিতে তামাক এবং মদের মত মারাত্মক মহামারীতে পরিণত হচ্ছে।
ধনুঃআজ কর্কট রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য দিনটি কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হতে পারে। শুভদিন।
মকরঃ আজ আপনার জন্য ভারসাম্য ও নিষ্ঠার দিন। শুভদিন
কুম্ভঃস্বাস্থ্যের ব্যাপারে অবহেলা করবেন না, বিশেষ করে মদ্যপান এ।িয়ে চলুন। আপনার পরিবারের কোনও সদস্য অসুস্থ হয়ে পড়ার কারণে আপনি আর্থিক সমস্যার মুখোমুখি হতে পারেন। শুভ দিন।
মীনঃ আজ মীন রাশির জাতক-জাতিকাদের জন্য অত্যন্ত ভালো দিন। নিজের আবেগের গভীরতা বোঝার জন্য বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত বোধ করবেন। আজ ইতিবাচক শক্তিতে ঘিরে থাকবেন আপনি, যা সম্পর্ককে আরও মজবুত করার সুযোগ এনে দেবে।

আবহাওয়া

দক্ষিণবঙ্গে শুষ্ক আবহাওয়ার পূর্বাভাস। আগামী রবিবার পর্যন্ত শহরে বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক। সকাল ও সন্ধ্যায় মনোরম আবহাওয়া থাকবে। পশ্চিমের জেলাগুলিতে অনুভূত হবে হালকা শীতের আমেজ। কোথাও কোথাও আকাশ আংশিক মেঘলা থাকতে পারে। সপ্তাহান্তে তাপমাত্রা সার্বিক ভাবে ২-৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত কমতে পারে দক্ষিণবঙ্গে। সোমবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলায়। বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা বৃষ্টি হতে পারে সোমবার ও মঙ্গলবার। সোমবার বৃষ্টি হতে পারে কলকাতা ছাড়াও দুই ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, নদিয়া ও মুর্শিদাবাদে। ওই জেলাগুলিতে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। মঙ্গলবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দুই ২৪ পরগনা ও দুই মেদিনীপুরে।অন্য দিকে, উত্তরবঙ্গেও শুক্রবার মূলত শুষ্ক আবহাওয়া থাকবে। আগামী কয়েক দিনে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বৃষ্টির কোনও পূর্বাভাস দেয়নি আবহাওয়া দফতর। রাতের তাপমাত্রা কিছুটা কমতে পারে। শনিবারের মধ্যে রাতের তাপমাত্রা ২-৪ ডিগ্রি পর্যন্ত কমতে পারে। তবে দিনের তাপমাত্রায় এখনই বড় কোনও পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। সোমবার বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে মালদা এবং দুই দিনাজপুরে।। আজকের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩১ডিগ্রী সেলসিয়াস,সর্বনিম্ন ২৪ ডিগ্রী সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯০ শতাংশ শতকরা এবং ৪৫ শতাংশ শতকরা হতে পারে আজকে।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-সকাল ০৮টা ৪০মনিট এবং রাত ০৯টা ৪০মিনিটে। **ভাটা**-বেলা ০৩টা ৪৯মিনিট এবংরাত ১১টা ৪৬ মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৫ টা ৪৪মিনিটে হতে পারেএবং অস্ত যাবে আজ ৪টা ৪৭মিনিটে হতে পারে।

বিধবা মহিলাকে ধর্ষণের অভিযোগে গ্রেফতার

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ এক বিধবা মহিলার বাড়িতে ঢুকে তাঁকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার নিমাইনগর গ্রামে। নির্যাতিতার লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ধৃতের নাম কালিপদ নায়েক। তাঁর বাড়ি ওই গ্রামেই। শনিবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক তাঁকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে ওই বিধবা মহিলার বাড়িতে ঢোকে অভিযুক্ত কালিপদ। সেই সময় বাড়িতে মহিলা একাই ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। অভিযোগ, মহিলাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে অভিযুক্ত। ঘটনার পর শুক্রবার নির্যাতিতা ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পাওয়ার পরই তদন্তে নামে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, শুক্রবার রাতেই নিমাইনগর গ্রামে তল্লাশি অভিযান চালানো হয়। সেই অভিযানে নিজের বাড়ি থেকেই কালিপদকে গ্রেফতার করেন তদন্তকারীরা। ঘটনার পর থেকেই এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখছে পুলিশ। শনিবার ধৃতকে ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে তোলা হয়। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে নিজেদের হেফাজতে চেয়ে আদালতে আবেদন জানায় পুলিশ। বিচারক কালিপদকে পাঁচ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। এই ঘটনার তদন্ত চালাচ্ছে ঝাড়গ্রাম জেলার নয়াগ্রাম থানার পুলিশ।

জাতীয় মঞ্চে মার্শাল আর্টে নজির মালদার মেয়ের !

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদা, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ শতাধিক প্রতিযোগীকে পিছনে ফেলে ৭০তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জয় সুস্মিতা চৌধুরীর। আজ ইংরেজবাজার পৌরসভায় ডেকে বিধায়ক তথা পৌর প্রধান অম্লান ভাদুড়ি ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা দেন এবং আগামী দিনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন সেই আশ্বাস দেন। অদম্য জেদ, কঠোর অনুশীলন আর আত্মবিশ্বাসের জোরে জাতীয় স্তরে সাফল্য ছিনিয়ে আনল মালদার মেয়ে সুস্মিতা চৌধুরী। মার্শাল আর্টের অন্যতম জনপ্রিয় বিভাগ তায়কোন্দো প্রতিযোগিতায় একের পর এক প্রতিদ্বন্দ্বীকে পিছনে ফেলে ৭০তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে ব্রোঞ্জ পদক জয় করল সে। তার এই সাফল্যে গর্বিত মালদার ক্রীড়ামহল থেকে শুরু করে পরিবার ও বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকারা। গত ২২ থেকে ২৬ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীনগরে অনুষ্ঠিত হয় ৭০তম ন্যাশনাল স্কুল গেমস ২০২৬। স্কুল গেমস ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার পরিচালনায় আয়োজিত এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করেন। অনূর্ধ্ব ১৭ বছর বয়সী বালিকা বিভাগে ৫২ থেকে ৫৫ কেজি ওজন শ্রেণিতে বাংলার হয়ে প্রতিনিধিত্ব করে মালদার সুস্মিতা। শতাধিক প্রতিযোগীর সঙ্গে কঠিন লড়াইয়ের পর শেষ পর্যন্ত ব্রেঞ্জ্বাঞ্জ পদক জিতে নেয় সে। সুস্মিতা মালদার সি.সি. গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী। তার বাবা মনজিৎ চৌধুরী পেশায় অস্থায়ী কর্মী। মা গৃহবধূ। ছোট থেকেই তাইকোন্দোর প্রতি আগ্রহ ছিল সুস্মিতার। প্লেমেট তায়কোয়ান্দো ক্লাব, ডিএসএ মালদায় নিয়মিত অনুশীলন করে সে। তার প্রশিক্ষক ভাস্কর ভৌমিক। পাশাপাশি বাংলার কোচ কাজল রামের তত্ত্বাবধানেও প্রতিযোগিতার প্রস্তুতি নিয়েছিল সে।

পিলারের লোহার স্ট্রাকচার সাঁতরাগাছি ব্রিজের দিকে হেলে বিপত্তি, নিয়ন্ত্রণ করতে হলো যান চলাচল

দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, হাওড়া, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ হাওড়ার সাঁতরাগাছিতে এলিভেটেড করিডোর তৈরির কাজ চলাকালীন শুক্রবার একটি পিলার তৈরির সময় পিলারের লোহার বড় স্ট্রাকচার সাঁতরাগাছি ব্রিজের দিকে হেলে যায় বলে অভিযোগ। এতে বড় বিপদের সম্ভাবনা ছিল বলে অনুমান পুলিশের। এদিন এর জেরে সন্ধ্যায় ব্রিজে যান চলাচল ব্যাহত হয়।যানজটের সৃষ্টি হয়। নির্মাণকারী সংস্থা বড় হাইড্রোলিক ক্রেন নিয়ে এসে লোহার খাঁচা আগের জায়গায় ফিরিয়ে আনে। কেন এধরনের ঘটনা ঘটল তা খতিয়ে দেখছেন ইঞ্জিনিয়াররা। ট্রাফিক পুলিশ সূত্রের খবর, কলকাতা থেকে জাতীয় সড়ক যাওয়ার রাস্তায় সাঁতরাগাছি ব্রিজে নামার মুখে বাঁদিকে এলিভেটেড করিডরের একটি কংক্রিটের পিলার তৈরির কাজ চলছিল। বিকাল সাড়ে পাঁচটা নাগাদ ওই পিলারের লোহার স্ট্রাকচার সাঁতরাগাছি ব্রিজের দিকে হেলে পড়ে।হাওড়া সিটি পুলিশের ডিসি ট্রাফিক মজিদ ইকবাল খান বলেন, বড় বিপদের সম্ভাবনা ছিল।

বাংলার ছেলেমেয়েরা বাইরে নয়, নিজের রাজ্যেই গড়ুক ভবিষ্যৎ! দুর্নীতি-হিংসার বিরুদ্ধে কড়া বার্তা



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ উৎসবের মঞ্চ থেকেই বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিলেন রাজ্যের মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। বাংলার বাইরে কর্মরত যুবসমাজকে নিজের রাজ্যে ফিরে আসার আহ্বান জানালেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে উঠে এল কর্মসংস্থান, প্রশাসনিক স্বচ্ছতা, আইনের শাসন এবং দুর্নীতি-হিংসামুক্ত সমাজ গঠনের প্রসঙ্গ। আগামী এক থেকে দু'বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের চেহারা আমূল বদলে দেওয়ার আশাও প্রকাশ করলেন তিনি। শনিবার বিকেলে কৃষ্ণনগরের কালিরহাট ক্লাব অগ্রগামীর কালীপুজোর উদ্বোধন করতে এসে এই বক্তব্য রাখেন দিলীপ ঘোষ। পুজোমণ্ডপের দ্বারোদ্ঘাটনের পর উপস্থিত মানুষের উদ্দেশে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বাংলার উন্নয়নে সর্বস্তরের মানুষের সম্মিলিত অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন তিনি। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সাধন ঘোষ, বিধায়ক তারকনাথ চট্টোপাধ্যায়, জেলা বিজেপির সভাপতি অর্জুন বিশ্বাস, বিজেপি নেতা গুরুপদ দে-সহ একাধিক বিধায়ক ও দলীয় নেতৃত্ব। স্থানীয় বাসিন্দাদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য। দীপাবলি ও ভাইফোঁটার প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন, উৎসবের সময় বাংলার বাইরে থাকা বহু ছেলেমেয়ে পরিবারের কাছে ফিরবেন। কিন্তু সেই ফেরা যেন সাময়িক না হয়। তাঁরা যেন নিজের রাজ্যে ফিরে এসে এখানেই কাজকর্ম ও চাকরিবাকরি করেন। বাংলার উন্নয়ন ও পুনর্নির্মাণে নিজেদের অবদান রাখেন। তাঁর কথায়, সবাই একসঙ্গে এগিয়ে এলে নতুন বাংলা গড়ার স্বপ্ন বাস্তবায়িত হতে পারে। রাজ্যের প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে বলতে গিয়ে অতীতের সমালোচনা করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর অভিযোগ, দীর্ঘদিন সাধারণ মানুষের কথা শোনা হয়নি, তাঁদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এবার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটিয়ে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সমাজ থেকে দুর্নীতি ও হিংসা দূর করাই অন্যতম লক্ষ্য হওয়া উচিত বলে জানান তিনি। প্রশাসনের স্বচ্ছতা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য ছিল আরও স্পষ্ট। সরকারি কর্মচারী থেকে পুলিশকর্মী, কেউ ঘুষ নিতে গিয়ে ধরা পড়লে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। প্রশাসনের কোনও স্তরেই দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না বলে বার্তা দেন মন্ত্রী। একইসঙ্গে সাধারণ মানুষকেও নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে থেকে সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান। সরকারের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, সমাজকে সামনে রেখে সরকারকে পিছন থেকে সহযোগিতা করতে হবে। অর্থাৎ উন্নয়নের মূল চালিকাশক্তি হবে সাধারণ মানুষ ও সমাজের সম্মিলিত উদ্যোগ। সরকার নিজের দায়িত্ব পালন করবে, আর মানুষের সহযোগিতায় গড়ে উঠবে উন্নত সমাজ। এদিনের বক্তব্যে আগামী দিনের জন্য মানুষের সহযোগিতা ও ধৈর্যও কামনা করেন তিনি। নির্বাচনে যেভাবে মানুষ তাঁদের সমর্থন করেছেন, আগামী দিনেও সেই ভরসা বজায় রাখার আবেদন জানান। তাঁর আশা, আগামী এক থেকে দু'বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিতে আমূল পরিবর্তন আনা সম্ভব হবে। কালীপুজোর উদ্বোধনী অনুষ্ঠান ঘিরে এদিন কালিরহাট ক্লাব অগ্রগামী প্রাঙ্গণে উৎসবের আবহ থাকলেও মন্ত্রীর বক্তব্যের কেন্দ্রে ছিল রাজ্যের ভবিষ্যৎ ও পরিবর্তনের পরিকল্পনা। বাংলার যুবসমাজকে ফিরিয়ে আনা থেকে প্রশাসনিক দুর্নীতি মোকাবিলা;একাধিক বিষয়কে সামনে রেখে নতুন সমাজ গঠনের আহ্বান জানালেন দিলীপ ঘোষ।

ঝোলা ব্যাগে ৩৭৪ গ্রাম গাঁজা! বিনপুরে গ্রেফতার যুবক

দুরন্তবার্তা, স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রাম, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ ঝোলা ব্যাগে গাঁজা নিয়ে যাওয়ার সময় পুলিশের জালে ধরা পড়লেন এক যুবক। শুক্রবার সন্ধ্যায় ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর থানার নামশোল মোড়ে অভিযান চালিয়ে তাঁকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম পল্লব ঘোষ। তাঁর বাড়ি বিনপুর থানার জশপুর গ্রামে। ধৃতের ব্যাগ থেকে ৩৭৪ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার হয়েছে। সেই সঙ্গে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে একটি ইলেকট্রিক ওজন মাপার যন্ত্র। পুলিশের অনুমান, উদ্ধার হওয়া গাঁজা পাচারের উদ্দেশ্যেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। ধৃতের কাছে ওজন মাপার যন্ত্র মেলার বিষয়টিও তদন্তে বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যায় নামশোলের দিক থেকে বিনপুরের অভিমুখে হেঁটে যাচ্ছিলেন পল্লব। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে ঝাড়গ্রাম-বাঁকুড়া রাজ্য সড়কের নামশোল মোড়ে তাঁর পথ আটকান বিনপুর থানার পুলিশকর্মীরা। বিনপুর থানার আইসি প্রশান্ত দাসের নেতৃত্বে ওই অভিযান চালানো হয়। বেলপাহাড়ির এসডিপিও অয়ন সাধু এবং বিনপুর ১ ব্লকের যুগ্ম বিডিও সুমন্ত সাহার উপস্থিতিতে ধৃতের ব্যাগে তল্লাশি চালানো হয়। সেখান থেকেই উদ্ধার হয় গাঁজা এবং ওজন মাপার যন্ত্র। পুলিশ জানিয়েছে, উদ্ধার হওয়া গাঁজার পরিমাণ ৩৭৪ গ্রাম। ঘটনার পর এনডিপিএস আইনের নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করে পল্লবকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবার তাঁকে ঝাড়গ্রাম আদালতে হাজির করানো হলে বিচারক চার দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন। গাঁজা কোথা থেকে আনা হয়েছিল, কোথায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এবং এই কারবারের সঙ্গে আর কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। উল্লেখ্য, ঝাড়গ্রাম জেলায় মাদক পাচার রুখতে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক অভিযান চালাচ্ছে জেলা পুলিশ। আন্তর্জাতিক মাদকবিরোধী দিবস উপলক্ষে পদযাত্রা ও পথসভার মাধ্যমে মাদকমুক্ত সমাজ গড়ার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি পাচারকারীদের বিরুদ্ধে ধরপাকড়ও বাড়ানো হয়েছে। পরপর কয়েকটি ঘটনায় বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ফলে জেলা জুড়ে মাদক পাচারের চক্র নিয়ে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। বুধবার রাতে খড়্গপুর-চিচিড়া ৪৯ নম্বর জাতীয় সড়কে অভিযান চালিয়ে দু'টি দামি গাড়ি থেকে ৩৬ কিলোগ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ওই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করা হয়। কয়েক দিন আগে লালগড়ের বৈতায় গাঁজা পাচারের অভিযোগে এক মহিলাকে গ্রেফতার করে লালগড় থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয়েছিল তিন কিলোগ্রাম গাঁজা। অন্য দিকে, ঝাড়গ্রাম থানার কলাবনির জঙ্গলে অভিযান চালিয়ে এক মোটরবাইক আরোহীকে আটক করে পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৩০ কিলোগ্রাম গাঁজা। ওই যুবককেও পাচারের অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একাধিক এলাকায় পরপর এই ধরনের অভিযান এবং বিপুল পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের ঘটনায় পাচারকারীদের গতিবিধি নিয়ে সতর্ক পুলিশ। শুধু মাদক উদ্ধার নয়, এই কারবারের পিছনে থাকা মূল চক্রের হদিস পেতেও তদন্ত চালানো হচ্ছে। ঝাড়গ্রাম জেলা পুলিশের এক আধিকারিক বলেন, 'মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান জারি রয়েছে। মাদকদ্রব্য উদ্ধারের পাশাপাশি পাচারকারীদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।'

২ হাজার অযোগ্য উপভোক্তার নাম চিহ্নিত, সাড়ে ১২ হাজারের দু'বার টাকা তোলার অভিযোগ !



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ গ্রামীণ আবাস যোজনায় সরকারি অর্থের অনিয়ম রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপের হুঁশিয়ারি দিলেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। তাঁর দাবি, পুরনো উপভোক্তা তালিকা খতিয়ে দেখতে গিয়ে প্রায় ৭২ হাজার অযোগ্য ও ভুয়ো উপভোক্তার নাম সামনে এসেছে। তাঁদের মধ্যে প্রায় সাড়ে ১২ হাজার জন দু'বার করে আবাস যোজনার টাকা তুলেছেন। ইতিমধ্যে প্রায় এক হাজার জন টাকা ফেরত দিয়েছেন। বাকিরা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে টাকা ফেরত না দিলে ডিসেম্বরের পর তাঁদের বিরুদ্ধে এফ আই আর দায়ের করা হবে। শনিবার কৃষ্ণনগর রবীন্দ্রভবনে সারা বাংলা গ্রামীণ সম্পদ কর্মী সংগঠনের নদিয়া জেলা বিজয়া সম্মিলনীতে যোগ দিয়ে এমনই দাবি করেন মন্ত্রী। মন্ত্রী জানান, অতীতে যথাযথ সমীক্ষা, আধার যাচাই ও স্ক্রুটিনি ছাড়াই আবাস যোজনার উপভোক্তা তালিকা তৈরি হয়েছিল। পরবর্তী সময়ে সেই তালিকা যাচাই করতে গিয়ে মৃত ব্যক্তি, ভোটার তালিকায় নাম না থাকা ব্যক্তি এবং প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার অযোগ্যদের নাম পাওয়া গিয়েছে বলে তাঁর দাবি। এমনকী, প্রায় সাড়ে ১২ হাজার উপভোক্তার বিরুদ্ধে দু'বার করে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা তোলার অভিযোগ উঠেছে। চিহ্নিত ব্যক্তিদের ইতিমধ্যে চিঠি পাঠানো হয়েছে। বাকিদেরও বারবার রিমাইন্ডার দেওয়া হচ্ছে। সরকারি অর্থের পাই-পয়সার হিসাব নেওয়া হবে বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেন তিনি। অন্যদিকে, নতুন করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা বা আবাস প্লাসের সমীক্ষা নিয়েও সাফল্যের দাবি করেন মন্ত্রী। তাঁর বক্তব্য, প্রথমে ৪০ থেকে ৪৫ লক্ষ বাড়িতে সমীক্ষার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হলেও শেষ পর্যন্ত প্রায় ৫৫ লক্ষ পরিবারের কাছে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছে। কেন্দ্রের কাছ থেকে অতিরিক্ত সময় নিয়ে এই সমীক্ষা করা হয়েছে। বর্তমানে আবেদনকারীদের বাড়ির ম্যাপিং ও স্ক্রুটিনির কাজ চলছে। নিয়ম মেনে যাঁরা যোগ্য বলে বিবেচিত হবেন, তাঁরাই আবাসের সুবিধা পাবেন। এদিন পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের কাজের গুরুত্ব বোঝাতে গিয়ে অন্নপূর্ণা যোজনা নিয়েও মন্তব্য করেন দিলীপ ঘোষ। তাঁর বক্তব্য, অন্নপূর্ণা যোজনার মতো প্রকল্পে হাজার হাজার কোটি টাকা খরচ হলেও সরাসরি কোনও দৃশ্যমান পরিকাঠামোগত উন্নয়ন দেখা যায় না। অথচ পঞ্চায়েত দপ্তরে এক টাকা খরচ হলেও তার বিনিময়ে মাটি কাটা, রাস্তা তৈরি কিংবা ইটের কাজের মতো বাস্তব উন্নয়ন চোখে পড়ে। পঞ্চায়েত দপ্তরের কাজের পরিধি ও গুরুত্ব বোঝাতেই এই তুলনা করেন তিনি। দপ্তরের কর্মী ঘাটতি নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন মন্ত্রী। তাঁর দাবি, বর্তমানে প্রায় ৪০ শতাংশ কর্মীর ঘাটতি রয়েছে। সেই ঘাটতি পূরণে সাড়ে সাত হাজার কর্মী নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। মন্ত্রিসভার অনুমোদন মিলেছে এবং পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মাধ্যমে নিয়োগ প্রক্রিয়া চলছে। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হতে আরও প্রায় ছয় মাস সময় লাগতে পারে। পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার বিষয়েও আশ্বাস দেন তিনি। দপ্তরের অস্থায়ী কর্মীরা যাতে ৬০ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের সুযোগ, উপযুক্ত মর্যাদা এবং সরকারি স্বাস্থ্য প্রকল্পের সুবিধা পান, সেই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে বলে জানান মন্ত্রী। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা সভানেত্রী অপর্ণা নন্দী, নাকাশিপাড়ার বিধায়ক শান্তনু দে, বিজেপি নেতা মহাদেব সরকার-সহ সংগঠনের একাধিক নেতৃত্ব। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা সংগঠনের অসংখ্য কর্মীও অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

সরকারি প্রকল্পের তথ্য বোর্ডে বাংলা বাধ্যতামূলক, নতুন নির্দেশ নবান্নের



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কলকাতা, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ সরকারি বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশিকায় বাংলা ভাষার ব্যবহার বাধ্যতামূলক করার পর এবার রাজ্যের সমস্ত সরকারি প্রকল্পের তথ্য বোর্ডেও বাংলা ভাষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার নির্দেশ দিল নবান্ন। সাধারণ মানুষ যাতে নিজেদের এলাকার সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে সহজেই বিস্তারিত তথ্য জানতে পারেন, সেই লক্ষ্যেই এই সিদ্ধান্ত। রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ কুমার আগরওয়ালের স্বাক্ষরিত নির্দেশিকায় জানানো হয়েছে, সরকারি প্রকল্পের কাজের জায়গায় থাকা ইনফরমেশন বোর্ড, হোর্ডিং, সাইনবোর্ড এবং বিজ্ঞপ্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। নির্দেশিকা কার্যকর করার জন্য সংশ্লিষ্ট সমস্ত দপ্তর ও প্রশাসনিক আধিকারিকদের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলা হয়েছে। প্রশাসন সূত্রে খবর, রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের অর্থে একাধিক উন্নয়নমূলক প্রকল্পের কাজ চলছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই প্রকল্পের কাজের জায়গায় লাগানো তথ্য বোর্ডে শুধুমাত্র ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করা হয়। ফলে স্থানীয় বাসিন্দাদের পক্ষে প্রকল্পের নাম, কাজের বিবরণ, মোট খরচ কিংবা অর্থের উৎস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয় না। সরকারি প্রকল্পের সুবিধাভোগী সাধারণ মানুষই যাতে প্রকল্পের যাবতীয় তথ্য বুঝতে পারেন, সেই সমস্যা দূর করতেই বাংলা ভাষায় তথ্য প্রদর্শনের উপর জোর দিয়েছে নবান্ন। নির্দেশিকায় প্রকল্পের তথ্য বোর্ডে কী কী বিষয় উল্লেখ করতে হবে, তা-ও স্পষ্ট করে দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বোর্ডে প্রকল্পের নাম, কী ধরনের কাজ হচ্ছে, আনুমানিক খরচ কত, অর্থের উৎস কোথায়, কাজ শুরুর তারিখ এবং শেষ হওয়ার সম্ভাব্য সময় উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি, প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্বে থাকা সংস্থার নাম ও যোগাযোগের নম্বরও বাংলায় লিখতে হবে। এর ফলে কোনও প্রকল্পের কাজ নিয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রশ্ন বা অভিযোগ থাকলে তাঁরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করতে পারবেন। সরকারি তথ্য বোর্ড বলতে শুধু প্রকল্পের কাজের জায়গায় লাগানো ফলককেই বোঝানো হয়নি। সরকারি দপ্তরের ওয়েবসাইট এবং কেন্দ্রীয় পোর্টালের হোমপেজে থাকা নোটিস বোর্ডের ক্ষেত্রেও সাধারণ মানুষের কাছে তথ্য পৌঁছে দেওয়ার বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই ধরনের বোর্ডে সরকারি আদেশ, নিয়োগ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি এবং নতুন প্রকল্পের বিবরণ প্রকাশ করা হয়। রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক ও উন্নয়নমূলক প্রকল্পের তথ্যও সেখানে তুলে ধরা হয়। কোন নাগরিক কোন প্রকল্পের সুবিধা পাওয়ার যোগ্য, সেই সংক্রান্ত তথ্য সহজে জানার ক্ষেত্রেও এই ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ। অন্যদিকে, মহকুমাশাসকের দপ্তর, বিডিও অফিস এবং পঞ্চায়েত ভবনের মতো সরকারি কার্যালয়ের সামনে বা দেওয়ালে থাকা তথ্য বোর্ডেও বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। স্থানীয় এলাকার জন্য নেওয়া সরকারি সিদ্ধান্ত, বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের সুবিধাভোগীদের তালিকা এবং জরুরি হেল্পলাইন নম্বরের মতো প্রয়োজনীয় তথ্য সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় প্রকাশ করতে হবে। তবে ভাষার ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ ছাড়ও রাখা হয়েছে। দার্জিলিং ও কালিম্পংয়ের পাহাড়ি এলাকায় এবং গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অন্তর্গত অঞ্চলে নেপালি ভাষায় তথ্য বোর্ড লেখা যাবে। প্রয়োজনে নেপালির পাশাপাশি বাংলা ভাষাও ব্যবহার করা যেতে পারে। স্থানীয় মানুষের ভাষাগত সুবিধার কথা মাথায় রেখেই এই ব্যবস্থা। কেন্দ্রীয় প্রকল্পের ক্ষেত্রে নিয়ম অনুযায়ী ইংরেজি বা হিন্দি ভাষা ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকলে তা বজায় রাখা যাবে। তবে সেখানেও বাংলা ভাষাকে প্রধান গুরুত্ব দিতে হবে। নবান্নের নির্দেশ অনুযায়ী, যেসব জায়গায় এখনও সরকারি প্রকল্পের তথ্য বোর্ড লাগানো হয়নি অথবা পুরনো বোর্ডে প্রয়োজনীয় তথ্য নেই, সেখানে আগামী ৩০ নভেম্বরের মধ্যে নতুন নিয়ম মেনে বোর্ড বসাতে হবে কিংবা পুরনো বোর্ড সংশোধন করতে হবে। সরকারি প্রকল্পের কাজে স্বচ্ছতা আরও বাড়াতে ভবিষ্যতে প্রতিটি তথ্য বোর্ডে কিউআর কোড ব্যবহারের পরিকল্পনাও রয়েছে। সেই কোড স্ক্যান করলেই সাধারণ মানুষ প্রকল্পের খরচ, কাজের অগ্রগতি এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য অনলাইনে জানতে পারবেন। প্রশাসনের আশা, এই উদ্যোগে সরকারি প্রকল্প সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা বাড়বে এবং তথ্য পাওয়ার ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা আরও জোরদার হবে।

রক্ত উৎস্বর্গের মধ্য দিয়ে শুরু হল দশমাথার মহাকালি পূজো

দুরন্তবার্তা, অভিষেক দাস, মালদা, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ রক্ত উৎস্বর্গের মধ্য দিয়ে শুরু হল দশমাথার মহাকালি পূজো। প্রধান প্রসাদ শোল মাছের টক। ইতিহাস বিজড়িত প্রথা মেনে দিনের আলোয় পূজিতা হল দশ মাথা কালী মাতা। যা মাহাকালি নামে পরিচিত। রয়েছে বলি প্রথা ও শোল মাছের টক বিশেষ প্রসাদ। ১৯৩০ সাল, দেশে তখন ইংরেজদের রাজত্ব। সারাদেশের সঙ্গে মালদাতে ও সাধারণ মানুষের ওপর চরম অত্যাচার চালিয়েছিল ব্রিটিশ সরকার। ব্রিটিশ শাসকদের সেই অত্যাচার সহ্য করতে পারছিল না মালদার শহরবাসী ও। সেই সময় পুড়াটুলির কিছু মানুষ ব্রিটিশ শাসকের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু নানা বিধ অস্ত্রে সজ্জিত বিদেশিদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গেলে লাগবে শক্তি আর সাহস। শারীরিক ভাবে নিজেদের সুদৃঢ় করে তুলতে সেই মানুষেরা একটি ব্যায়ামাগার নির্মাণ করেন। একই সঙ্গে নিজেদের মনকে শক্ত করতে শুরু করেন কালীর আরাধনা। শক্তির আরাধনায় তাদের আরাধ্য ছিলেন দশ মাথা মহাকালি। সেই পুজো এখনো হয়ে আসছে। তবে পুড়াটুলি থেকে পুজোর স্থান পরিবর্তন হয়ে এসেছে ইংরেজবাজার শহরের গঙ্গাবাগে। সারা জেলায় এই পুজো ১০ মাথার কালী নামে পরিচিত। চতুর্দশীর দিন ধুমধাম করে পূজিতা হন এই দেবী। কালীমূর্তিতেও এখানে কিছুটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। দেবীর ১০ মাথা, দশ হাত ও ১০ পা রয়েছে। প্রতিমায় শিবের কোন অস্তিত্ব নেই। দেবীর পায়ের তলায় রয়েছে অসুরের কাটা মুন্ডু। প্রতিহাতে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের অস্ত্র। পুজো উদ্যোক্তারা জানালেন, শ্রী শ্রী চন্ডী গ্রন্থের বৈকৃতিক রহস্য এই মূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। বিহারের বিন্দুবাসিনীতে পাহাড়ের গায়ে ও প্রাচীন যুগে খোদাই করা রয়েছে এই মূর্তি। গঙ্গাবাগ এলাকায় মায়ের মন্দিরটি নির্মিত হয়েছে ১৯৮৫ সালে।পুজোয় বলি প্রথা চালু রয়েছে। মায়ের মন্দির নির্মাণ নিয়ে এলাকায় রয়েছে অনেক কাহিনী। স্থানীয়দের কাছে জানা যায়, বর্তমানে যেখানে মহাকালের মন্দির রয়েছে, সেখানে তন্ত্র সাধনা করতেন এলাকার বাসিন্দা প্রফুল্ল ধন মুখোপাধ্যায়। সাধনার জন্য তৈরি করে পঞ্চমুন্ডির আসন। সেই আসনের ওপরে দেবীর বেদি নির্মিত হয়েছে। প্রফুল্ল বাবুর মৃত্যুর পর তার বংশধর ও স্থানীয় মানুষজন এই পুজো চালিয়ে আসছেন। বর্তমানে এই পুজোর দায়িত্বে রয়েছে ইংরেজবাজার ব্যায়াম সমিতি। প্রথম থেকেই এই পুজো প্রথমে অমাবস্যার পরিবর্তে চতুর্দশী তিথিতে অনুষ্ঠান ও পুজো হয়ে আসছে।

শুভ বিজয়া সম্মীলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনা

দুরন্তবার্তা, অভিজিৎ হাজরা, আমতা, হাওড়া, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ গ্রামীণ হাওড়া জেলার আমতায় আমতা মেলাচণ্ডী মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে অরবিন্দ মুখার্জী ও প্রদীপ কুমার চক্রবর্তীর নেতৃত্বে ও পরিচালনায় আর্য পুরোহিত সমাজ এর শুভ বিজয়া সম্মিলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল। আর্য পুরোহিত সমাজ এর আমতা ব্লক ভক্ত ও পুরোহিত সমাজ সমন্বয় কমিটি-র আয়োজনে বিজয়া সম্মিলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় আমতা মেলাইচন্ডী মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে আমতা ব্লক আর্য পুরোহিত সমাজ এর প্রভাষ মুখার্জী, প্রহ্লাদ চক্রবর্তী, সনাতন চক্রবর্তী সহ তিরিশ জনের অধিক ভক্ত ও পুরোহিত উপস্থিত ছিলেন। বিজয়া সম্মিলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনায় বক্তব্য রাখেন, পরেশ ব্যানার্জী, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, আনন্দ মিশ্র, প্রভাকর চক্রবর্তী, গোবর্ধন দে, নির্মাল্য চক্রবর্তী প্রমুখ বিশিষ্ট পুরোহিত ও ভক্তবৃন্দ। প্রত্যেক বক্তার বক্তব্যে উঠে আসে বর্তমানে হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু দেব-দেবী অবহেলিত, শোষিত, নিষ্পেষিত, নির্যাতীত। হিন্দু সম্প্রদায় রক্ষার্থে আমাদের সকলকেই এগিয়ে আসতে হবে। হিন্দু সম্প্রদায়কে, হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য করছেন নিজেদের রক্ষণশীল, ভদ্র পরিচয় দিয়ে একশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ। হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু দেব-দেবীদের নিয়ে অশালীন মন্তব্য, হিন্দু সম্প্রদায়ের প্রতি কোনো রকম আঘাত এর প্রতিরোধ করার জন্য হিন্দু সম্প্রদায়কে একজোট হয়ে প্রতিবাদ করতে হবে। তবেই হিন্দু সম্প্রদায়, হিন্দু দেব দেবী রক্ষা পাবেদ। আর্য পুরোহিত সমাজ এর পক্ষে অরবিন্দ মুখার্জী বলেন,দ আর্য পুরোহিত সমাজের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য শিক্ষা, জ্ঞান, ন্যায়, সত্য, ধর্ম। সনাতন ধর্মের প্রচার,সংস্কৃত, সাহিত্য পৌরাণিক, বেদ, গীতা, চন্ডী, রামায়ণ, মহাভারত, ধর্মসভা, প্রশিক্ষণ, সংস্কৃত বিদ্যালয়, সংস্কৃত কলেজ গড়ার কর্মসূচি, সরকারি দপ্তরে যোগাযোগ, সেবা-, দানকার্য, প্রকৃতি-জল-বনজ উদ্ভিদ-প্রাণীকুল রক্ষা ইত্যাদি সুন্দরভাবে চলাচলের জন্য প্রয়াস গ্রহণ। বিজয়া সম্মিলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনা সভায় আগামী ধর্ম সম্মেলনের সম্ভাব্য সময়, সংগঠনের বর্তমান কর্মসূচি ও আগামী দিনের কর্মসূচি গ্রহণ ও তা পালনের জন্য আলোচনা ও হয়। বিজয়া সম্মিলনী ও আধ্যাত্মিক আলোচনা সভায় সংগীত পরিবেশন করেন রণিতা মাজী, ত্রিবেণী চক্রবর্তী দূর্গা স্তোত্র পরিবেশন করেন। বিজয়া সম্মিলনী উপলক্ষে উপস্থিত আর্য পুরোহিত সমাজ এর পুরোহিত ও ভক্তবৃন্দদের এবং মেলাইচন্ডী মাতা মন্দির প্রাঙ্গণে উপস্থিত দর্শনার্থীদের সকলকেই মিষ্টিমুখ করানো হয়।

পুলিশের তৎপরতায় ছ'মাস পর পরিবারের কাছে ফিরলেন নিখোঁজ ব্যক্তি



দুরন্তবার্তা, রাজকুমার ঘোষ, কালনা, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ পুলিশের মানবিক উদ্যোগ ও নিরন্তর প্রচেষ্টায় দীর্ঘ ছয় মাস পর পরিবারের কাছে ফিরলেন এক নিখোঁজ ব্যক্তি। অসুস্থ ও বিভ্রান্ত অবস্থায় তাঁকে উদ্ধার করে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পরিবারের সদস্যদের খুঁজে বের করে নিরাপদে তাঁদের হাতে তুলে দিল কালনা থানার বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ২ নভেম্বর ২০২৬ তারিখে কালনা থানার অন্তর্গত সিঙ্গারকোণ বাজারের কাছে এক ভবঘুরে ব্যক্তিকে অসুস্থ ও বিভ্রান্ত অবস্থায় দেখতে পান বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির কর্মীরা। তাঁকে উদ্ধার করে দ্রুত প্রাথমিক চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। পরে অনুসন্ধান চালিয়ে জানা যায়, ওই ব্যক্তির নাম বিকাশ দাস। তিনি মুর্শিদাবাদ জেলার খড়গ্রাম থানার অন্তর্গত রায়পুর গ্রামের বাসিন্দা। তাঁর বাবার নাম মৃত সুকুমার দাস। আরও জানা যায়, বিকাশ দাস গত প্রায় ছয় মাস ধরে বাড়ি থেকে নিখোঁজ ছিলেন। এরপর বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির আই,সি সৌরভ দত্ত নিজে উদ্যোগ নিয়ে এবং অন্যান্য পুলিশ কর্মীদের সহযোগিতায় তাঁর পরিবারের সদস্যদের সন্ধান শুরু করে। পুলিশের নিরন্তর প্রচেষ্টা এবং সাধারণ মানুষের সহযোগিতায় অবশেষে তাঁর পরিবারের খোঁজ পাওয়া যায়। গত ৫ নভেম্বর পরিচয় ও পারিবারিক সম্পর্ক যথাযথভাবে যাচাই করার পর বিকাশ দাসকে তাঁর বাবা, ভাই এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের হাতে নিরাপদে তুলে দেওয়া হয়। দীর্ঘ ছয় মাস পর পরিবারের সদস্যকে ফিরে পেয়ে স্বস্তি ও আনন্দ প্রকাশ করেন তাঁর পরিজনেরা। পুলিশের এই মানবিক উদ্যোগ ও তৎপরতা এলাকায় প্রশংসিত হয়েছে।

কালনায় পুলিশের বড়সড় অভিযান, উদ্ধার বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি মদ



দুরন্তবার্তা, নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ গোপন সূত্রে আসা খবরের ভিত্তিতে কালনায় অবৈধ দেশি মদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল কালনা থানার বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি পুলিশ। শুক্রবার সন্ধ্যায় পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত ছোট বহরকুলির নোওরা এলাকায় দুই ব্যক্তির বাড়িতে পুলিশি তল্লাশি চালানো হয়। সেই তল্লাশিতেই উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি মদ। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন সূত্রে ওই এলাকায় অবৈধ দেশি মদ মজুত রাখার খবর পাওয়ার পরই অভিযান চালানো হয়। অভিযানে সনাতন মুর্মু (৪৯) এবং সুনীল মুর্মু (৫৭) নামে দুই ব্যক্তির বাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। তাঁরা দু'জনেই মৃত বৈদ্যনাথ মুর্মুর পুত্র এবং নোওরা এলাকার বাসিন্দা। তল্লাশির সময় তাঁদের বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ অবৈধ দেশি মদ উদ্ধার করে বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। এই ঘটনায় ওই দুই ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। তাঁদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে বৈদ্যপুর পুলিশ ফাঁড়ি আই,সি সৌরভ দত্ত। এলাকায় অবৈধ মদ মজুত ও কারবারের বিরুদ্ধে পুলিশের এই অভিযানকে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে স্থানীয় মহল।

১০৮ নরমুণ্ডে ঘেরা দেবী, তন্ত্রসাধনার প্রাচীন ঐতিহ্য বুকে নিয়ে আজও জাগ্রত দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের শ্মশানকালী



দুরন্তবার্তা, উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগর, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কোথাও দেবী দশভুজা, কোথাও আবার তিনি দক্ষিণাকালী। কিন্তু দক্ষিণ ২৪ পরগনার মন্দিরবাজারের দক্ষিণ বিষ্ণুপুরে দেবী অধিষ্ঠিতা এক সম্পূর্ণ ভিন্ন রূপে। ১০৮টি নরমুণ্ডে ঘেরা দেবীমূর্তি, সামনে পঞ্চমুণ্ডির আসন আর শ্মশানের গম্ভীর পরিবেশ;সব মিলিয়ে এই মন্দিরের মাহাত্ম্য ও ঐতিহ্য অন্যদের থেকে একেবারেই আলাদা। এখানে পূজিতা হন মা করুণাময়ী শ্মশানকালী। ভয়ংকরী রূপের আড়ালে ভক্তদের কাছে তিনি পরম করুণাময়ী, জাগ্রত দেবী। দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের এই শ্মশানকালী মন্দিরকে ঘিরে রয়েছে বহু প্রাচীন ইতিহাস, লোককথা এবং তন্ত্রসাধনার নানা কাহিনি। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, একসময় আদিগঙ্গার তীরবর্তী এই বিস্তীর্ণ এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা। নির্জন শ্মশানভূমিতে তন্ত্রসাধক ও সাধকেরা সাধনায় মগ্ন থাকতেন। সেই সময় তান্ত্রিক মণিলাল চক্রবর্তী এই স্থানে মা কালীর আরাধনা শুরু করেন। কথিত আছে, দেবীর স্বপ্নাদেশ পেয়েই তিনি প্রথমে টালির ছাউনির নীচে মায়ের পুজো শুরু করেছিলেন। পরবর্তী কালে ভক্তদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠে স্থায়ী মন্দির।এই মন্দিরের সবচেয়ে বড় আকর্ষণ দেবীর অভিনব মূর্তি। মায়ের পিছনে সাজানো রয়েছে ১০৮টি নরমুণ্ড। সামনে রয়েছে পঞ্চমুণ্ডির আসন।শ্মশান কালীর এই বিশেষ রূপ দর্শন করতে প্রতিবছর বহু ভক্তের সমাগম হয়। ১০৮ নরমুণ্ডের প্রতীকী উপস্থিতি এবং পঞ্চমুণ্ডির আসন মন্দিরের তন্ত্রসাধনার ঐতিহ্যকে বিশেষভাবে তুলে ধরে। দেবীর এই রূপ একদিকে যেমন ভক্তদের মনে বিস্ময় জাগায়, অন্যদিকে তেমনই সৃষ্টি করে গভীর ভক্তি ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি।কথিত রয়েছে, কালীপুজোর রাতে এখানে বিশেষ নিয়ম ও নিষ্ঠার সঙ্গে মায়ের আরাধনা করা হয়। ১০৮টি নরমুণ্ডের উদ্দেশে ১০৮টি জবাফুল নিবেদনের রীতিও প্রচলিত রয়েছে। তন্ত্রমতে পুজোর বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠান পালন করা হয়। তবে এই মন্দিরের অন্যতম উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল, এখানে পশুবলি প্রথা নেই। ভক্তি, নিষ্ঠা ও শাস্ত্রীয় আচার মেনেই সম্পন্ন হয় দেবীর আরাধনা।শ্মশানকালী নামের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মৃত্যু ও জীবনের এক গভীর দর্শন। হিন্দু ধর্মীয় বিশ্বাসে মা কালী সময়, শক্তি ও মহাকালের প্রতীক। জীবনের অনিত্যতা এবং জন্ম-মৃত্যুর চিরন্তন সত্যের কথাই যেন মনে করিয়ে দেয় শ্মশানভূমিতে দেবীর এই অধিষ্ঠান। আর সেই ভয়ংকরী রূপের মধ্যেই ভক্তরা খুঁজে পান মায়ের স্নেহ, আশ্রয় ও করুণার প্রকাশ। তাই স্থানীয় মানুষের কাছে তিনি শুধু শ্মশানকালী নন, তিনি মা করুণাময়ী।প্রতিবছর দীপান্বিতা অমাবস্যা তথা কালীপুজোর সময় এই মন্দিরকে ঘিরে তৈরি হয় বিশেষ ধর্মীয় আবহ। পুজোর দিন দূরদূরান্ত থেকে ভক্তরা ছুটে আসেন মায়ের দর্শন করতে। কেউ সংসারের মঙ্গল কামনায়, কেউ বিপদমুক্তির আশায়, আবার কেউ নিছকই মায়ের কাছে নিজের মনের কথা জানাতে হাজির হন। পুজোকে কেন্দ্র করে মন্দির চত্বরে ভক্তদের আনাগোনা বাড়ে। প্রদীপের আলো, ধূপের গন্ধ, মন্ত্রোচ্চারণ এবং ঢাকের আওয়াজে মুখরিত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা।আধুনিকতার ছোঁয়ায় সময়ের সঙ্গে বদলেছে চারপাশের পরিবেশ। কিন্তু দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের এই শ্মশানকালীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিতে ভাটা পড়েনি। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে স্থানীয় মানুষের ধর্মীয় আবেগ, বিশ্বাস এবং ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই মন্দির। ১০৮ নরমুণ্ডের ব্যতিক্রমী বৈশিষ্ট্য, পঞ্চমুণ্ডির আসন এবং তন্ত্রসাধনার প্রাচীন স্মৃতি নিয়ে দক্ষিণ বিষ্ণুপুরের মা করুণাময়ী শ্মশানকালী আজও স্বমহিমায় বিরাজমান। শ্মশানের নিস্তব্ধতার মধ্যেও যেন তাঁর আরাধনায় ধ্বনিত হয় একটাই বিশ্বাস;ভক্তের ডাকে সাড়া দেন মা।

২০টি পদের ভোগ দেওয়া হয় মুখোপাধ্যায় বাড়ির ২৫৪ বছরের পুজোয়

দুরন্তবার্তা, পুলক চক্রবর্তী, কোন্নগর, ৭ নভেম্বর, ২০২৬ ঃ কালীপুজো মানেই হরেক রকমের খিচুড়ি, পায়েস আর মাছের বিভিন্ন পদের রান্নার রেওয়াজ প্রাচীন বাড়ির পুজোয়। ২৫৪ বছরের পুরনো কোন নগরের কালি ভবন ১৬, এ ডা চণ্ডীচরণ ঘোষাল লেন মুখোপাধ্যায় বাড়িতে পুরনো রীতি মেনে থোড় ও মোচার ঘন্ট ও কুমড়ো শাকের তরকারি ভোগ হিসেবে মাকে দেওয়া হয়। পরিবার সূত্রে জানা যায় ২৫৪ বছর আগে কালী ভবনের দুই ভাই বাসুদেব ও মহাদেব মুখোপাধ্যায় স্বপ্নাদেশে পুজোর প্রচলন করেন। জানা যায় মা বালিকার রূপে স্বপ্নে আবির্ভূত হয়ে পুজোর আদেশ দেন।। পূর্বে পুজোয় পাঁঠা বলি হতো, এখন বলি হয় না। মা শ্যামা শান্তরূপে পূজিতা হন। পরিবারের কর্ণধার বলেন প্রাচীন রীতি মেনে আমাদের বাড়ির পুজো হয়। শুধু তাই নয়, প্রাচীন রীতি মেনে আজও ময়দার লুচি, ডাল, মাছের ঝোল, মোচার ঘন্ট, খিচুড়ি ও নটি তরকারির ভাজা, ভেটকি মাছ, চাটনি, পাপড়, দই, মিষ্টি, পায়েস সহ কুড়িটি পদের রান্না করে মাকে ভোগ দেওয়া হয়। তিনি বলেন আমাদের বাড়ির পুজোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো দেবি প্রতিমা সব সময়ই পাঁচ ফুটের হয়। মাকে আমরা বেনারসি শাড়ি, মাথায় মুকুট, টিপ, টিকলি, গলায় হার ও নাকে নথ পরিয়ে বাড়ির মেয়ের মত সাজিয়ে পুজো করি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩১ বর্ষ, দৈনিক ৩৩৪ সংখ্যা, রবিবার , ২১ কার্ত্তিক, ১৪৩৩

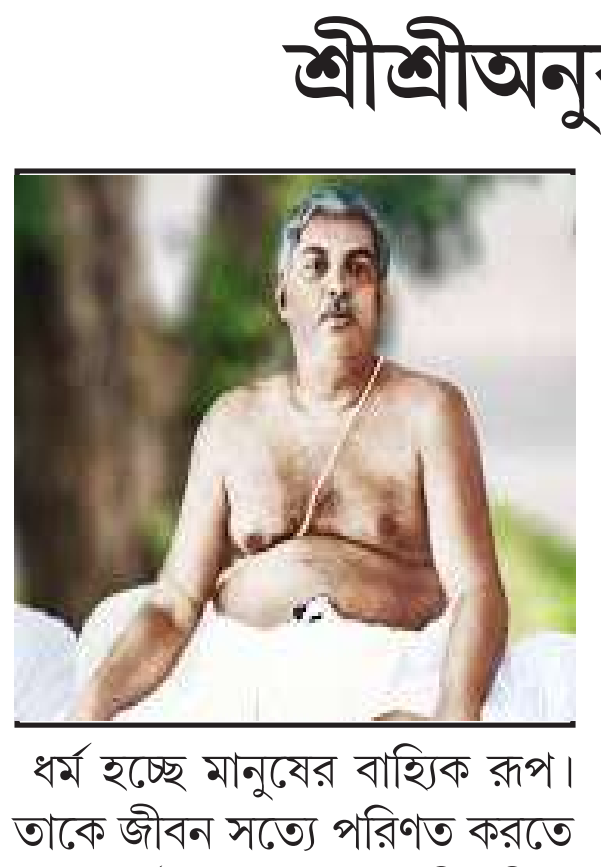
বলবন্ত ফড়কে

ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী, বাসুদেব বলবন্ত ফড়কেঅন্ধকারে ডুবে থাকা ঔপনিবেশিক ভারতের বুক চিরে যখন এক তরুণের কণ্ঠে ধ্বনিত হলো স্বাধীনতার মন্ত্র, তখন ইতিহাস জানল; দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙার আগুন একাই জ্বালিয়ে দিতে পারে একজন মানুষ। সেই আগুনের নাম ; বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে! মহারাষ্ট্রের বুকে যে বিপ্লবের অগ্নিমন্ত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, সেই বিপ্লবের মহান অধিনায়ক বিপ্লবী হলেন বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে। পরাধীনতার শৃঙ্খলে জর্জরিত দেশ, ইংরেজদের অত্যাচারে কাঁপছে মহারাষ্ট্র; অনাহার, দারিদ্র্য ও হতাশায় জর্জরিত গ্রামাঞ্চল যেন নিঃশ্বাসহীন। মানুষের মনে জমে থাকা ক্ষোভ একদিন বিস্ফোরিত হলো বিদ্রোহে। তখনই আবির্ভাব ঘটে এই তরুণ বিপ্লবীর, যার চোখে ছিল অগ্নিশিখা আর মনে ছিল স্বাধীনতার অমোঘ ডাক। মহারাষ্ট্রের সামরিক অর্থ দপ্তরের একজন কর্মচারী ছিলেন ফড়কে। ৪ নভেম্বর ১৮৪৫ সালে, চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্ম নেওয়া এই তরুণ তাঁর জীবনের লক্ষ্য স্থির করেছিলেন; দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতেই হবে। তিনি শিবাজী মহারাজের সমরকৌশল ও ন্যায়নীতিকে আদর্শ করে গড়ে তুলেছিলেন তরুণদের বিপ্লবী বাহিনী। দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা ছিনিয়ে আনতে হবে ইংরেজদের কাছ থেকে; এই বিশ্বাসে তিনি গোপনে প্রচার শুরু করলেন। তরুণদের সংগঠিত করে তৈরি করলেন এক সাহসী সৈন্যদল, যাদের মূলমন্ত্র ছিল ভক্তি ও শক্তি; দেশের প্রতি ভক্তি, আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে শক্তি। ১৮৭৯ সালে এই বাহিনী ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একের পর এক আক্রমণ চালিয়ে মহারাষ্ট্র কাঁপিয়ে দেয়। ইংরেজ অফিসাররা তাঁদের কর্মকাণ্ডকে রাজনৈতিক ডাকাতি বলে দাগিয়ে দিলেও, জনতা তাঁদের দেখেছিল মুক্তির দূত হিসেবে। বোম্বাইয়ের গভর্নর রিচার্ড টেম্পলকে হত্যা করার জন্য ফড়কে পাঁচশো টাকার পুরস্কার ঘোষণা করেন; যা ইংরেজদের হৃদয়ে ভয় সৃষ্টি করে। ফড়কের নেতৃত্বে এই বাহিনী ব্রিটিশ প্রশাসনের ঘুম উড়িয়ে দেয়, আর মহারাষ্ট্রের সাধারণ মানুষ তাঁকে সসম্মানে অদ্বিতীয় শিবাজী বলে সম্বোধন করতে শুরু করে। ১৮৭৯ সালের ৩ জুলাই, হায়দ্রাবাদের কলাদগির মন্দিরে তাঁকে বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে গ্রেফতার করা হয়। বিচারে তাঁর আজীবন কারাদণ্ড হয়, এবং তাঁকে পাঠানো হয় সুদূর অ্যাডেন বন্দরের নির্জন কারাগারে। সেখানে অকথ্য নির্যাতন, অনাহার ও একাকিত্বেও তিনি ভাঙেননি। তাঁর সমস্ত জীবন নিবেদিত ছিল মাতৃভূমির তপস্যায়। অবশেষে ১৮৮৩ সালের ১৭ ফেব্রুয়ারি, অ্যাডেন কারাগারের অন্ধকার কক্ষে তিনি চিরনিদ্রায় যান। কিন্তু তাঁর রক্তে লেখা বিদ্রোহের আহ্বান ছড়িয়ে পড়ে সারা ভারতে। বাসুদেব বলবন্ত ফড়কে ছিলেন ভারতের প্রথম সশস্ত্র বিপ্লবী, যিনি ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে সংগঠিত যুদ্ধের সূচনা করেন। তাঁর স্বপ্ন ও ত্যাগ পরবর্তীকালে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিল চাপেকার ভ্রাতৃদ্বয়, ভগত সিং, সাভারকর প্রমুখ বিপ্লবীদের। আজও ইতিহাসের পৃষ্ঠা খুললেই শোনা যায় সেই অগ্নিধ্বনি; যে বীজ এক ফড়কে রোপণ করেছিলেন, তা-ই একদিন জন্ম দিয়েছিল স্বাধীন ভারতের বৃক্ষ!

বিভূতিভূষণ

কীভাবে লেখক হয়ে উঠলেন তিনি? লেখালেখি করবেন, লেখক হবেন; এই স্বপ্ন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছিল না। ছেলেবেলা থেকেই অভাব-অনটনের মধ্যে বড় হয়েছেন। আর এই অভাব-অনটন ডিঙিয়েই তিনি লেখক হয়েছেন। তাঁর লেখক হওয়ার গল্পটা খুবই চমকপ্রদ। ১৯১৮ সালে রিপন কলেজ থেকে ডিসটিংশন নিয়ে বিএ পরীক্ষায় পাস করেন বিভূতিভূষণ। শুরু হয় চাকরির প্রচেষ্টা, যোগ দেন হুগলির জাঙ্গিপাড়ার মাইনর স্কুলে। পরে জাঙ্গিপাড়া থেকে যান সোনারপুরের হরিনাভিতে। আর এই হরিনাভিই বিভূতিভূষণের জীবনের ছক বদলে দেয়। ১৯২০ সালের জুন মাস। হরিনাভির দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ অ্যাংলো সংস্কৃত বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজে যোগ দিয়েছেন বিভূতিভূষণ। একা থাকেন। এর মধ্যে পরিচয় হয় স্থানীয় পাঁচুগোপালের (ভালো নাম যতীন্দ্রমোহন রায়) সঙ্গে। পাঁচুগোপাল লেখালেখি করেন। বয়স অল্প। স্কুলের সময়টুকু ছাড়া বেশির ভাগ সময় পাঁচুগোপালের সঙ্গেই কাটে বিভূতিভূষণের। তাঁরা গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পায়ে হেঁটে ঘুরে ঘুরে দেখেন। আর এই ঘোরাঘুরি করতে করতেই পাঁচুগোপালের সঙ্গে বিভূতিভূষণের সখ্য হয়। একদিন বিভূতিভূষণের হাতে একটি বই ধরিয়ে দিয়ে দুজনে মিলে একটা বই লেখার প্রস্তাব দেন পাঁচুগোপাল। প্রস্তাবে রাজি হওয়া তো দূরের কথা, বিভূতিভূষণ কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন না। ফলে যা ঘটার তাই ঘটে। পরের দিন স্কুলে গিয়ে বিভূতিভূষণ দেখেন, তাঁর উপন্যাস বেরোচ্ছে মর্মে দেয়ালে দেয়ালে বিজ্ঞাপন সাঁটা। কাজটা যে পাঁচুগোপালের, তা বুঝতে একমুহূর্তও দেরি হয় না বিভূতিভূষণের। তিনি উত্তেজিত হয়ে পাঁচুগোপালের কাছে প্রশ্ন করেন, এমনটা কেন করলে? এই রসিকতার মানে কী? উত্তরে একটুও ভণিতা না করে পাঁচুগোপাল বলেন, ভেবেছিলাম দুজনে মিলে লিখে ফেলব। এমন সোজাসাপটা উত্তরে কিছু বলতে পারেন না বিভূতিভূষণ। আবার সহ্যও করতে পারেন না। সহকর্মী থেকে শুরু করে পরিচিত, স্বল্পপরিচিত;সবার মুখে এক প্রশ্ন, কবে আসবে উপন্যাস? কী করব, কী করি ভাবতে ভাবতে শেষমেশ লেখার সিদ্ধান্ত নেন বিভূতিভূষণ। কিস্তিতে প্রকাশিত হয় 'পথের পাঁচালী'। ঝলমল আলোকের টলমল রূপরেখার মতো 'পথের পাঁচালী'র কয়েক কিস্তি প্রকাশিত হতেই চারদিকে শোরগোল পড়ে যায়। বাংলা সাহিত্যে ধ্রুবতারারূপে অবতীর্ণ হন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ধর্ম হচ্ছে মানুষের বাহ্যিক রূপ। তাকে জীবন সত্যে পরিণত করতে হয়। ধর্মকে সত্যপথে পরিচালিত করতে হয়। না হলে ধর্ম এক সময়ে মানুষের বিরুদ্ধাচারণ করতে থাকবে। মাই সর্ব সর্বশক্তিমান। যিনি মাতৃশক্তি লাভ করতে পেরেছেন তিনি অপদেবতাকে পরাস্ত করতে পেরেছেন। সেই কারণে দরকার মাতৃশক্তিকে অর্জন করা।। বলুন, মা শক্তি দাও। জ্ঞান দাও। বুদ্ধি দাও। ভক্তি দাও। মায়ের আশির্বাদ গ্রহণ করতে হবে। মা ভবতারিনী সবাইকে শক্তি দিয়ে থাকেন। শক্তিকে গ্রহণ করে মানব সভ্যতার বিকাশে জন্য কাজ করে যেতে হবে।

সাধক রামপ্রসাদ



মা কালীর আর্শিবাদ নিতে হবে। পেতে হবে। তাকে মনে প্রাণে ডাকলে তিনি নিশ্চয় সাড়া দিবেন। ডাকার মতো করে ডাকতে হবে। কালী মাতাই হচ্ছেন শক্তিদাত্রী। তিনি শক্তি দান করে থাকেন। নিজেকে মানসিক শক্তি দিয়ে অপরকে উপকার করতে হবে। জাগাতে হবে নিজেকে ভালো কাজের মধ্যে দিয়ে। জাগরিত করতে হবে আপন শক্তিকে। অশুভ শক্তিকে পরাজিত করতে হবে। শুভ শক্তির সূচনা করার প্রয়োজন। হালিশহর নিবাসী মা কালী রামপ্রসাদ বলতেন, দান, ধ্যান এবং শিক্ষা দান করলে কোনও সময় তা কমে না। বরং বৃদ্ধি পায়। জীবনে উন্নতি করা সম্ভব হবে। যিনি শিক্ষা এবং ধন দান করেন তিনি শেষ হয়ে যান না। তার সম্পদও আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। আর যিনি দান করেন তিনি পরম ঈশ্বরের সাক্ষাৎ পান। পরম ঈশ্বর তাঁর শরীরে অবস্থিত থাকেন। তিনি মহান হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। তাকে কেন্দ্র করে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দেয়। যেমন ঠাকুর রামকৃষ্ণকে ঘিরে সবাই পরিক্রমা করতে শুরু করে দিয়েছিল। ঈশ্বর জগত সেরা।

অমাবস্যার অন্ধকারে আলোর উৎসবের ইতিহাস

শিবনাথ দাস

কার্তিক মাসের অমাবস্যা। চারদিকে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। অথচ সেই অন্ধকারের বুক চিরেই জ্বলে ওঠে অসংখ্য প্রদীপের শিখা। কোথাও মন্দিরে শুরু হয় মা কালীর আরাধনা, কোথাও শঙ্খধ্বনি ও ঘণ্টার আওয়াজে মুখর হয়ে ওঠে পুজোমণ্ডপ। ঢাকের বাদ্যি, ধূপের গন্ধ আর আলোর মায়াবী আবেশে বদলে যায় চেনা পরিবেশ। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত যত গভীর হয়, ততই আকাশে ছড়িয়ে পড়ে রংবেরঙের আলোর ঝলকানি। ফুলঝুরি, তুবড়ি, চরকি, রংমশাল কিংবা আকাশে উঠে যাওয়া রকেট;সব মিলিয়ে বাংলার কালীপুজো যেন এক বিশেষ আবেগের নাম। বাঙালির উৎসবের স্মৃতিতে কালীপুজো আর বাজির সম্পর্ক দীর্ঘদিনের। কিন্তু এই সম্পর্কের ইতিহাস ঠিক কতটা পুরনো? কীভাবেই বা রাজরাজড়াদের বিলাসবহুল আতশবাজি একসময় সাধারণ মানুষের উঠোনে জায়গা করে নিল? আর যে বাজি একদিন উৎসবের আনন্দের প্রতীক হয়ে উঠেছিল, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেটিই কেন পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্যের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াল?

কালীপুজোর সঙ্গে অমাবস্যার সম্পর্ক কেবল একটি তিথির নিয়ম নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে ধর্মীয় বিশ্বাস, শাক্ত সাধনা এবং বাংলার দীর্ঘ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য। দেবী কালীকে শক্তির আধার, কাল বা সময়ের প্রতীক এবং অশুভ শক্তির বিনাশকারী রূপে কল্পনা করা হয়। অন্ধকারের মধ্যে তাঁর আরাধনার তাৎপর্যও গভীর। প্রচলিত বিশ্বাসে, দেবীর আবির্ভাব অশুভের বিনাশ এবং শুভশক্তির প্রতিষ্ঠার প্রতীক। তাই অমাবস্যার নিশিতে কালী আরাধনা বাঙালির ধর্মীয় জীবনে এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। বাংলায় কালীসাধনার প্রসারে কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের নাম বিশেষভাবে স্মরণ করা হয়। অন্যদিকে, অষ্টাদশ শতকে নদীয়ার রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের আমলে কালীপুজোর ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল বলে ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজবাড়ি ও জমিদারবাড়ির পুজো থেকে শুরু করে মন্দির, গ্রামবাংলার পারিবারিক পুজো এবং পরবর্তী সময়ে বারোয়ারি আয়োজন;ধীরে ধীরে কালীপুজো ধর্মীয় পরিসর ছাড়িয়ে বৃহত্তর সামাজিক উৎসবে পরিণত হয়।

তবে কালীপুজোর ইতিহাসের সঙ্গে আতশবাজির ইতিহাসকে এক করে দেখার অবকাশ নেই। দেবী আরাধনার ঐতিহ্য বহু প্রাচীন হলেও আতশবাজির ব্যবহার মূলত বারুদ ও আতশপ্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সম্পর্কিত। ভারতীয় উপমহাদেশে বারুদের ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ার পর বিভিন্ন রাজদরবারে আতশবাজি বিনোদন ও উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হয়ে ওঠে। ইতিহাসবিদ পি কে গোদের গবেষণার উল্লেখ করে প্রকাশিত বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবরণে ভারতে আতশবাজির প্রাচীন ব্যবহারের কথা উঠে এসেছে। ১৪৪৩ সালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের মহানবমী উৎসবে আতশবাজি প্রদর্শনের শুরু করে। পরবর্তী সময়ে তামিলনাড়ুর শিবকাশী আতশবাজি শিল্পের অন্যতম প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। শিল্পের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বাজির উৎপাদন বাড়ে এবং তা ধীরে ধীরে সাধারণ মানুষের নাগালে আসতে শুরু করে।

বাংলার কালীপুজোয় বাজির জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পিছনেও রয়েছে এই সামাজিক পরিবর্তনের প্রভাব। একসময় উৎসবের প্রধান আকর্ষণ ছিল মাটির প্রদীপ, মশাল, ফানুস এবং বাড়ির উঠোনে ছোটখাটো



বিবরণ দিয়েছিলেন বিদেশি পর্যটক আবদুর রাজ্জাক। এই তথ্য থেকেই বোঝা যায়, কয়েক শতক আগেই ভারতীয় রাজদরবারে বারুদের সাহায্যে আলোর বিচিত্র প্রদর্শনের প্রচলন তৈরি হয়েছিল।

পরবর্তী সময়ে মুঘল সাম্রাজ্য এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক রাজদরবারেও আতশবাজির ব্যবহার জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। উৎসব, রাজকীয় অনুষ্ঠান, বিজয় উদ্যাপন কিংবা বিশেষ অতিথির আগমন;বিভিন্ন উপলক্ষে আকাশে আতশবাজির প্রদর্শন ছিল আভিজাত্যের পরিচায়ক। তখন অবশ্য আজকের মতো সহজলভ্য ছিল না বাজি। এর জন্য প্রয়োজন হত বিশেষ কারিগরি দক্ষতা, উপকরণ এবং বিপুল অর্থের। ফলে সাধারণ মানুষের তুলনায় রাজপরিবার, জমিদার এবং বিত্তশালী ব্যক্তিদের মধ্যেই এর প্রচলন বেশি ছিল। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে আতশবাজি তৈরির কৌশল উন্নত হয়। উনিশ শতকে ভারতে বাজি তৈরির কারখানা গড়ে উঠতে আলোর আয়োজন। পরে সেই তালিকায় যুক্ত হয় নানা ধরনের আতশবাজি। ফুলঝুরি হাতে শিশুদের আনন্দ, তুবড়ির আলোয় উঠোন আলোকিত হয়ে ওঠা, চরকির ঘূর্ণন কিংবা রকেটের আকাশে উঠে যাওয়া;এসব দৃশ্য বহু প্রজন্মের কাছে কালীপুজোর অবিচ্ছেদ্য স্মৃতি হয়ে রয়েছে। পাড়ায় পাড়ায় বাজি পোড়ানো নিয়ে উৎসাহ, কে কত সুন্দর তুবড়ি জ্বালাতে পারে তা নিয়ে প্রতিযোগিতা, কিংবা রাতের আকাশে রঙিন আলোর খেলা;সব মিলিয়ে উৎসবের একটি আলাদা সামাজিক পরিসর তৈরি হয়েছিল। একটা সময় ছিল, যখন কালীপুজোর রাতের শব্দ ও আলোর সঙ্গে মানুষের স্মৃতিরও যেন গভীর সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। ছোটদের কাছে বাজি ছিল বাড়তি আনন্দের বিষয়, বড়দের কাছে ছিল উৎসবের পুরনো অভ্যাস। আত্মীয়স্বজনের বাড়িতে যাওয়া, পাড়ার মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো, নতুন পোশাক পরে রাত জাগা এবং পরিবারের সকলের সঙ্গে উৎসব কাটানো;এই সবকিছুর মধ্যেই ছিল কালীপুজোর প্রকৃত আনন্দ। কিন্তু সময় বদলেছে। বদলেছে মানুষের জীবনযাত্রা, শহরের জনঘনত্ব এবং পরিবেশ সম্পর্কে আমাদের সচেতনতা। যে উৎসব একসময় আনন্দের প্রতীক হিসেবে পরিচিত ছিল, তারই একটি অংশ আজ নানা প্রশ্নের মুখে।

বাজির আনন্দের পাশাপাশি সবচেয়ে বড় উদ্বেগের জায়গা বায়ুদূষণ ও শব্দদূষণ। আতশবাজি পোড়ানোর ফলে বাতাসে সূক্ষ্ম ধূলিকণা এবং বিভিন্ন ক্ষতিকর গ্যাসের পরিমাণ বেড়ে যেতে পারে। বিশেষ করে শহরের ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায় একসঙ্গে বিপুল পরিমাণ বাজি পোড়ানো হলে বাতাসের গুণমান দ্রুত খারাপ হওয়ার আশঙ্কা থাকে। যাঁদের হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট কিংবা হৃদরোগের সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই পরিস্থিতি আরও উদ্বেগজনক। শিশু ও প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রেও অতিরিক্ত ধোঁয়া এবং দূষিত বাতাসের প্রভাব বেশি হতে পারে। চোখে জ্বালা, কাশি, শ্বাস নিতে অসুবিধা এবং অস্বস্তির মতো সমস্যাও দেখা দিতে পারে।

শব্দদূষণের সমস্যাটিও কোনও অংশে কম নয়। গভীর রাতে হঠাৎ বিকট শব্দে বাজি ফাটলে অসুস্থ মানুষ, সদ্যোজাত শিশু এবং প্রবীণ নাগরিকদের স্বাভাবিক বিশ্রাম ব্যাহত হয়। যাঁদের দীর্ঘদিনের শারীরিক সমস্যা রয়েছে, তাঁদের জন্য এই ধরনের শব্দ বিশেষভাবে অস্বস্তিকর হতে পারে। শুধু মানুষ নয়, পশুপাখিরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত নয়। পোষ্য কুকুর ও বিড়াল প্রচণ্ড শব্দে ভয় পায়। অনেক ক্ষেত্রে তারা আতঙ্কিত হয়ে পড়ে এবং স্বাভাবিক আচরণে পরিবর্তন দেখা যায়। পথের পশুদের জন্যও কালীপুজোর রাত অত্যন্ত কঠিন হয়ে উঠতে পারে। অথচ উৎসবের আনন্দ ভাগ করে নেওয়ার কথা আমরা যতটা ভাবি, সেই আনন্দের কারণে অন্য প্রাণীর কী অসুবিধা হচ্ছে, তা নিয়ে অনেক সময় ততটা ভাবি না।

এর পাশাপাশি রয়েছে নিরাপত্তার প্রশ্ন। অসতর্কভাবে বাজি পোড়ানো থেকে অগ্নিকাণ্ড, পোড়া ক্ষত এবং চোখে আঘাত লাগার মতো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। বিশেষ করে শিশুদের হাতে বিপজ্জনক বাজি তুলে দেওয়া অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। অনেক সময় আনন্দের মুহূর্তে সামান্য অসতর্কতাও বড় বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তাই উৎসবের সময় নিরাপত্তাকে কোনওভাবেই অবহেলা করা যায় না। আনন্দ উদ্যাপনের অধিকার যেমন রয়েছে, তেমনই অন্যের নিরাপত্তা ও স্বাস্থ্যের প্রতি দায়িত্বশীল থাকার প্রয়োজনও রয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে বাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রে আইন ও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের গুরুত্ব ক্রমশ বেড়েছে। পরিবেশদূষণ নিয়ন্ত্রণে সুপ্রিম কোর্ট এবং সংশ্লিষ্ট পরিবেশ নিয়ন্ত্রক সংস্থাগুলি বিভিন্ন সময়ে একাধিক নির্দেশ দিয়েছে। ২০১৮ সালে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে অনুমোদিত সবুজ বাজির ব্যবহার, বাজি পোড়ানোর নির্দিষ্ট সময়সীমা এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণের বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। নিষিদ্ধ রাসায়নিক ব্যবহার করে তৈরি বাজি এবং নির্ধারিত শব্দসীমা অতিক্রমকারী বাজির বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য একটাই; উৎসবের ঐতিহ্য বজায় রেখেও পরিবেশের ক্ষতি যতটা সম্ভব কমিয়ে আনা।

২০২৬ সালের কালীপুজো ও দীপাবলিকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে বাজি ব্যবহারের ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট বিধিনিষেধের কথা জানানো হয়েছে। প্রশাসনের ঘোষিত নির্দেশ অনুযায়ী, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কেবল অনুমোদিত সবুজ বাজি পোড়ানোর অনুমতি রয়েছে। দীপাবলির দিন রাত আটটা থেকে দশটা পর্যন্ত বাজি পোড়ানোর সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে। হাসপাতাল, নার্সিংহোম, বৃদ্ধাশ্রমসহ নীরব এলাকার একশো মিটারের মধ্যে বাজি পোড়ানো নিষিদ্ধ। বেআইনি বাজি তৈরি, বিক্রি ও ব্যবহারের বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। এই বিধিনিষেধের উদ্দেশ্য উৎসব বন্ধ করা নয়, বরং উৎসবের কারণে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হয়, তা নিশ্চিত করা। তবে শুধু প্রশাসনিক নির্দেশ জারি করলেই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। তার জন্য প্রয়োজন নাগরিকদের স্বতঃস্ফূর্ত সহযোগিতা এবং আইনের প্রতি সম্মান।

এখানেই একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন সামনে আসে। ঐতিহ্য রক্ষা করার অর্থ কি অতীতের প্রতিটি অভ্যাসকে অপরিবর্তিত রেখে দেওয়া? সময়ের সঙ্গে সমাজের অনেক কিছুই বদলায়। একসময় যে কাজ স্বাভাবিক বলে মনে হত, পরবর্তী সময়ে তার ক্ষতিকর দিকগুলি সামনে এলে মানুষ সেই অভ্যাস পরিবর্তন করেছে। কালীপুজোর ক্ষেত্রেও সেই পরিবর্তন প্রয়োজন। প্রদীপ জ্বালানো, মায়ের আরাধনা, মণ্ডপে মণ্ডপে ঘুরে বেড়ানো, পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো কিংবা প্রতিবেশীদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া;এসবের কোনওটির সঙ্গেই অতিরিক্ত শব্দ বা ধোঁয়ার অপরিহার্য সম্পর্ক নেই। বরং আলোকসজ্জা, প্রদীপ, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং পরিবেশবান্ধব আয়োজনের মাধ্যমেও উৎসবকে সুন্দর করে তোলা সম্ভব।

আমাদের মনে রাখতে হবে, উৎসবের আনন্দ কখনও অন্যের কষ্টের কারণ হওয়া উচিত নয়। যে শিশুটি শ্বাসকষ্টে ভুগছে, যে প্রবীণ মানুষটি অসুস্থ শরীরে বিশ্রাম নিতে চাইছেন, যে পরিবারের সদ্যোজাত সন্তানটি শব্দে চমকে উঠছে, কিংবা যে পথের প্রাণীটি আতঙ্কে আশ্রয় খুঁজছে;তাদের কথাও ভাবতে হবে। উৎসব কেবল নিজের আনন্দের নাম নয়, উৎসব হল সকলকে নিয়ে ভালো থাকার একটি সামাজিক উপলক্ষ। সেই উপলব্ধি যত বাড়বে, ততই উৎসবের প্রকৃত অর্থ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

কালীপুজো বাংলার আবেগ, বিশ্বাস ও সাংস্কৃতিক পরিচয়ের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই ঐতিহ্যকে ছোট করে দেখার কোনও কারণ নেই। একইভাবে পরিবেশের ক্ষতি করে কিংবা মানুষের স্বাস্থ্যের ঝুঁকি বাড়িয়ে কোনও অভ্যাসকে ঐতিহ্যের অজুহাতে টিকিয়ে রাখারও যুক্তি নেই। ইতিহাস আমাদের জানায়, সময়ের সঙ্গে উৎসবের উপকরণ বদলেছে, বদলেছে উদ্যাপনের ভাষা। আগামী দিনেও সেই পরিবর্তন চলবে। প্রয়োজন শুধু এটুকু বোঝা যে, আলোর উৎসবের সৌন্দর্য তার শব্দের তীব্রতায় নয়, বরং মানুষের মনে আনন্দ ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষমতায়।

অমাবস্যার অন্ধকারে প্রদীপের ছোট্ট শিখাই যেমন চারপাশ আলোকিত করে, তেমনই মানুষের সামান্য সচেতনতাও সমাজে বড় পরিবর্তন আনতে পারে। তাই এবারের কালীপুজোয় আমাদের অঙ্গীকার হোক, আনন্দ থাকবে, আলো থাকবে, থাকবে মায়ের আরাধনা ও উৎসবের চিরচেনা আবহ। কিন্তু সেই আনন্দের সঙ্গে থাকবে না অযথা শব্দের দাপট, দূষণের বিষ কিংবা অসতর্কতার ঝুঁকি। ঐতিহ্যকে বাঁচিয়ে রেখেই পরিবেশকে রক্ষা করতে হবে। কারণ, যে আলো মানুষের জীবনকে সুন্দর করে তোলে, সেই আলো জ্বালাতে গিয়ে মানুষের জীবন ও প্রকৃতিকেই অন্ধকারের দিকে ঠেলে দেওয়া কখনও কাম্য হতে পারে না। মা কালীর কাছে প্রার্থনা, অশুভ ও অন্ধকারের বিনাশ ঘটুক, মানুষের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হোক। কালীপুজোর আলো ছড়িয়ে পড়ুক প্রতিটি ঘরে, প্রতিটি মনে;আতঙ্কের নয়, আনন্দের প্রতীক হয়ে।

শ্যামা মা সাধনায় বিদ্রোহী কবি নজরুল ইসলাম

রবীনন্দ্রকুমার শীল

শ্যামা সঙ্গীত সাধনায় কবি নজরুল । বাংলায় শ্যামা সঙ্গীত রচনাকে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিলেন সাধক রামপ্রসাদ সেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তিনি হালিশহরে বসে যেভাবে একের পর এক শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে গিয়েছিলেন তা সবাইকে মুগ্ধ করেছে। কৃষ্ণনগরের রাজা রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁর শ্যামা সঙ্গীতে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে জমি জায়গা দিয়েছিলেন। তিনি সংসারী থাকলেও তাঁর একটি মাত্র কাজ ছিল তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করা। তাঁর সঙ্গীত এবং সুরে মুগ্ধ হয়ে যেত সবাই। তাঁর রচিত শ্যামা সঙ্গীত রামপ্রসাদী সঙ্গীত হিসাবে বাংলায় খ্যাতি লাভ করে। বাংলার কালী সাধকেরা তাঁর সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন করতো। বাংলার বিখ্যাত গায়ক পান্নালাল ভট্টাচার্য এবং ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য বিখ্যাত শ্যামা সঙ্গীত শিল্পী ছিলেন। যদিও সেই সময়ে মানবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দ্বীজেন মুখোপাধ্যায়, অনুপ ঘোষাল সকলেই কম বেশি শ্যামা সঙ্গীত গেয়েছেন। কিন্তু তখন কলকাতায় শ্যামা সঙ্গীতের একটি রেওয়াজ ছিল। বিশেষ করে রামপ্রসাদের শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বিশ্বজোড়া খ্যাতি অর্জন করতে পেরেছিল। কবি নজরুল খুব ছোটবেলা থেকেই তিনি বাংলার গ্রামাঞ্চলে লোটো দলের নাম লিখিয়েছিলেন। এই দলের কাজ ছিল লোকসঙ্গীত পরিবেশন করা। নজরুল সেই সময় থেকেই সঙ্গীত শিক্ষা শুরু করেন। লোটো গান থেকে শুরু করে সেই সময়ে বহু পৌরানিক কাহিনী অবলম্বিত গান গাইতে হতো নজরুলকে। এটাই ছিল তখন তাঁর একমাত্র পয়সা রোজগার করার উপায়। খুব ছোটবেলা থেকে তিনি অর্থ রোজগার করার দিকে মনোনিবেশ করতে হয়েছিল। তাঁর পিতার আর্থিক সঙ্গতি খুব ভালো ছিল না। পিতা নিজেই খেতে পারতেন না। তিনি আবার তাঁর সন্তানদের কী করে খাওয়াবেন। সেই কারণে বাধ্য হয়ে জীবিকা অর্জন করতে লোটো দলে নাম লিখিয়েছিলেন কবি নজরুল। সেইখান থেকেই তিনি সঙ্গীত চর্চা করতে শুরু করলেন। তার ফলে বহু স্থানে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত গাইতে হয়েছে। তিনি সব সঙ্গীত খুব মনোযোগ দিয়ে শিখেছিলেন। শ্যামা সঙ্গীত একটি সময়ে বাংলায় খুবই জনপ্রিয় ছিল। পয়সা রোজগার করতে গেলে তাঁকে শ্যামা সঙ্গীত শিখতে হবে সেটা অনুভব করেছিলেন। নাহলে কিন্তু অনুষ্ঠানের শ্রোতারা অনুষ্ঠান না শুনে স্থান ত্যাগ করতো। তখন



গ্রামাঞ্চলে লোটোর দল সঙ্গীত অনুষ্ঠান পরিবেশন কালে একটি বড় থালা সকলের সামনে রেখে দিত। যারা গানে মুগ্ধ হতো তারা সেই বড় থালাতে টাকা পয়সা দিত নিজেদের সাধ্যমতো। সেই অর্থ জড়ো করে সবাইকে ভাগ করে দেওয়া হতো। নজরুল দেখতে পেলেন যে তাঁর শ্যামা সঙ্গীত এবং লোকগীতিকে গ্রহণ করতে শুরু করেছে গ্রাম বাংলার লোকেরা। তিনি বিভিন্ন স্বাদের লোক সঙ্গীত লোটো গান এবং শ্যামা সঙ্গীত পরিবেশন করতেন। আবার কখনও কখনও তিনি রামায়ণ বা মহাভারতের কোনও একটি অখ্যান নিয়ে সঙ্গীত রচনা করে তা পরিবেশন করতেন। তার ফলে তাঁর সঙ্গীতে নাম ছড়িয়ে পড়তে শুরু করলো সর্বত্র। তিঁনি আবার ভালো রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে পারতেন। এই সব গান তিনি শিখেছিলেন নিজের জীবিকা নির্বাহ করার জন্য। পরবর্তীকালে দেখতে পাওয়া গেল যে তিনি রবীন্দ্র সঙ্গীতের একজন ওস্তাদ গায়কের পরিণত হয়েছেন। তাঁকে রবীন্দ্র সঙ্গীতের হাফিজ বলা হতো। কবি নজরুল বাংলার সমস্ত স্তরের গানকে করাযাত্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তিনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত থেকে শুরু করে বাংলার রবীন্দ্র সঙ্গীত, শ্যামা সঙ্গীত, ময়মনসিংহ গীতিকা, লোকসঙ্গীত, বাউল, ভটিয়ালি গান পর্যন্ত রপ্ত করেছিলেন। খুবই অল্প বয়সে এই গানগুলিকে তিনি আয়ত্ত করে ফেলেন। তিনি সঙ্গীত জগত ত্যাগ করে সেনা বাহিনীতে প্রবেশ করলেন ১৯১৭ সালে। তবে সেই সময়েও তিনি সঙ্গীত চর্চা অব্যাহত রেখেছিলেন। কবিতা রচনা করতে শুরু করে ছিলেন। সাহিত্য চর্চা এবং সঙ্গীত চর্চা ছিল তাঁর একটি প্রিয়তম নেশা। এই নেশাকে তিনি কোনও কালেও পরিত্যাগ করতে পারেননি। সেনা বাহিনীর চাকরি যখন তাঁর চলে গিয়েছিল তখন তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সাহিত্য চর্চা করেই দিন যাপন করবেন। প্রকাশ করলেন পত্রিকা 'ধূমকেতু'(১৯২২)। তবে তাঁর আগেই তিনি বিখ্যাত হয়ে গিয়েছেন।

বাংলার কবি মহলে তিনি স্থান গ্রহণ করে নিয়েছেন তাঁর বিখ্যাত 'বিদ্রোহী (১৯২১) কবিতা রচনার জন্য। তিনি জাতীয় জাগরণ সৃষ্টির জন্য রচনা করতে থাকলেন একের পর এক স্বদেশি গান। স্বদেশি আন্দোলন যুগে বাংলার বিপ্লবীরা সরকার বিরোধী অভিযান কালে মুক্ত কণ্ঠে নজরুল গীতি গেয়ে নিজেদের উদীপ্ত করতো। সেই নজরুল এবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন। বহু বার তিনি শ্যামা সঙ্গীত চর্চা করেছেন। শ্যামা সঙ্গীতের সুর এবং ছন্দ তাঁর কাছে অজানা ছিল না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করতেই বাংলার ইসলাম সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে শুরু করলো। তবুও তিনি থামলেন না। তিনি শ্যামা সঙ্গীত লিখেই চলবেন। কোনও শক্তি তাঁকে শাম্যা সঙ্গীত রচনা করতে বাধা দিতে পারেনি। বাংলার কালী সাধনা এটা নিজস্ব বিষয় ছিল। বাংলার কালী সাধনার মধ্যে একটি মাহাত্ম্য বিরাজ করতো। বাংলায় তন্ত্র সাধনায় কালী সাধনাকে দেখতে পাওয়া যায়। তন্ত্র সাধকেরা মা কালীকে প্রধান দেবী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। বাংলার গুপ্ত, সেন এবং পাল রাজত্ব কালে কালী সাধনা বাংলায় বৃদ্ধি লাভ করে। ফলে কালীকে বাদ দিয়ে বাংলার পুজা সংস্কৃতি কখনও পূর্ণতা লাভ করতে পারে না। বাংলায় দেবী দুর্গা পুজোর প্রচলন পড়ে আসে। তার আগে থেকেই বাংলায় কালী সাধনা শুরু হয়ে গিয়েছে। রচিত হয়েছে কালিকা পুরান। তখন কালী দেবীকে কেন্দ্র করে কোনও মন্ত্র না থাকলে কালী পাঁচালি পাঠ করার প্রচলন ছিল। যেমন লক্ষ্মীর পাঁচালি পাঠ করা হয়ে থাকে ঠিক সেই রকম আগে কালী পাঁচালি পাঠ করা হতো। তারপরে কালী মন্ত্র সৃষ্টি করা হল। বড় আকারে কালী পুজোর আয়োজন সৃষ্টি হল। এই সব কিন্তু বাংলায় তৈরি হয়েছিল। বাংলার কবি হয়ে তিনি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করবেন না তা কেমন করে হয়। তিনি তো সঙ্গীত রচনাকার। তিনি সবার জন্য উপযুক্ত শ্যামা সঙ্গীত রচনা করে যেতে চান। তিনি হালিশহরের রামপ্রসাদের মতো শ্যামা সঙ্গীত রচনা করার হতে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। হোক না তিনি ইসলাম ধর্ম মতে বিশ্বাসী। কোরানের কোথাও তো লেখা নেই যে শ্যামা সঙ্গীত রচনা করা যাবে না। নজরুল নিজে একদিকে ইসলাম এবং অন্যদিকে তিনি নিজেকে হিন্দু বলে ভাবতেন। কবির কোনও জাত নেই। কবি সব জাতেই অবস্থান করতে পারেন। 'হিন্দু না কাফের জিজ্ঞেসে কোনও জন?' রামপ্রসাদ সেনে পথকে অনুসরণ করে কবি নজরুল যিনি ২৪৭চি শ্যামা সঙ্গীত রচনা করেছিলেন। 'কালো মেয়ের পায়ের তলায় দেখে যা আলোর নাচন' এই গানটি কার শ্যামা সঙ্গীত। তবে যদি বলে না দেওয়া যায় তাহলে সবাই ভাবতে থাকবে এটা নিশ্চয় রামপ্রসাদ সেনের শ্যামা সঙ্গীত।

পাঠকদের কলম থেকে
শিক্ষক ছাত্রের মজার কথা

বুদ্ধদেব মিশ্র

ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করে বসল এক ছাত্র। কিন্তু ফেল করলে তো চলবে না! যেভাবেই হোক পাশ করতে হবে।

সে গেল প্রিন্সিপাল স্যারের রুমে। কিন্তু অনেক কাকুতি মিনতি করেও স্যারের মন গলাতে পারল না।

তখন ছাত্রটি মনে মনে একটা ফন্দি আঁটল। সে গম্ভীর হবার ভান করে বলল, স্যার, আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করব। যদি আপনি সঠিক উত্তর দিতে পারেন, আমি আমার রেজাল্ট মেনে নেব। আর যদি উত্তর দিতে না পারেন তাহলে আমাকে পাশ করিয়ে দিতে হবে।

ছাত্রটির বুদ্ধিশুদ্ধির ওপর প্রিন্সিপাল স্যারের খুব একটা আস্থা ছিল না। এরকম গবেট টাইপের একটা ছেলে কি এমন প্রশ্ন করবে যার জবাব তার মতো অভিজ্ঞ শিক্ষক দিতে পারবে না! অতএব, তিনি রাজি হলেন।

ছাত্রটি একটা ফিচলে হাসি দিয়ে বলল, বলুন তো, কোনটা লিগ্যাল কিন্তু লজিকাল না? কোনটা লজিক্যাল তবে লিগ্যাল না? আর কোনটা লিগ্যাল বা লজিক্যাল কোনোটাই না?

প্রিন্সিপাল স্যার এবার বেকায়দায় পড়লেন। ভেবে ভেবে চুল ছিঁড়ে ফেলার অবস্থা, কিন্তু সঠিক উত্তর কিছুতেই মাথায় আসছে না। শেষে ছাত্রের শর্ত মেনে নিয়ে তাকে পাশ করিয়ে দিলেন।

পরদিন তিনি ক্লাস নিতে গিয়ে ভাবলেন, গতকালের প্রশ্নটিই তিনি আজ ছাত্রদের করবেন। প্রশ্ন করতেই তিনি হতভম্ব। প্রায় সবাই হাত তুলেছে।

তিনি তখন সামনের বেঞ্চের একজন ছাত্রকে বললেন, বল দেখি! ছাত্রটি মুচকি হেসে বলল, স্যার, আপনার বয়স ৫৯, আর আপনার স্ত্রীর বয়স ১৮! এটা লিগ্যাল, কিন্তু লজিক্যাল নয়।

স্যার তখন ছাত্রটিকে তাড়াতাড়ি থামিয়ে দিয়ে বললেন, আরে বস বস হারামজাদা, তোকে আর বলতে হবে না।

আরেকজন ছাত্র মাঝের সারি থেকে লাফ দিয়ে উঠে বলল, স্যার, আপনার স্ত্রীর সাথে সমবয়সী এক ছেলের অ্যাফেয়ার চলছে! এটা লজিক্যাল, কিন্তু লিগ্যাল না।

স্যারের তো বিষম খাওয়ার অবস্থা। গলা দিয়ে আওয়াজ বেরোচ্ছে না। কোনোমতে গ্লাস হাতে নিয়ে ঢক ঢক করে পানি খেলেন।

কিন্তু তখনও অবাক হওয়ার আরো বাকি ছিল! লাস্ট বেঞ্চের একজন বলে উঠল, স্যার, আপনার স্ত্রীর বয়ফ্রেন্ড ফাইনাল পরীক্ষায় ফেল করা সত্ত্বেও আপনি তাকে পাশ করিয়ে দিয়েছেন। এটা না লজিক্যাল, না লিগ্যাল। স্যার মাথা ঘুরে ধপাস করে পড়ে গেলেন।

বাংলায় এই রকম হাসির গল্প খুবই প্রকাশ পেতে শুরু করেছে। গল্পের পরিধি বেশি নয়। খুবহ ছোট। বলা যেতে পারে এটা একটি অণুগল্প। একন অণুগল্প খুবই চালু হয়েছে। তবে সেই সব অণুগল্পের মধ্যে বেশ বুদ্ধির রয়েছে। জ্ঞানের প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায়। রস সমৃদ্ধ অমুগল্প দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ছোট আকারের গল্প। সেই গল্পগুলি পড়তে বেশ ভালো লাগেই। লোকেদের হাতে এখন আর পড়ার বেশি সময় নেই। সেই কারণে তৈরি করা হয়েছে অণুগল্প। বেশ কয়েকটি দৈনিক পত্র পত্রিকা অণুগল্প প্রকাশ করতে শুরু করে দিয়েছে। এক ঝলকে গল্প পড়া বলা চলে। ট্রেনে বাসে করে যেতে যেতে এই গল্প শেষ হয়ে যায়। কোথাও বেড়াতে যাওয়ার সময়ে এইসব অণুগল্প পড়া চলে। সঙ্গে চলে আড্ডাও। চা সিঙ্গারা তো আছেই। তার সঙ্গে আছে অণুগল্প।

যেখানে পড়েছিল মায়ের করোটি , আজও সেখানে জেগে আছেন দেবী কিরীটেশ্বরী

মিঠুন হালদার, মুর্শিদাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ ভারতের শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রামের তকমা পাওয়া গ্রাম এটি, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী। শান্ত, সবুজ, ইতিহাসে মোড়া এই গ্রামের পরিচয় শুধু তার সৌন্দর্যে নয়, তার পরিচয় মায়ের জন্য। কারণ এই গ্রামেই রয়েছে ৫১ সতীপীঠের অন্যতম পীঠ, মা কিরীটেশ্বরীর মন্দির। হিন্দু পুরাণ অনুসারে, ভগবান শিব যখন সতীর দেহ নিয়ে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিক্রমা করছিলেন, তখন বিষ্ণুর সুদর্শন চক্রে সতীর দেহ ৫১টি টুকরো হয়ে ভারত সহ আশেপাশের বিভিন্ন এলাকায় পড়ে। যেখানে যেখানে সেই দেহাংশ পড়েছিল, সেখানেই পরবর্তীকালে সতীপীঠ গড়ে ওঠে। পুরাণ মতে, মুর্শিদাবাদের কিরীটেশ্বরী গ্রামে দেবী সতীর ললাটের ঊর্ধ্বভাগ বা করোটি পড়েছিল। সেখান থেকেই এখানে প্রতিষ্ঠিত হয় একান্ন সতীপীঠের অন্যতম পীঠ কিরীটেশ্বরী মন্দির। আর মায়ের করোটি থেকে গ্রামের নাম হয়েছে কিরীটেশ্বরী। তবে এই গ্রামে রয়েছে তিনটি মন্দির এবং প্রত্যেকেই নিজেদের আসল কিরীটেশ্বরী মন্দির বলে দাবি করেন। এই দাবি-পাল্টা দাবি নিয়েই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বেঁচে আছে গ্রামের মাহাত্ম্য। কিরীটেশ্বরী বড় মন্দিরের সেবাইত দিলীপ ভট্টাচার্য বলেন, আমাদের মন্দিরটি যেখানে অবস্থিত, সেখানেই সতী মায়ের ঊর্ধ্ব ললাটের অংশ বা করোটি পড়েছিল। তাই সেখান থেকেই গ্রামের নাম হয়েছে কিরীটেশ্বরী। মূল মন্দির ধ্বংস হয়ে যাওয়ার পর রানি ভবানী এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে ১৩১৩ বঙ্গাব্দে রাও যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় এই মন্দিরটি সংস্কার করে দেন। তিনি আরও জানান, এখানে মায়ের মূর্তি নেই, আছে শুধু একটি শিলা খন্ড । সেই শিলাকে সাজিয়ে ফুল- বেলপাতা সহযোগে মায়ের করোটি রূপে পুজো করা হয়। এছাড়াও ওই গ্রামে রয়েছে কিরীটেশ্বরী গুপ্ত মন্দির। এই মন্দিরের সেবাইত নয়ন ব্যানার্জি জানান, তাঁদের মন্দিরেই রয়েছে দেবীর করোটি। মন্দিরের ইতিহাস বলতে গিয়ে নয়নবাবু বলেন , কিরীটেশ্বরীর আদি মন্দিরে একসময় মায়ের করোটি ছিল। মুঘল আমলে যখন একের পর এক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হচ্ছিল, সেই সময় রাস্তার ধারের সামনের মন্দির থেকে গোপনে গুপ্ত মন্দিরে মাকে নিয়ে চলে আসা হয়। এখানে মায়ের করোটি বরাবরই ঢাকা অবস্থায় রয়েছে। জনশ্রুতি অনুযায়ী, একসময় এই গ্রামে ১৫২ ঘর পান্ডা থাকতেন। তাঁদের মধ্যে কিছু পান্ডা কৌতূহলী হয়ে মায়ের এই ঢাকা রূপটি খুলে দেখতে যান। কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সকলেই নাকি অন্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং গ্রামের বাকি পান্ডারা কয়েক মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে মৃত্যুবরণ করেন। এই ঘটনার পর থেকে আর কেউ মায়ের ঢাকা খোলার সাহস করেননি। তবে এই আসল-নকলের তর্ক-বিতর্ককে সরিয়ে রেখে এখনও বছরের প্রতি অমাবস্যা তিথিতে নিশিরাতে পুজো হয় কিরীটেশ্বরী মূল বড় মন্দিরে। আর কৌশিকী ও দীপান্বিতা অমাবস্যায় জাঁকজমক সহকারে পুজো হয় সেখানে । বড় মন্দিরের সেবাইত দিলীপ ভট্টাচার্য্য আরও জানান, বছরের প্রত্যেক অমাবস্যাতেই আমাদের এই নিশিরাতে পুজো প্রচলিত। কিন্তু কৌশিকী এবং দীপান্বিতা অমাবস্যায় এখানে অনেক বেশি পরিমাণে লোকসমাগম হয়। তিনি আরও বলেন, এই দু'টি অমাবস্যায় আমাদের এখানে রাত বারোটার পর পুজোয় বসা হয়। পুজোর পর হয় বলিদান প্রথা, তারপর ভোগ দান এবং তারপর যজ্ঞ। সবশেষে আরতি করে মন্দির বন্ধ করা হয় । সব শেষ হতে ভোর চারটে সাড়ে চারটে বেজে যায়। কালীপুজোর রাতে গোটা গ্রাম আলোয় সেজে ওঠে। দূর-দূরান্ত থেকে হাজার হাজার ভক্ত আসেন মায়ের দর্শনে। আবার কেউ আসেন মনস্কামনা পূরণের আশায়। তবে কিরীটেশ্বরী শুধু একটি তীর্থক্ষেত্র নয়, এটি এখন ভারতের পর্যটন মানচিত্রে বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। ভারতের 'শ্রেষ্ঠ পর্যটন গ্রাম'-এর স্বীকৃতি পাওয়ার পর থেকে এখানে পর্যটকদের আনাগোনা আরও বেড়েছে। ভাগীরথীর তীরে, ইতিহাস আর ভক্তির মেলবন্ধনে দাঁড়িয়ে থাকা এই গ্রাম আজও প্রমাণ করে, বিশ্বাস কখনও পুরনো হয় না। আসল মন্দির কোনটি, সেই তর্ক হয়তো চলতেই থাকবে। কিন্তু ভক্তদের কাছে মা একটাই, তিনি হলেন মা কিরীটেশ্বরী।



ঝালদা ও বরাবাজার থানা এলাকায় মাদকসহ গ্রেফতার ২

শেফালী মাহাতো, পুরুলিয়া, ৭ নভেম্বর ঃ অবৈধ মাদক কারবারের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করে বড় সাফল্য পেল পুরুলিয়া জেলা পুলিশ। সম্প্রতি ঝালদা ও বরাবাজার থানা এলাকায় পৃথক অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপ এবং গাঁজা উদ্ধার করেছে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত অভিযোগে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃত দুজনকেই এদিন পুরুলিয়া জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য গোপন খবরের ভিত্তিতে ঝালদা থানার পুলিশ ঝালদা পোস্ট অফিসের কাছে মেরিআপকর মাঠে একটি বিশেষ অভিযান চালায়। অভিযানে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ৫০টি সিল করা বোতলে মোট ৫ লিটার (৫,০০০ মিলিগ্রাম) কোডিনযুক্ত কাশির সিরাপ উদ্ধার করা হয়। ধৃত ব্যক্তির নাম সেখ আবদুল্লা (৩৬), বাড়ি ঝালদার হুসেনদিহ এলাকায়। প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, একটি পাকা শেড থেকে এলাকার মাদকাসক্ত যুবকদের কাছে এই সিরাপ অবৈধভাবে বিক্রি করছিলেন তিনি। এই ঘটনায় ঝালদা থানায় এনডিপিএস আইনে একটি নির্দিষ্ট মামলা রুজু করা হয়েছে । অন্যদিকে, অবৈধ গাঁজা কারবারের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে বরাবাজার থানা এলাকা থেকে ১ কেজি ১ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে পুলিশ। ধানাড়া গ্রামের বাসিন্দা রাজেন্দ্র মাহাতো (৫৬)-র একটি মুদি দোকান থেকে এই গাঁজা ছাড়াও মাদক পরিমাপের জন্য একটি ইলেকট্রনিক ওজন মেশিনও বাজেট করা হয়। ধৃত রাজেন্দ্র মাহাতো জানান ঝাড়খণ্ডের এক ব্যক্তির কাছ থেকে এই মাদকদ্রব্য নিয়ে ব্যবসা চালাতেন । এই বিষয়ে বরাবাজার থানায় এনডিপিএস আইনে মামলা রুজু করা হয়। অবৈধ মাদক পাচার রোধে এবং যুবসমাজকে নেশার গ্রাস থেকে বাঁচাতে পুরুলিয়া জেলা পুলিশের এই ধরনের কঠোর অভিযান ভবিষ্যতেও জারি থাকবে বলে জানানো হয়েছে।



পাটুলি নারায়ণপুর থেকে ছাতনী মোড় পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু, খুশি বাসিন্দারা

নিজস্ব প্রতিনিধি, পূর্বস্থলী, ৭ নভেম্বর ঃ পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাটুলি নারায়ণপুর থেকে ছাতনী মোড় পর্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় খুশির হাওয়া এলাকাজুড়ে। দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা এই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে প্রতিনিয়ত সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো এলাকার সাধারণ মানুষকে। অবশেষে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। উল্লেখ্য, এই রাস্তাটি এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পাটুলি ব্লক অফিস, প্রাণিসম্পদ দপ্তর-সহ একাধিক স্কুলে যাতায়াতের জন্য প্রতিদিন বহু মানুষ ও পড়ুয়াকে এই রাস্তার উপর নির্ভর করতে হয়। পাশাপাশি এই রাস্তা দিয়েই কাটোয়া যাওয়া যায়। ফলে প্রতিদিন ছোট-বড় অসংখ্য যানবাহন ও সাধারণ মানুষের যাতায়াত লেগেই থাকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার বেহাল দশার কারণে যাতায়াত করতে গিয়ে চরম দুর্ভোগের শিকার হতে হতো পথচারী থেকে শুরু করে বাইক ও অন্যান্য যানবাহনের চালকদের। রাস্তার বিভিন্ন অংশে চলাচলের অসুবিধার পাশাপাশি ছোটখাটো দুর্ঘটনাও ঘটত বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। বিশেষ করে স্কুল পড়ুয়া এবং প্রতিদিন কাজে যাতায়াত করা মানুষজনকে সমস্যায় পড়তে হতো। এবার সেই সমস্যার সমাধানে রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই খুশি এলাকার মানুষজন। তাঁদের আশা, রাস্তার কাজ সম্পূর্ণ হলে যাতায়াত ব্যবস্থা আরও মসৃণ ও নিরাপদ হবে। একই সঙ্গে ব্লক অফিস, প্রাণিসম্পদ দপ্তর, স্কুল এবং কাটোয়া যাওয়ার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের অনেকটাই সুবিধা হবে। এদিন রাস্তা সংস্কারের কাজ সরেজমিনে পরিদর্শন করেন পূর্বস্থলী উত্তরের বিধায়ক গোপাল চট্টোপাধ্যায়। তিনি কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখেন। গুরুত্বপূর্ণ এই রাস্তার সংস্কারের কাজ শুরু হওয়ায় আগামী দিনে এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থায় যে ইতিবাচক পরিবর্তন আসবে, সেই আশাতেই এখন তাকিয়ে রয়েছেন পাটুলি নারায়ণপুর-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা।

শেকড়ের টানে বিস্মৃত পৌরাণিক ইতিহাসের সন্ধান চকভৃগুর প্রিন্স ক্লাবের থিম অধরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বালুরঘাট, ৭ নভেম্বর ঃ কালের গর্ভে হারিয়ে যাওয়া পৌরাণিক ইতিহাসের সন্ধানে এবার শেকড়ের টানে ফিরতে চাইছে বালুরঘাটের চকভৃগুর প্রিন্স ক্লাব। ক্লাবের ৫৯তম বর্ষের শ্যামাপুজোয় এবারের থিম অধরা সনাতন পৌরাণিক ঐতিহ্য ও সৃষ্টিতত্ত্বে উল্লেখিত এমন বহু দিব্য সত্তা এবং দেব-দেবীর কথা রয়েছে যাঁদের অনেকেই সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রথাগত পুজোর পরিসর ও মূর্তিকল্প থেকে হারিয়ে গিয়েছেন। সেই বিস্মৃত ইতিহাস ও তাঁদের রূপকল্পই মণ্ডপসজ্জার মধ্য দিয়ে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগ নিয়েছেন পুজো উদ্যোক্তারা। ১৯৬৮ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ক্লাবের এবারের আয়োজন গতানুগতিক জাঁকজমক ও চটকদার উপস্থাপনার বাইরে গিয়ে প্রাচীনত্বের আবহ তৈরি করতে চলেছে। মণ্ডপসজ্জা থেকে মাতৃপ্রতিমা সর্বত্রই থাকবে এক স্নিগ্ধ প্রাচীন ছোঁয়া। রংতুলির নিখুঁত আঁচড় ম্যাট ফিনিশ রং এবং ধ্রুপদী আলোকসজ্জার সমন্বয়ে তৈরি হবে রহস্যময় পরিবেশ। সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব উপকরণে সাজানো হচ্ছে মণ্ডপ। মায়ের মূল প্রতিমার পাশাপাশি প্রাচীন রেখাচিত্র ও পটচিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা হবে বিস্মৃত দেবদেবীদের অবয়ব। যাঁদের নাম আজকের প্রজন্মের অনেকেরই অজানা তাঁদের পৌরাণিক পরিচিতি ও রূপকল্পের সঙ্গে দর্শনার্থীদের পরিচয় করানোই এই ভাবনার মূল উদ্দেশ্য। পুরো শিল্পকর্ম ও মণ্ডপসজ্জার দায়িত্বে রয়েছেন বালুরঘাটের স্বনামধন্য শিল্পী নেপাল দাস। ইতিহাস শিল্প ও সংস্কৃতির মেলবন্ধনে অধরা থিমের মধ্য দিয়ে দর্শনার্থীদের সামনে এক অন্য ধরনের শ্যামাপুজো তুলে ধরতে চাইছেন উদ্যোক্তারা। তাঁদের আশা এই আয়োজন নতুন প্রজন্মকে নিজেদের সমৃদ্ধ শিকড় ও পৌরাণিক ঐতিহ্যের সঙ্গে নতুন করে পরিচিত হওয়ার সুযোগ করে দেবে।

পাতালভেদী দক্ষিণাকালী ময়দানবেশ্বরী, ইতিহাস ও লোককথার মেলবন্ধনে বহড়ুর ময়দা কালীবাড়ি

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৭ নভেম্বর ঃ বাংলার মন্দির সংস্কৃতির ইতিহাসে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বহড়ুর ময়দা কালীবাড়ি এক বিশেষ স্থান অধিকার করে রয়েছে। প্রাচীন ইতিহাস, নানা লোককথা এবং মানুষের অগাধ ভক্তির মেলবন্ধনে আজও স্বমহিমায় বিরাজ করছেন পাতালভেদী দক্ষিণাকালী ময়দানবেশ্বরী। কালীপুজো এলেই এই মন্দিরকে ঘিরে ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় বাড়তি উন্মাদনা। শুধু কালীপুজো নয়, বছরের বিভিন্ন বিশেষ তিথিতেও দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ ছুটে আসেন মায়ের দর্শন ও পুজো দিতে। ময়দা নামের উৎপত্তি নিয়েও রয়েছে একাধিক জনশ্রুতি। কথিত আছে, রাবণের শ্বশুর তথা ব্রহ্মার বরপ্রাপ্ত স্থপতি ময়দানবের বাসস্থান ছিল এই এলাকায়। তাঁর নাম থেকেই নাকি এলাকার নাম হয়েছে ময়দা। আবার অন্য একটি মত অনুসারে, একসময় আদিগঙ্গার জলপথ ধরে পর্তুগিজ জলদস্যু ও বণিকদের যাতায়াত ছিল এই অঞ্চলে। তাঁদের ব্যবহৃত 'মদিয়া' নাম থেকেই ময়দা নামের উৎপত্তি বলে মনে করা হয়। এই কালীবাড়ির প্রতিষ্ঠা নিয়েও রয়েছে এক চমকপ্রদ কাহিনি। লোককথা অনুসারে, একসময় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের এক জমিদার বজরায় করে গঙ্গা ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সেই সময় একটি বকুল গাছের ডালে ছোট্ট এক বালিকাকে দোল খেতে দেখেন তিনি। পরে রাতে স্বপ্নে সেই বালিকা নিজেকে পাতালভেদী দক্ষিণাকালী বলে পরিচয় দেন। বকুল গাছের গোড়ায় মাটির নিচে দেবীর শিলার অবস্থানের কথাও স্বপ্নে জানান। সেই স্বপ্নাদেশ অনুসারেই সেখানে খনন করে একটি শিলাখণ্ড পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের উদ্যোগে সেখানে মন্দির মন্দিরটি নির্মিত হয়েছিল বলে প্রচলিত ঐতিহাসিক বিবরণে উল্লেখ রয়েছে। মন্দিরের পুজো ও সেবার দায়িত্বে রাঢ়ীয় বন্দ্যোপাধ্যায়



প্রতিষ্ঠিত হয়। মন্দিরের প্রবেশ পথ দিয়ে ঢুকলেই চোখে পড়ে যূপকাষ্ঠ। সামনে রয়েছে নাটমন্দির, তার পিছনেই মূল মন্দির। এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল, এখানে প্রচলিত অর্থে কোনও মূর্তি নেই। একটি চতুষ্কোণ গহ্বরের মধ্যে থাকা সিঁদুর মাখানো শিলাখণ্ডকেই দেবীর প্রতীক হিসেবে দক্ষিণাকালী রূপে পুজো করা হয়। এই বিরল পুজো পদ্ধতিই ময়দা কালীবাড়িকে অন্য কালীমন্দিরগুলির থেকে স্বতন্ত্র পরিচিতি দিয়েছে। মন্দির চত্বরে রয়েছে মায়ের পুকুর, শিব মন্দির এবং সাধক ভবানী পাঠকের পঞ্চমুণ্ডির আসন। বিশালাকার সিদ্ধবকুল গাছটি ও এই মন্দিরের অন্যতম আকর্ষণ। স্থানীয় জনশ্রুতি অনুযায়ী, সাধক ভবানী পাঠকের সঙ্গে এই স্থানের বিশেষ যোগ রয়েছে। বাংলা ১১৭৬ সালে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের উদ্যোগে পরিবারকে নিযুক্ত করা হয়েছিল বলেও জানা যায়। শুধু কালীপুজো নয়, ভাদ্র মাসের তালনবমী, শ্রাবণ মাসের অম্বুবাচী, বৈশাখ ও মাঘ মাসের প্রথম দিন এবং জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমাতেও বিশেষ পুজো ও উৎসবের আয়োজন করা হয়। প্রতি মঙ্গলবার ও শনিবারও মন্দিরে ভক্তদের সমাগম হয়। কালীপুজোর সময় সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের নামে সংকল্প করে বিশেষ পুজোর পাশাপাশি জোড়া পাঁঠা বলির প্রথার কথাও প্রচলিত রয়েছে। সব মিলিয়ে বহড়ুর ময়দা কালীবাড়ি কেবল পুজো অর্চনার স্থান নয়, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের এক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তিকে আশ্রয় করে আজও পূজিতা হচ্ছেন পাতালভেদী দক্ষিণাকালী ময়দানবেশ্বরী।

মালদা টাউন স্টেশনে যৌথ রেল নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধৃত মাদক পাচারকারী, বাজেয়াপ্ত ৩৮ লক্ষ টাকা মূল্যের মাদকদ্রব্য

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ মালদা টাউন রেলওয়ে স্টেশনে দিনটি ছিল অন্যান্য দিনের মতোই সাধারণ ও ব্যস্ত। কিন্তু নিরাপত্তা কর্মীদের তীক্ষ্ণ নজরদারি এবং সুনির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে নীরবে শুরু হয় এক বড়সড় অভিযান। পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার গীতিকা পাণ্ডের নেতৃত্বে গোটা জোনে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে পরিচালিত 'অপারেশন নারকোস'-এর আওতায় রেলপথকে অবৈধ মাদকদ্রব্যের পাচারমুক্ত রাখতে নিরাপত্তা কর্মীরা সর্বোচ্চ সতর্ক অবস্থানে ছিলেন। নির্দিষ্ট গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আরপিএফ ক্রাইম ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চ (সিআইবি), মালদা এবং জিআরপিএস, মালদা টাউনের একটি যৌথ অভিযানকারী দল নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান নেয়। পূর্ব রেলের রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্সের আইজি - কাম-প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার অমিয় নন্দন সিনহার (এ.এন. সিনহা) পরিচালনাগত নির্দেশনা এবং মালদা ডিভিশনের ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (ডিআরএম) মনীশ কুমার গুপ্তের নিবিড় তত্ত্বাবধানে এই সমন্বিত অভিযান পরিচালিত হয়। স্টেশনে ব্যস্ত যাত্রীদের ভিড়ের মধ্যেই অভিযানকারী দলের নজরে আসে কালিয়াচকের বাসিন্দা ২৮ বছর বয়সি সাহেব আনসারি। তাঁর সন্দেহজনক গতিবিধি নিরাপত্তা কর্মীদের নজরে আসতেই তাঁকে সতর্কতার সঙ্গে আটক করা হয়। প্ল্যাটফর্মে ওঠার আগেই তাঁকে আটকাতে সক্ষম হন নিরাপত্তা কর্মীরা। নির্ধারিত নিয়ম ও প্রোটোকল মেনে তল্লাশি প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুমন দেবনাথকে (ডব্লিউবিসিএস, ডিএম ও ডিসি, মালদা কালেক্টরেট) ডেকে পাঠানো হয়। তাঁর উপস্থিতিতে অভিযুক্তের ব্যক্তিগত তল্লাশি চালানো হয়। সাধারণ লাগেজের আড়ালে অত্যন্ত কৌশলে লুকিয়ে রাখা দুটি প্লাস্টিকের সাবানের কৌটো উদ্ধার হয়, যেগুলির ওজন যথাক্রমে ১০২ গ্রাম ও ৮৮ গ্রাম। কৌটো দুটির ভিতর থেকে মোট ১৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগারহেরোইন উদ্ধার করা হয়, যার আনুমানিক আন্তর্জাতিক বাজারমূল্য ৩৮ লক্ষ টাকা। ঘটনাস্থলেই ড্রাগ ডিটেকশন কিটের সাহায্যে প্রাথমিক পরীক্ষা চালিয়ে উদ্ধার হওয়া পদার্থটি মাদক বলে নিশ্চিত করেন আধিকারিকরা। জিজ্ঞাসাবাদের সময় আনসারি স্বীকার করেন যে, তিনি কালিয়াচক থেকে ওই মাদকের প্যাকেটটি সংগ্রহ করেছিলেন এবং সেখান থেকে ট্রেনে চড়ে কিশনগঞ্জ যাওয়ার উদ্দেশ্যে মালদা টাউন স্টেশনে এসেছিলেন। মাদকদ্রব্যটি নির্দিষ্ট গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার বিনিময়ে তাঁকে মাত্র ৭,০০০ টাকা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই অর্থ পাওয়ার পরিবর্তে তাঁকে পুলিশের হেফাজতে যেতে হয়। এই মাদক পাচার চক্রের নেপথ্যে থাকা বৃহত্তর নেটওয়ার্কের সন্ধান পেতে জিআরপিএস, মালদা টাউন এনডিপিএস আইনের ২১(বি) ও ২৯ নম্বর ধারায় একটি মামলা (মামলা নং ১৫১২৬) রুজু করেছে। আন্ত ঃসীমান্ত ও আন্ত ঃ রাজ্য মাদক পাচারকারীদের বিরুদ্ধে পূর্ব রেলের জিরো টলারেন্স নীতির কথা পুনর্ব্যক্ত করে পূর্ব রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শিবরাম মাঝি বলেন, আমাদের সতর্ক ও সদা-সক্রিয় নিরাপত্তা বিভাগগুলি ট্রেন এবং রেলওয়ে স্টেশন চত্বরকে যাতে কোনওভাবেই অবৈধ মাদক পাচারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করা না যায়, তা নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

রোড রোলার চালিয়ে ধ্বংস করা হলো ২০৯টি মডিফায়েড সাইলেন্সর, কড়া বার্তা শংকর ঘোষের

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৭ নভেম্বর ঃ শহরে লাগামছাড়া শব্দদূষণ রোধ করতে এবং অবৈধ মডিফায়েড সাইলেন্সরের বিরুদ্ধে কড়া 'জিরো টলারেন্স' নীতি নিয়ে বড়সড় পদক্ষেপ করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। বিভিন্ন সময়ে ট্রাফিক বিভাগের বিশেষ অভিযানে বাজেয়াপ্ত করা মোট ২০৯টি মডিফায়েড সাইলেন্সর শনিবার শিলিগুড়ির এয়ারভিউ মোড়ে এক জনসমক্ষে রোড রোলার চালিয়ে সম্পূর্ণভাবে গুঁড়িয়ে নষ্ট করে দেওয়া হয়। এদিনের এই অভিন ও কঠোর পদক্ষেপের সময় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ এবং শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা। সাংবাদিক ও সাধারণ মানুষের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ স্পষ্ট ভাষায় জানান যে, বাইকে লাগানো এই সমস্ত মডিফায়েড সাইলেন্সর থেকে নির্গত হওয়া অতিরিক্ত ও কর্কশ শব্দের কারণে হাসপাতালগুলিতে চিকিৎসাধীন রোগী, বয়স্ক ব্যক্তি, ছোট্ট শিশু এবং সাধারণ পথচারীদের চরম সমস্যায় পাতে হয়। মন্ত্রী সরাসরি পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, কেবল চালক বা বাইক আরোহীরাই নন, বরং যে সমস্ত অসাধু ব্যবসায়ীরা এই ধরনের বেআইনি সাইলেন্সর বিক্রি করছেন এবং গাড়িতে ফিট করছেন, তাঁদের দোকানগুলিতেও আকস্মিক হানা দিয়ে কঠোর আইনি পদক্ষেপ করতে হবে। মন্ত্রী শংকর ঘোষ দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন যে, শহরের শান্ত পরিবেশ বিঘ্নিতকারী এবং কানফাটা আওয়াজ সৃষ্টিকারী এই ধরনের সাইলেন্সর শিলিগুড়িতে কোনোভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। পাশাপাশি, এই বিষয়ে শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সৈয়দ ওয়াকার রাজা অভিভাবক ও অভিভাবকদের উদ্দেশ্যে বিশেষ আবেদন জানিয়ে বলেছেন যে, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও কম বয়সি ছেলেমেয়েদের হাতে যেন কেউ বাইক তুলে না দেন। পরিবারের বড়দেরই নিশ্চিত করতে হবে যাতে তাদের সন্তানরা সমস্ত ট্রাফিক নিয়ম ও আইন কঠোরভাবে মেনে চলে।

ডিমডিমা চা বাগানে হাতির তাণ্ডব

নিজস্ব প্রতিনিধি, ডুয়ার্স, ৭ নভেম্বর ঃ ডুয়ার্সের ডিমডিমা চা বাগানে ফের হাতির হানায় আতঙ্ক ছড়াল এলাকায়। শনিবার ভোররাতে একটি দাঁতাল হাতি চা বাগানের নিচ লাইন এলাকায় ঢুকে তাণ্ডব চালায়। হাতির হামলায় এক বাসিন্দার বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নষ্ট হয়েছে ঘরে মজুত রাখা চাল, ডাল, আটা-সহ বিভিন্ন খাদ্যসামগ্রী ও গৃহস্থালির জিনিসপত্র। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, শনিবার ভোর প্রায় ৪টে নাগাদ আচমকাই একটি দাঁতাল হাতি লোকালয়ে ঢুকে পড়ে। এরপর বধুয়া খারিয়া নামে এক বাসিন্দার বাড়িতে হামলা চালায় হাতিটি। বাড়ির একাংশ ভেঙে ফেলার পাশাপাশি ঘরের ভিতরে ঢুকে খাবারদাবার ও অন্যান্য সামগ্রী তছনছ করে দেয়। ঘটনার সময় বাড়ির ভিতরে পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। তবে কোনওরকমে প্রাণে রক্ষা পান তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বন দফতরের দলগাঁও রেঞ্জে খবর দেওয়ার আগেই হাতিটি এলাকায় ব্যাপক তাণ্ডব চালিয়ে সেখান থেকে চলে যায়। এই ঘটনার পর থেকেই চা বাগান ও সংলগ্ন এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। রাতের অন্ধকারে হাতির হানার আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন বাসিন্দারা। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারকে দ্রুত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার পাশাপাশি হাতির হানা রুখতে বন দফতরের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিজ্ঞপ্তি

আমমোক্তার দাতা- ১. কৃষ্ণা রায়, স্বামী- মৃত অনিল কুমার রায়, ২. শিপ্রা মুখোপাধ্যায়, স্বামী- শোভনরাম মুখোপাধ্যায়, সাকিম ওল্ড মিশন স্কুল রোড, পোঃ +জেলা- বাঁকুড়া, বিগত ইং ০৯.১১.২০১৭ তারিখে রামপুরহাট সাব রেজিস্ট্রী অফিসে শ্রীযুক্ত অঞ্জন ব্যানার্জ্জী হাল সাকিম- বেলিয়া, পোঃ- বড়শাল, থানা-রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম দলিল নং- ০২৮৮/২০১৭ দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। পরবর্তীত আমমোক্তার দাতা- ১) রামেন্দ্র সুন্দর চট্টোপাধ্যায়, পিতা- মৃত গৌরী প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সাকিম- চাকলামাঠ বিদ্যাসাগরপল্লী, পোঃ + থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম, ২) সঞ্চয়িতা সরকার, স্বামী- রতন কুমার সরকার, বিগত ইং ৩০.০১.২০১৮ তারিখে রামপুরহাট সাব রেজিস্ট্রী অফিসে শ্রীযুক্ত সূর্য্যশেখর মুখার্জ্জী, পিতা- মৃত বিরজা চরণ মুখার্জ্জী, সাকিম- বেলিয়া, পোঃ- বড়শাল, থানা- রামপুরহাট, জেলা- বীরভূম ।-০০২৬ / ২০১৮ দলিল মূলে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার মূলে উভয় আমমোক্তার গ্রহীতা নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি মৌজা- বেলিয়া, J. No.- ৬৭, খতিয়ান নং ৪০৪ দাগ নং ৬১৮ পরিমান- ২.৮৬ (দুই দশমিক আট ছয়) শতক বিক্রয় করিয়াছে। ক্রেতা উক্ত সম্পত্তি রামপুরহাট BL ও LRO অফিসে রেকর্ডের জন্য আবেদন করিয়াছে। এই বিষয়ে কাহার কোন অভিযোগ বা আপত্তি থাকিলে ১০ দিনের মধ্যে অফিসে যোগাযোগ করতে বলা হচ্ছে।

ইতি -
অঞ্জন ব্যানার্জ্জী, সূর্য্যশেখর মুখার্জ্জী
১৮.০৭.২০২৫

Office of the
SADIKPUR GRAM PANCHAYAT
P.O.-SADIKPUR, UNDER SUTI-1 DEV. BLOCK, DIST.-MURSHIDABAD, PIN-742223

1. NIT No-01/SGP/VB G RAM G/26-27, Memo No-389/SGP, Dated: 06.11.2026. 2. Date of issue tender paper from- 07.11.2026 from 6.00 p.m. 3. Last date of Dropping tender paper: 27.11.2026 up to 6.00 pm. 4. Date of opening tender paper- 30.11.2026 up to 3.00 pm.

Sd/- Prodhan
Sadikpur Gram Panchayat

DOGACHIA GRAM PANCHAYAT
VILL-MUDAFAR, P.O.-MINAPUR
DIST.-PURBA BARDHAMAN

E-Tender No. 9/26-27, Memo No-772/DGP/GEN/NIT/16th CFC(TIED)/2026, DATE-5/11/26. Last Date of Bid submission as on 25/11/26 at 6.55 p.m. Details see this site - www.tenders.wb.gov.in

Sd/- Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

DOGACHIA GRAM PANCHAYAT
VILL-MUDAFAR, P.O.-MINAPUR
DIST.-PURBA BARDHAMAN

E-Tender No. 8/26-27, Memo No-771/DGP/GEN/NIT/16th CFC(TIED)/2026, DATE-5/11/26. Last Date of Bid submission as on 25/11/26 at 6.55 p.m. Details see this site - www.tenders.wb.gov.in

Sd/- Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 54/Q of 2026-27
N.W- Temporary lighting arrangement, Hiring of DG Set & Air conditioning machine for Programme at Pradyut Smriti Sadan, Auditorium Hall, & temporary Security lighting Arrangement of helipad ground, Midnapore, Paschim Medinipur in connection with the Hon'ble V.V.I.P visit. on 16th November 2026.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days.
During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last dt. application: 14.11.2026 upto 03.30 P.M.
Last dt. permission: 14.11.2025 upto 04.00 P.M.
Last dt. Of receiving quotation: 14.11.2026 upto 04.30 P.M.
Dt. of Opening: 14.11.2026 at 05.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur
Electrical Division, P.W.Dte.

DOGACHIA GRAM PANCHAYAT
VILL-MUDAFAR, P.O.-MINAPUR
DIST.-PURBA BARDHAMAN

E-Tender No. 7/26-27, Memo No-769/DGP/GEN/NIT/16th CFC(UNTIED)/2026, DATE-5/11/26. Last Date of Bid submission as on 25/11/26 at 6.55 p.m. Details see this site - www.tenders.wb.gov.in

Sd/- Prodhan
Dogachia Gram Panchayat

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

Quotation is being invited by the undersigned from the eligible contractors. For work as follows:-

NIQ NO. - 53/Q of 2026-27
N.W- Temporary Electrification works at Jhankra Kishan Mandi at Jhakra under Chandrakona PS, Dist: Paschim Medinipur to provide accommodation and basic facilities to CAPF in view of Assembly Election 2026.
Detail of works can be seen from O/o the undersigned on week days.
During office hours & from website: www.pwdwb.in
Last dt. application: 10.11.2026 upto 01.30 P.M.
Last dt. permission: 10.11.2026 upto 02.00 P.M.
Last dt. Of receiving quotation: 10.11.2026 upto 03.30 P.M.
Dt. of Opening: 10.11.2026 at 04.00 P.M.

SD/-
Executive Engineer
Paschim Medinipur
Electrical Division, P.W.Dte.

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
NIMO, PURBA BURDWAN
e-NIT No.–02/Nimo-I/16th FC (Tied)/2026-27 dt-06/11/2026

The Excutive Assistant, Nimo - I Gram Panchayat invites percentage rate e-tender for the 6(Six) Nos. similar works. Bid Submission End Date 18/11/2026 at 10.00 AM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 20/11/2026 at 10.30AM. For details visit https://tenders.wb.gov.in

Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

NIMO-I GRAM PANCHAYAT
NIMO, PURBA BURDWAN
e-NIT No.–01/Nimo-I/16th FC (untied)/2026-27 dt-06/11/2026

The Excutive Assistant, Nimo - I Gram Panchayat invites percentage rate e-tender for the 5(Five) Nos. similar works. Bid Submission End Date 17/11/2026 at 5:55 PM. Bid Opening Date for Technical Proposals (Online): 20/11/2026 at 10.30 AM. For details visit https://tenders.wb.gov.in

Sd/- Pradhan
Nimo-I Gram Panchayat

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে

উন্মুক্ত ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, ডিভিশনাল রেল ম্যানেজার / মেক. / সিঅ্যান্ডডব্লিউ বারাণসী / উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃক 'সিঙ্গেল প্যাকেট সিস্টেম' -এর ভিত্তিতে একটি ই-টেন্ডার (টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং M/C&W/12/2026-27, তারিখঃ ০৫.১১.২০২৬) আহ্বান করা হচ্ছে। কাজের বিবরণঃ বারাণসী ডিভিশনের এনএসজি-২ ও এনএসজি-৩ ক্যাটাগরির রেলওয়ে স্টেশন চত্বরে 'ফায়ার সেফটি অডিট' (অগ্নি নিরাপত্তা নিরীক্ষা) সম্পাদন। আনুমানিক মূল্য ঃ ৩৩,৩৮,১০২.০০ টাকা (তেত্রিশ লক্ষ আটত্রিশ হাজার একশত দুই টাকা মাত্র)। বিড সিকিউরিটি মানি ঃ ৬৬,৮০০.০০ টাকা (ছেষট্টি হাজার আটশত টাকা মাত্র)। টেন্ডার দলিলের মূল্যঃ নেই (রেলওয়ে বোর্ডের ২৭.০৪.২০২২ তারিখের পত্র নং 2022/CE-I/CT/ GCC-2022/ Policy অনুযায়ী)। কাজের মেয়াদঃ এলওএ জারির তারিখ থেকে ৯০ দিন। ই-টেন্ডার জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ও সময়ঃ ৩০.১১.২০২৬, দুপুর ১৪.৩০ ঘটিকা। ই-টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময়ঃ ৩০.১১.২০২৬, বিকাল ১৫.০০ ঘটিকা। দরদাতারা ৩০.১১.২০২৬ তারিখের দুপুর ১৪.৩০ ঘটিকা পর্যন্ত অনলাইনে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য জানতে এবং টেন্ডার আপলোড করতে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিনিয়র ডিএমই / সি অ্যান্ড ডব্লিউ,
বারাণসী
CPRO/Mech-100

ট্রেনে বিড়ি / সিগারেট খাবেন না

Office of the
Charkrishnabati Gram Panchayat
Vill-Chhatimtala, P.O-Krishnabatichar, PS-Balagarh, Dist.-Hooghly, Pin-712512

Notice Inviting Tender No.-165/E-TENDER/2026

E-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of the 3(Three) Nos. different works. Source of Fund: 16th CFC. Last date & time of submission of application the the e-procurement Portal (https://tenders.wb.gov.in.) on 17-11-2026 at 18.00 hours. Technical Bids & Financial bids will be open on 20/11/2026 at 02.00 am on website https://tenders.wb.gov.in.).

Sd/-
Executive Assistant
Charkrishnabati Gram Panchayat

GOLDEN CITY INDUSTRIAL TOWNSHIP AUTHORITY
(Govt. of West Bengal)

Sealed tenders are invited by the EE, GCITA on behalf of the GOLDEN CITY INDUSTRIAL TOWNSHIP AUTHORITY. The name of the work and the tender no. is as follows-

Sl. no	Tender Id	NAME OF THE WORK	Date of online publication
1	2026_GCITA_50804465_1	Construction of PCC pillar & jungle cutting at Land for land area Andal Airport in the District of Paschim Bardhaman.	07/11/26

Visit www.wbtenders.gov.in for further details.

Sd/-
Executive Engineer
GOLDEN CITYINDUSTRIAL TOWNSHIP AUTHORITY

OFFICE OF THE ADMINISTRATOR, CONTAI MUNICIPALITY
CONTAI:: PURBA MEDINIPUR

e- Quotation Notice

Contact No. 03220-257377/255017.Fax-03220-259399.

NIeQ No.- WBMAD/ULB/CONTAI/248/LEASE AGREEMENT/2026-27
Memo No.: CM - 2869/Genl -65, Dated-07.11.2026

The Administrator of Contai Municipality invites e-tender from reliable and resourceful contractors having experience in similar nature of following works.

1. Name of the works: Lease of Vacant Go down in Ground Floor G.I. Structural Shed and Masonry Wall with monthly rental basis Mouza. Kishorenagar at Plot No. 657, J.L. No. 265 Ward No. XV over the Main Road of Kishorenagar School Road near Rangamati Cremation Ground within Contai Municipality.
2. Date of start for submission of e tender :- 09.11.2026 from 12.00 P.M onwards.
3. Date of closing for submission of e - tender : 26.11.2026 up to 05.00 P.M.

For details contact with above ph. numbers.

Sd/-
Executive Officer
Contai municipality

Sd/-
Administrator
Contai Municipality

হাওড়া পৌর নিগম

৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া- ৭১১১০১

WB-HMC/TN/ED/S&D/20/26-27 Dated: 05-11-2026
WB-HMC/TN/ED/S&D/21/26-27

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি

হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার (এস অ্যান্ড ডি) কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের আওতাধীন এলাকায় বিদ্যমান নর্দমা নির্মাণ, প্রশস্তকরণ ও সংস্কার, ম্যানহোল উন্নয়ন এবং ক্ষতিগ্রস্ত কভার স্ল্যাব নির্মাণ বা প্রতিস্থাপনের কাজের জন্য এই টেন্ডার ডাকা হয়েছে। অনুরূপ কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সক্ষম ও প্রকৃত ঠিকাদাররা এতে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, সহকারী প্রকৌশলীর দপ্তর অথবা www.wbtender.gov.in ওয়েবসাইট থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ২০.১১.২০২৬, সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। কোনো কারণ দর্শানো ছাড়াই যেকোনো আবেদন গ্রহণ বা বাতিল করার অধিকার হাওড়া মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে।

১১১(৩) / ২৬-২৭
৭।১১ ।২০২৬

সচিব
হাওড়া পৌরনিগম

PWD (GOVT. OF WB) TENDER

NOTICE

Executive Engineer, Purulia Electrical Division, P.W.Dte. Invites Short Notice Inviting Quotation off line for the works of 1. Temporary Electrification work at the places of accommodation Centers for CAPF in cw ensuing West Bengal Legislative Assembly Election 2026 at Ichag Integrated Model School under Jhalda PS in the District of Purulia----Phase III

ABRIDGE SHORT NOTICE INVITING QUOTATION NO: -45 OF 2026- 2027

The quotations will be received upto 02 p.m of 08/11/2026 and will be opened shortly.
Corrigendum if any will be published in website only.
Details of NIQ & Tender documents may be downloaded from :- http://tenders.wb.gov.in

Sd/- M. Biswas
Executive Engineer,
Purulia Electrical Division, P.W.D.

দেশের খবর

সীমান্তে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের, নেপাল-ভুটান যাতায়াতে নতুন নিয়ম

কাঠমান্ডু, ৭ নভেম্বর ঃ সীমান্ত নিরাপত্তা আরও আঁটসাঁট করতে বড় পদক্ষেপ কেন্দ্রের। এবার ভারত, নেপাল ও ভুটানের মধ্যে যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিচয়পত্র সংক্রান্ত নিয়মে পরিবর্তন আনা হয়েছে। নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, এই তিন দেশের নাগরিকদের স্থলপথে কিংবা বিমানে সীমান্ত পারাপারের সময় নির্দিষ্ট বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। শুধু আধার কার্ড দেখিয়ে নেপাল বা ভুটানে যাতায়াত করা যাবে না। কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত ঘিরে সীমান্তবর্তী এলাকাগুলিতে নতুন করে আলোচনা শুরু হয়েছে। সাম্প্রতিক সময়ে সীমান্ত এলাকায় অনুপ্রবেশ, সন্দেহভাজন গুপ্তচরবৃত্তি এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ বেড়েছে। উত্তরবঙ্গ থেকেও গুপ্তচর সন্দেহে এক চিনা নাগরিককে গ্রেপ্তারের ঘটনা সামনে এসেছে। এই পরিস্থিতিতে সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে যাত্রীদের পরিচয় আরও নির্ভুলভাবে যাচাই করতে উদ্যোগী হয়েছে কেঃদ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক। এই উদ্দেশ্যে জারি করা হয়েছে ' অ্যান্ড ফরেনার্স (এক্সেম্পশন) অ্যামেন্ডমেন্ট অর্ডার, ২০২৬'। নতুন নির্দেশিকায় ভারত, নেপাল ও ভুটানের নাগরিকদের পারস্পরিক যাতায়াতের ক্ষেত্রে পরিচয় যাচাইয়ের নিয়ম স্পষ্ট করা হয়েছে। কী বলা হয়েছে নতুন নির্দেশিকায়? নয়া নিয়ম অনুযায়ী, ভারত থেকে নেপাল বা ভুটানে যাওয়া কিংবা ওই দুই দেশ থেকে ভারতে ফেরার সময় সংশ্লিষ্ট যাত্রীদের



ইমিগ্রেশন আধিকারিকদের কাছে বৈধ পরিচয়পত্র দেখাতে হবে। ভারতীয় ভিসা ম্যানুয়ালে নির্দিষ্ট করে দেওয়া পরিচয়পত্রগুলির মধ্যে গ্রহণযোগ্য কোনও একটি নথি সঙ্গে রাখতে হবে। স্থলপথের পাশাপাশি বিমানপথে যাতায়াতের ক্ষেত্রেও এই নিয়ম প্রযোজ্য হবে। এই ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য সীমান্ত দিয়ে প্রবেশ ও প্রস্থানের সময় প্রত্যেক যাত্রীর পরিচয় নিশ্চিত করা। বিশেষ করে সীমান্তবর্তী এলাকায় অবৈধ অনুপ্রবেশ ও পরিচয় গোপন করে যাতায়াতের সম্ভাবনা রুখতে এই পদক্ষেপ গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। নতুন নির্দেশিকার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল আধার কার্ডের গ্রহণযোগ্যতা। নেপাল বা ভুটানে যাতায়াতের ক্ষেত্রে শুধু আধার কার্ডকে বৈধ পরিচয়পত্র হিসেবে গণ্য করা হবে না। অর্থাৎ, যাত্রীদের নির্ধারিত তালিকায় থাকা অন্য কোনও গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র সঙ্গে রাখতে হবে। তবে নেপাল বা ভুটান হয়ে অন্য কোনও তৃতীয় দেশে যাতায়াতের ক্ষেত্রে নিয়ম আরও কঠোর। ওই দুই দেশের মধ্যে দিয়ে অন্য দেশে যাওয়ার সময় কিংবা সেখান থেকে ভারতে ফেরার ক্ষেত্রে বৈধ পাসপোর্ট থাকা বাধ্যতামূলক। পাশাপাশি নির্ধারিত ইমিগ্রেশন চেকপোস্ট ব্যবহার করতে হবে। নির্দেশিকায় বিশেষ কিছু দেশের মাধ্যমে ভারতে প্রবেশের ক্ষেত্রেও আলাদা বিধিনিষেধ রাখা হয়েছে। চিন, হংকং, ম্যাকাও কিংবা পাকিস্তান হয়ে ভারতে প্রবেশকারী নেপালি ও ভুটানি নাগরিকদের ক্ষেত্রে বৈধ পাসপোর্ট এবং ভিসা-দুটিই প্রয়োজন হবে। অর্থাৎ, এই নির্দিষ্ট রুটে যাতায়াতের ক্ষেত্রে সাধারণ নিয়মের পরিবর্তে অতিরিক্ত নথিপত্র যাচাই করা হবে। কারা পাবেন বিশেষ ছাড়? নতুন নিয়মে কয়েকটি নির্দিষ্ট শ্রেণির নাগরিক ও ব্যক্তির জন্য ছাড়ের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছে। সরকারি দায়িত্বে থাকা ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী ও বিমানবাহিনীর কর্মী এবং তাঁদের পরিবারের সদস্যরা নির্দিষ্ট শর্তে এই নিয়মের বাইরে থাকবেন। এছাড়া ২০১৫ সালের ৯ জানুয়ারির আগে ভারতে আশ্রয় নেওয়া নির্দিষ্ট নিবন্ধিত শ্রীলঙ্কার তামিল নাগরিক এবং সামরিক জাহাজ মেরামতের কাজে ভারতে আসা বিদেশি নাবিকদের ক্ষেত্রেও ছাড়ের কথা বলা হয়েছে। কর্তৃপক্ষের কাছে নিবন্ধিত নির্দিষ্ট তিব্বতি নাগরিকরাও এই ছাড়ের আওতায় থাকবেন। পাশাপাশি আফগানিস্তান, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে ধর্মীয় নিপীড়নের কারণে ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বরের আগে ভারতে প্রবেশ করা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সদস্যদের জন্যও বিশেষ ছাড়ের ব্যবস্থা রয়েছে। এই সম্প্রদায়ের মধ্যে রয়েছেন হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন, পার্সি ও খ্রিস্টানরা। সব মিলিয়ে সীমান্ত পারাপারের ক্ষেত্রে পরিচয় যাচাইয়ের প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে চাইছে কেন্দ্র। বিশেষ করে নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘ ও গুরুত্বপূর্ণ সীমান্তের কথা মাথায় রেখে এই নতুন নিয়ম কার্যকর করা হয়েছে। তবে যাত্রীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হল, যাত্রার আগে গ্রহণযোগ্য পরিচয়পত্র এবং প্রয়োজনীয় ভ্রমণ নথি সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।

'জরুরি অবস্থার বাড়াবাড়িতে

১- পাতার পর- বাড়াবাড়ি নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী পরবর্তীকালে অনুতপ্ত হয়েছিলেন বলেও দাবি করেছেন সোনিয়া। তাঁর বক্তব্য, পরিস্থিতি উপলব্ধি করার পর ইন্দিরা নিজেই ১৯৭৭ সালের মার্চ মাসে লোকসভা নির্বাচনের ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে জরুরি অবস্থাও প্রত্যাহার করা হয়। সোনিয়ার দাবি, জরুরি অবস্থার সময়কার বাড়াবাড়ির জন্য প্রকাশ্যে অনুতাপ প্রকাশ করেছিলেন ইন্দিরা। এমনকি ক্ষমাও চেয়েছিলেন তিনি। শেষ পর্যন্ত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সেই পরিস্থিতির অবসান হয়েছিল বলে মন্তব্য করেন সোনিয়া। সেই সময় রাজীব গান্ধীর ভূমিকার কথাও উল্লেখ করেছেন তিনি। সোনিয়ার মতে, রাজীব ছিলেন ভিন্নমত পোষণকারী ব্যক্তিদের মধ্যে অন্যতম। সাধারণ মানুষের অভিযোগ শুনে তিনি তা মা ইন্দিরা গান্ধীকে জানাতেন। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা নিজের বিচারবুদ্ধি দিয়ে পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরেছিলেন এবং সংশোধনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। একই সাক্ষাৎকারে গত ১২ বছরে বিজেপি সরকারের আমলে দেশের গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানগুলির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে বলেও অভিযোগ করেন সোনিয়া গান্ধী। তাঁর এই মন্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছেন কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তিনি প্রশ্ন তোলেন, সোনিয়া গান্ধী কি ১৯৭৫ সালের জরুরি অবস্থার কথা ভুলে গিয়েছেন? সেই সময় গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হয়েছিল, হাজার হাজার রাজনৈতিক নেতাকে জেলে পাঠানো হয়েছিল এবং সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা খর্ব করা হয়েছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি। উল্লেখ্য, ১৯৭৫ সালের ২৫ জুন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর আমলে দেশে জরুরি অবস্থা জারি হয়েছিল। প্রায় ২১ মাস পর, ১৯৭৭ সালের ২১ মার্চ তা প্রত্যাহার করা হয়। সোনিয়া গান্ধীর আত্মজীবনী প্রকাশের আগেই জরুরি অবস্থা নিয়ে তাঁর এই মন্তব্য নিঃসন্দেহে জাতীয় রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে। বিশেষ করে ইঃদিরা গান্ধীর অনুতাপ, সঞ্জয় গান্ধীর ভূমিকা এবং প্রবীণ নেতা-আমলাদের চাপের প্রসঙ্গ আগামী দিনে রাজনৈতিক আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ করতে পারে।



আমাদের পরম আরাধ্য মাতা কাকলী দাস গত ১১ ই কার্তিক ১৪৩৩ (ইং-২৯.১০.২০২৬) বৃহস্পতিবার রাত্রী ০৮.৩০ মিনিটে ইহলোকের মায়া ত্যাগ করিয়া পরলোকে গমন করিয়াছেন। তাঁহার আত্মার শান্তি কামনায় পারলৌকিক কর্মে ব্রতী হইয়াছি।
আত্মার শান্তি কামনা - ভাগ্য হীন স্বামী -- স্বপন দাস ভাগ্য হীন পুত্র- শোভন দাস, শান্তনু দাস।

নাম পরিবর্তন

আমি, Smt. Mallika Pal (Kora) (পূর্বের নাম), WO Baidyanath Kora, গ্রাম ও পো কচুইঘাটি, থানাঃ সাঁইথিয়া, বীরভূম ৭৩১২০১- এর বাসিন্দা, এতদ্বারা ঘোষণা করছি যে, আমি আমার নাম Smt. Mallika Pal (Kora) (পূর্বের নাম) থেকে পরিবর্তন করে Mallika Pal (সঠিক নাম) রেখেছি। এখন থেকে আমি সর্বত্র Mallika Pal নামেই পরিচিত হবো। ১২.১০.২০২৬ তারিখে সিউড়ি মহকুমার নোটারি পাবলিকের এফিডেভিট বলে ঘোষণা করছি Smt. Mallika Pal এবং Smt. Mallika Pal (Kora) উভয়েই একই এবং অভিন্ন ব্যক্তি।

NAME CHANGE

I, Subhasish Dolai S/O- Nimai Dolai resident of Vill-& P.O.-Shibnagar Abad, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, WB that my wife's name has been wrongly recorded as Pranati Dolui in my daughter Suparna Dolai's Birth certificate No. KULPIGP/1539/2014 Dt. 28/07/2014 in place of Pranati Sardar Dolai do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 18215 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 08/10/2026. That Pranati Dolui & Pranati Sardar Dolai and Suparna Dolai and Suparna Dolui both are the same and one identical person.

'আমাকে খুনের ষড়যন্ত্র চলছে',

সাধারণ সম্পাদক। অভিষেকের খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে নারাজ বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। পালটা কটাক্ষ করে তিনি বলেন, রাস্তা দখল করে কেন জন্মদিন পালন করতে হবে? এত বড় নেতা হলে বড় কোনও হোটেল ভাড়া করে জন্মদিন পালন করতে পারতেন। দিলীপের দাবি, তৃণমূলের নিজেদের মধ্যে বিবাদের জেরেই এত অশান্তি হয়েছে। অভিষেকের খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ প্রসঙ্গে তাঁর কটাক্ষ, কার অত সময় আছে? আসলে ওদের এখন আর কিছু করার নেই। উলটোপালটা দাবি করে মানুষের সমবেদনা আদায়ের চেষ্টা করছে। অভিষেকের বাড়ির সামনে জন্মদিন পালনকে কেন্দ্র করে শুরু হওয়া বিবাদ এখন তৃণমূল-বিজেপির রাজনৈতিক সংঘাতের নতুন মঞ্চ হয়ে উঠেছে। একদিকে অভিষেকের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন এবং খুনের ষড়যন্ত্রের অভিযোগ, অন্যদিকে বিজেপির পালটা আক্রমণ-সব মিলিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।
এখন দেখার, অভিষেকের তোলা অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশ ও প্রশাসন কী পদক্ষেপ করে। পাশাপাশি কালীঘাটের অশান্তি নিয়েও রাজনৈতিক তরজা কোন দিকে গড়ায়, সেদিকেই নজর থাকবে।

NAME CHANGE

I, Tapasi Rani Maiti Samanta W/O- Muktipada Samanta resident of Vill-Shibpur, P.O.-Freserhanj Coastal, Dist.-South 24 Parganas, WB that my name has been wrongly recorded as Tapasi Rani Samanta in my daughter Pratima Samanta's Birth certificate No. KULPIGP/298/2013 Dt. 29/04/2013 and Tapasi Rani Maity Samanta in my Marriage Certificate being no. 58/2012 in place of Tapasi Rani Maiti Samanta do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 15577 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 21/9/2026. That Tapasi Rani Maity Samanta, Tapasi Rani Samanta & Tapasi Rani Maiti Samanta all are the same and one identical person.

NAME CHANGE

I, Lakshman Chandra Maity S/O- Satish Maity resident of Vill & P.O.-Shibnagar Abad, P.S.-Namkhana, Dist.-South 24 Parganas, WB that my & my wife's name has been wrongly recorded as Laxman Maity and Puspa Maity in my daughter Ishita Maity's Birth certificate No. KULPIGP/875/2011 Dt. 02/05/2011 in place of Lakshman Chandra Maity and Puspa Sahoo Maity do hereby solemnly affirm & declare by the affidavit No. 9924 sworn before the Ld. Judicial Magistrate 1st Class at Kakdwip, South 24 Parganas on 14/7/2026. That Puspa Maity W/o Laxman Maity & Puspa Sahoo Maity W/o Lakshman Chandra Maity all are the same and one identical person.

ধর্ষণ মামলায় স্বস্তি মিলল না! সুপ্রিম কোর্টে খারিজ তরুণ তেজপালের আবেদন, ১০ বছরের জেল বহাল

মুম্বই, ৭ নভেম্বর ঃ সুপ্রিম কোর্টে বড় ধাক্কা খেলেন ' প্রতিষ্ঠাতা তরুণ তেজপাল। ২০১৩ সালের ধর্ষণ মামলায় বম্বে হাই কোর্টের দেওয়া ১০ বছরের কারাদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে শীর্ষ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শুক্রবার তাঁর সেই আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ফলে সাজা থেকে আপাতত কোনও স্বস্তি পেলেন না একসময়ের পরিচিত সাংবাদিক ও সংবাদমাধ্যমের প্রতিষ্ঠাতা। অন্যদিকে, তেজপালের সাজা ১০ বছর থেকে বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করার দাবিতে আদালতে লড়াই চালাচ্ছে গোয়া সরকার। শুক্রবার বিচারপতি এম এম সন্দরেশ এবং বিচারপতি প্রসন্ন বি ভারালের বেঞ্চে মামলাটির শুনানি হয়। তেজপালের আবেদনে তাঁর বিরুদ্ধে থাকা বিভিন্ন ইমেল এবং বার্তার উল্লেখ করে কারাদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেই যুক্তিতে সন্তুষ্ট হয়নি শীর্ষ আদালত। বিচারপতিদের বেঞ্চ জানায়, নথিতে থাকা ইমেল ও বার্তার উদ্ধৃতি দিয়ে সাজায় স্থগিতাদেশের আবেদন করা হয়েছে। কিন্তু বিষয়টিকে এমন কোনও মামলা বলে মনে হচ্ছে না, যেখানে এই পর্যায়ে স্বস্তি দেওয়া যেতে পারে। এরপরই তেজপালের



আবেদন খারিজ করে দেয় আদালত। এই রায়ের ফলে বম্বে হাই কোর্টের দেওয়া ১০ বছরের কারাদণ্ডের উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে তেজপালের করা আবেদন আর টিকল না। একসময়ে দেশের সাংবাদিকতা জগতে পরিচিত মুখ ছিলেন তিনি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সংবাদমাধ্যম ' একাধিক আলোচিত অনুসন্ধানী প্রতিবেদনের জন্য পরিচিতি পেয়েছিল। সেই প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগ এবং পরবর্তী আইনি লড়াই একসময় জাতীয় স্তরে ব্যাপক আলোচনার জন্ম দিয়েছিল। কী ঘটেছিল ২০১৩ সালে? ২০১৩ সালে গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে উপস্থিত ছিলেন তরুণ তেজপাল এবং তাঁর এক মহিলা সহকর্মী। অভিযোগ, ওই অনুষ্ঠানের সময় গোয়ার একটি হোটেলের লিফটে সহকর্মীকে যৌন হেনস্তা করেন তেজপাল। নির্যাতিতার অভিযোগের ভিত্তিতে গোয়া পুলিশের কাছে এফআইআর দায়ের হয়। ঘটনার পর তেজপালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের জুলাই মাসে জামিনে মুক্তি পান তিনি। পরবর্তী সময়ে তাঁর বিরুদ্ধে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা চলে। দীর্ঘ আইনি প্রক্রিয়ার পর ২০২১ সালে গোয়ার আদালত তাঁকে বেকসুর খালাস করে। সেই রায়ে স্বস্তি পেয়েছিলেন তেজপাল। কিন্তু নিম্ন আদালতের এই সিদ্ধান্ত মেনে নেয়নি গোয়া সরকার। ২০২১ সালে নিম্ন আদালতের রায়কে চ্যালেঞ্জ করে বম্বে হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয় গোয়া সরকার। দীর্ঘ শুনানি ও নথিপত্র খতিয়ে দেখার পর হাই কোর্টের গোয়া বেঞ্চ নিম্ন আদালতের খালাসের সিদ্ধান্ত খারিজ করে দেয়। ধর্ষণ মামলায় তেজপালকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের কারাদণ্ডের নির্দেশ দেওয়া হয়। এরপর সেই সাজাকে চ্যালেঞ্জ করে আইনি লড়াই শুরু করেন তেজপাল। সাজা কার্যকর করার উপর স্থগিতাদেশ চেয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন তিনি। কিন্তু শুক্রবার শীর্ষ আদালত তাঁর আবেদন খারিজ করে দেওয়ায় ফের বড় ধাক্কা খেলেন ' প্রতিষ্ঠাতা। তেজপালের সাজা নিয়েও আইনি লড়াই এখনও শেষ হয়নি। গোয়া সরকারের দাবি, ১০ বছরের কারাদণ্ড যথেষ্ট নয়। তাঁর সাজা বাড়িয়ে যাবজ্জীবন করা হোক। সেই দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকারও। ফলে একদিকে নিজের সাজা থেকে স্বস্তি পাওয়ার চেষ্টা করছেন তেজপাল, অন্যদিকে সাজা আরও বাড়ানোর দাবি জানাচ্ছে গোয়া সরকার। দুই পক্ষের আইনি লড়াইয়ের পরবর্তী পর্যায়ের দিকে নজর থাকবে। একসময় অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পরিচিত মুখ হিসেবে সংবাদ শিরোনামে জায়গা করে নিয়েছিলেন তরুণ তেজপাল। কিন্তু ২০১৩ সালের এই ঘটনা তাঁর জীবন ও পেশাগত পরিচিতিকে সম্পূর্ণ অন্য এক বিতর্কের কেঃদ্রে নিয়ে আসে। সুপ্রিম কোর্টে সাম্প্রতিক আবেদন খারিজ হওয়ায় সেই দীর্ঘ আইনি অধ্যায়ে ফের গুরুত্বপূর্ণ মোড় এল।

মাইক হাতে রাস্তায় মমতা!

১- পাতার পর- বিজেপি সমর্থকদের অভিযোগ, রাত থেকেই অভিষেক বঃদ্যোপাধ্যায় রাস্তা বন্ধ করে নিজের জন্মদিন পালন করছেন। রবিবার কালীপুজো। তার আগে কালী প্রতিমার ডেলিভারি নিতে আসছেন মানুষজন। কিন্তু রাস্তা বন্ধ থাকায় প্রতিমা নিয়ে যেতে সমস্যায় পড়ছেন তাঁরা। সমস্যায় পড়ছেন ঠাকুর বিক্রেতাও। এর প্রতিবাদেই বকালীঘাট চত্বরে নতুন করে বিক্ষোভ শুরু করেন বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। তাঁরা একজোট হয়ে অভিষেকের বাড়ির দিকে যেতে শুরু করলে তাঁদের আটকায় পুলিশ। এই নিয়ে পুলিশের সঙ্গে বচসা হয় বিক্ষোভকারীদের। এবিষয়ে বিজেপির মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার বলেন, বিভিন্ন ইস্যুতে নৈরাজ্য সৃষ্টির চেষ্টা করছেন মমতা। অভিষেক পটুয়াপাড়ার রাস্তা আটকে দিয়েছিলেন যাতে কালী মূর্তি প্যান্ডেল পর্যন্ত পৌঁছতে না পারে। স্থানীয়রা এর প্রতিবাদ করেন। মমতার দুই গোষ্ঠীর মধ্যে ঝামেলা হয়। কে আগে কেক খাওয়াবে তা নিয়ে ঝামেলা। ক্ষমতায় থাকাকালীন কালীঠাকুরকে প্রিজন ভ্যানে তুলেছিলেন। ক্ষমতা চলে যেতে তারাই প্রতিমা প্যান্ডেলে পৌঁছতে দিচ্ছে না। উল্লেখ্য, আজ ৭ নভেম্বর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন। সেই উপলক্ষে শুক্রবার রাত থেকেই তাঁর বাড়ির সামনে জমায়েত করেন তাঁর অনুগামীরা। সেই সময় বিজেপির কিছু কর্মী সমর্থকরা কালীঠাকুর আনতে যাচ্ছিলেন বলে দাবি। তখনই দু'পক্ষের মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। চোর স্লোগান দেওয়া হয়, ছেঁড়া হয় অভিষেকের ব্যানার, কাটআউট। ডায়মন্ড হারবারের সাংসদের অনুগামীরা বাধা দিলে হাতাহাতি বাধে। পুলিশ এসে দু'পক্ষকেই সরিয়ে দেয়। এরপরই বাড়ির ভেতর থেকে বেরিয়ে আসেন অভিষেক। তাঁকে দেখতে পেয়ে ফের শুরু হয় স্লোগান। চলে পালটা স্লোগানও। ধীরে ধীরে ফের পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। বাড়ে পুলিশের সংখ্যা। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গে বাড়ির নিচে বসে পড়েন। নিরাপত্তার স্বার্থে তাঁকে বাড়ির ভিতরে যেতে বলে পুলিশ। অভিষেক যাননি। পুলিশের সঙ্গেও বচসায় জড়ান তিনি। অভিষেকের দাবি, পুলিশের সামনেই মারধর করা হয়েছে। পরে সকাল ৬টা নাগাদ বাড়িতে ঢোকেন তিনি। এদিনের ঘটনার পর শনিবার দুপুরে অভিষেকের বাড়িতে যান তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, ইন্ডি জোটে থাকায় প্রতিহিংসার বশে ইচ্ছাকৃতভাবে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদকে হেনস্তা করা হচ্ছে। পুলিশের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারেরও অভিযোগ তুলেছেন মমতা। অভিষেকের বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে নাম না করে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীকে নিশানা করেন তিনি।

দীপাবলি ও ছট পূজা ২০২৬ উপলক্ষে পূর্ব রেলের ব্যাপক প্রস্তুতি

কলকাতা, ৭ নভেম্বরঃ ২০২৬ সালের দীপাবলি ও ছট পূজার সময় উৎসবের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে এবং নির্বিঘ্ন, নিরাপদ ও আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করতে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পাণ্ডের বিশেষ উদ্যোগে চারটি ডিভিশনে (হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা) সার্বিক পরিচালন, নিরাপত্তা, নজরদারি এবং যাত্রী-সুবিধা সংক্রান্ত সমন্বিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। দীপাবলি ও ছট পূজার সময় পূর্ব রেলে গৃহীত বিশেষ ব্যবস্থাদির মূল বৈশিষ্ট্যসমূহঃ ১. বিশেষ ট্রেন পরিষেবায় ২০.১৩ বৃদ্ধি। উৎসবের মরশুমে বিপুল সংখ্যক যাত্রীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য পূর্ব রেল ১ নভেম্বর থেকে ৩০ নভেম্বর, ২০২৬ পর্যন্ত মোট ৯০১টি টিওডি স্পেশাল ট্রেনের ট্রিপ চালুর নির্দেশিকা জারি করেছে, যা ২০২৫ সালের ৭৫০টি ট্রিপের তুলনায় ২০.১৩ বেশিঃ সংরক্ষিত বিশেষ ট্রিপঃ বাড়িয়ে ৬২৬টি করা হয়েছে (২৪১টি পূর্ব রেলের প্রারম্ভিকটার্মিনেটিং, ২৬৪টি অন্যান্য রেলওয়ের প্রারম্ভিকটার্মিনেটিং এবং ১২১টি মধ্যবর্তীপাসিং ট্রেন)। অসংরক্ষিত বিশেষ ট্রিপঃ বাড়িয়ে ২৭৫টি করা হয়েছে (২১৫টি পূর্ব রেলের প্রারম্ভিকটার্মিনেটিং এবং ৬০টি অন্যান্য রেলওয়ের প্রারম্ভিকটার্মিনেটিং ট্রেন)। রাত্রিকালীন বিশেষ শহরতলি পরিষেবাঃ কালীপূজা ও দীপাবলি উপলক্ষে (৮ নভেম্বর থেকে ১১ নভেম্বর, ২০২৬) শিয়ালদহ ডিভিশনে রাত্রিকালীন শহরতলি ট্রেন পরিষেবা ৫০ বৃদ্ধি করা হয়েছে (৮টি থেকে বাড়িয়ে ১২টি করা হয়েছে)।

কর্মীদের কাজ ছাড়ার প্রস্তাব মেটার

বিশেষ প্রতিবেদক ঃ সময় যত এগোচ্ছে, ততই যেন 'চাকরি খেকো' হয়ে উঠছে এআই। বুদ্ধিমান যন্ত্রের কাছে হেরে যাচ্ছে 'মানুষ। সম্প্রতি চাকরি হারিয়েছেন গুগল ও মাইক্রোসফটের বহু কর্মী। এবার একই পথে হেঁটে বহু কর্মীকে স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার প্রস্তাব দিল জুকারবার্গে মেটা। বিনিময়ে মিলবে মোটা অঙ্কের আর্থিক প্যাকেজ। জানা গিয়েছে, মার্ক জুকারবার্গের নেতৃত্বাধীন কোম্পানিটি ফ্রান্সের কর্মীদের জন্য ' এক্সিট অপশন' বা স্বেচ্ছায় চাকরি ছাড়ার সুযোগ দিচ্ছে। ফরাসি প্রতিবেদন অনুযায়ী, সে দেশে মেটার ৩০০ জন কর্মী রয়েছেন। যার মধ্যে প্রায় ১০০ জন কর্মী এই পরিকল্পনার আওতায় পাতে পারেন। তবে ঠিক কোন কোন পদের কর্মীরা এর অন্তর্ভুক্ত হবেন, তা এখনও স্পষ্ট নয়। তবে মাইক্রোসফট বা গুগলের মতো কর্মীরা ব্যক্তিগতভাবে এমন সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন না। ' অর্থা শ্রম আইনের এমন একটি নিয়ম মেনে এই পদক্ষেপ করা হচ্ছে, যেখানে কোম্পানি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে আলোচনা করে স্বেচ্ছায় কর্মী সংখ্যা কমাতে পারেন।
সূত্রের খবর, যেসব কর্মী এই পরিকল্পনার অংশ হতে চান, তাঁদের ৫ নভেম্বরের মধ্যে আবেদন জমা দিতে হবে। মেটা বিশ্বব্যাপী এমন কোনও সিদ্ধান্ত নেবে কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, এপ্রিল মাসে মেটা প্রায় ৮,০০০ পদ বিলুপ্ত করার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছিল।

দূষণ রুখতে এত আয়োজন, তবু স্বস্তি নেই! দীপাবলির আগেই বিষাক্ত বাতাসে হাঁসফাঁস দিল্লি

নয়াদিল্লি, ৭ নভেম্বর ঃ দূষণ নিয়ন্ত্রণে একের পর এক পদক্ষেপ। পুরনো গাড়ি চলাচলে নিষেধাজ্ঞা, নির্মাণকাজে কড়াকড়ি, এমনকী সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ৫০ শতাংশ কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশও দেওয়া হয়েছে। দূষণের মোকাবিলায় একাধিক সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নিয়েছে প্রশাসন। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতির বিশেষ উন্নতি নেই। দীপাবলির আগেই ফের বিষাক্ত ধোঁয়াশায় ঢেকে যাচ্ছে রাজধানী দিল্লি। বাতাসের গুণমান ক্রমশ খারাপ হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। প্রশ্ন উঠছে, এত বিধিনিষেধের পরেও কেন দূষণের লাগাম টানা যাচ্ছে না? গত কয়েক বছর ধরেই শীতের মুখে দিল্লি ও সংলগ্ন এলাকায় বায়ুদূষণ ভয়াবহ আকার নেয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হচ্ছে না। পরিস্থিতির অবনতি আঁচ করে শুক্রবার থেকেই দিল্লি-এনসিআর অঞ্চলে গ্রেডেড রেসপন্স অ্যাকশন প্ল্যান বা ক্সঙক্সগু-এর তৃতীয় পর্যায় কার্যকর করেছে কমিশন ফর এয়ার কোয়ালিটি ম্যানেজমেঃট (ক্সঙ্খগ্ব)। দূষণের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে আনতে এই পর্যায়ে একাধিক কঠোর বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। GRAP-এর তৃতীয় পর্যায়ের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য নির্মাণকাজ থেকে ছড়িয়ে পড়া ধুলো নিয়ন্ত্রণ। সেই কারণে একাধিক ধরনের নির্মাণ ও ভাঙার কাজের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। খননকাজ, পাইলিং, ভবন ভাঙা, ইটের গাঁথুনি, রাস্তা নির্মাণ, বড় ধরনের ঝালাইয়ের কাজ, রং করা, পালিশ করা এবং নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের মতো কাজও এই বিধিনিষেধের আওতায় রয়েছে। তবে অত্যাবশ্যকীয় পরিষেবার ক্ষেত্রে কিছু ছাড় রাখা হয়েছে। রেল, মেট্রো, বিমানবন্দর এবং হাসপাতালের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামোর নির্মাণ বা উন্নয়নমূলক কাজ নির্দিষ্ট শর্তে চালানো যাবে। পাশাপাশি যানবাহন থেকেও যাতে দূষণ কম ছড়ায়, সেদিকেও নজর দিয়েছে প্রশাসন। পুরনো ও দূষণকারী যানবাহনের চলাচলে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। সরকারি ও বেসরকারি সংস্থার ৫০ শতাংশ কর্মীকে বাড়ি থেকে কাজের নির্দেশ দেওয়ার লক্ষ্যও যানবাহনের সংখ্যা কমানো এবং রাস্তায় দূষণ নিয়ন্ত্রণ। আগে থেকেই দিল্লিতে যানবাহন সংক্রান্ত একাধিক বিধিনিষেধ কার্যকর হয়েছে। ভারত স্টেজ-৬ বা BS-VI নির্গমন মানদণ্ড মেনে তৈরি নয়, এমন যানবাহনের প্রবেশ ও চলাচলের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে বলে জানানো হয়েছে। ২০২৬ সালের ১ নভেম্বর থেকে ২০২৭ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এই বিধিনিষেধ কার্যকর থাকার কথা। তবে বৈদ্যুতিক গাড়ি, সিএনজি চালিত যানবাহন এবং অ্যাম্বুল্যান্স ও দমকলের মতো জরুরি পরিষেবার গাড়িকে ছাড় দেওয়া হয়েছে। প্রশাসনের আশা, এই পদক্ষেপের ফলে রাজধানীর রাস্তায় দূষণ ছড়ানো যানবাহনের সংখ্যা কমবে। এত কিছুর পরেও স্বস্তি নেই দিল্লিবাসীর। শুক্রবার রাজধানীর বায়ুর গুণমান সূচক বা AQI ছিল ৩৮৯। এই পরিসংখ্যান অনুযায়ী দিল্লির বাতাস ' খারাপ' শ্রেণিতে রয়েছে। অর্থা, দূষণের মাত্রা এখনও যথেষ্ট উদ্বেগজনক। বাতাসে দূষিত কণার উপস্থিতি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। বিশেষ করে শিশু, প্রবীণ এবং শ্বাসকষ্টজনিত সমস্যায় ভোগা ব্যক্তিদের জন্য পরিস্থিতি আরও উদ্বেগের। এর মধ্যেই সামনে দীপাবলি। আলোর উৎসবের অন্যতম পরিচিত অনুষঙ্গ আতসবাজি। প্রতি বছর উৎসবের রাতে বাজি পোড়ানোর ফলে দিল্লি ও আশপাশের এলাকায় দূষণের মাত্রা আরও বেড়ে যাওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়। এবারও তার ব্যতিক্রম হওয়ার সম্ভাবনা কম।
উৎসবের আবেগ ও মানুষের ধর্মীয় অনুভূতির কথা মাথায় রেখে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে দিল্লিতে নির্দিষ্ট শর্তে বাজি পোড়ানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। ফলে দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে প্রশাসনের সামনে নতুন চ্যালেঞ্জ তৈরি হয়েছে।
একদিকে দূষণ কমাতে একের পর এক বিধিনিষেধ, অন্যদিকে উৎসবের মরশুমে বাজি পোড়ানোর সম্ভাব্য প্রভাব-দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই এখন বড় পরীক্ষা। আগামী দিনে আবহাওয়া, বাতাসের গতিবেগ এবং দূষণের অন্যান্য উৎসের উপর পরিস্থিতি অনেকটাই নির্ভর করবে।
প্রশাসনের একাধিক পদক্ষেপের পরেও যখন ক্সঙ্খ ৩৮৯-এ পৌঁছেছে, তখন দীপাবলির পর পরিস্থিতি কোন দিকে যায়, সেটাই এখন দেখার। আলোর উৎসবের আগে রাজধানীর আকাশে ধোঁয়াশার এই ছবি স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বাড়াচ্ছে।

NAME CHANGE

OLD NAME USUF MANDAL S/o Budo Ali MONDAL R/O VILL BERE PARA P.O ITA BERIA P.S HANSKHALI NADIA. I HAVE CHANGED MY NAME USUF MANDAL TO USUF MONDAL AND HENCE FORTH I SHALL BE KNOWN AS USUF MONDAL IN ALL PURPOSE VIDE AFFIDAVIT BY NOTARY PUBLIC AT KRISHNAGAR ON 13-10-2026 SI No 92. USUF MONDAL AND USUF MANDAL BOTH ARE SAME PERSON.

NAME CHANGE

I, Hasinur Alam S/O- Amir Hosen resident of No. 126, Baruapara, Saptibari, 2, Dakshin Saptibari, P.O. Saptibari, P.S. Maynaguri, Dist. Jalpaiguri WB do hereby declare my father's actual name Amir Hosen (New Name) instead of Amir Hosen alias Amir Hossain (old Name) and henceforth he shall be known as Amir Hosen (New Name) in all purpose, vide affidavit No 102 sworn before the Judicial Megistrate, 2nd Court at Jalpaiguri on 05.11.2026 Amir Hassen, Amir Hossain and Amir Hosen all are same and one identical person.

বৈঁক ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI Relationship Beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
চিনসুরা শাখা
দত্ত সুপার মার্কেট, ১ম তলা, আখন বাজার, চিনসুরা, হুগলি-৭১২১০১

রেফারেন্স নং CHNS/INB/২০২৬-২৭ / ২ তারিখঃ ০৯.১০.২০২৬

প্রতি	প্রতি
মিঃ সঞ্জিত মন্ডল এস / ও মিঃ শৈলেন মন্ডল, ৫ নং কৃষ্ণপুর, কুলিহান্দা, রবীন্দ্রনগর, পিও ও পিএস চিনসুরা,জেলা হুগলি, পিন-৭১২১০০৩	মিসেস টুম্পা মন্ডল ডব্লু / ও মিঃ সঞ্জিত মন্ডল, ৫ নং কৃষ্ণপুর, কুলিহান্দা, রবীন্দ্রনগর, পিও ও পিএস চিনসুরা,জেলা হুগলি, পিন-৭১২১০০৩

মহাশয় / মহাশয়া

সিকিউরিটাইজেশন এবং আর্থিক সম্পদ পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা স্বার্থ প্রয়োগ আইন, ২০০২ এর ধারা ১৩(২) অনুযায়ী বিজ্ঞপ্তি

আপনার অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ব্যাংকের চিনসুরা শাখা আপনাকে মোট ১৮,১২,০০০ টাকার ঋণ সুবিধা মঞ্জুর করেছে। আমরা নিম্নে সময়ে সময়ে আমাদের দ্বারা মঞ্জুরকৃত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এই বিজ্ঞপ্তির তারিখে বকেয়া পাওনার বিবরণ প্রদান করছিঃ-

সুবিধার প্রকৃতি	অনুমোদিত সীমা	বকেয়া পাওনা
মেয়াদী ঋণ অ্যাকাউন্ট নং৪২৮৯৭৫১১০০০০২২৩	১৮,১২,০০০- টাকা	১৭,৫৩,৭৪২.২৪ টাকা (০৮-০৯-২০২৬ তারিখ অনুযায়ী লেজার ওএস) এবং এর সাথে ০৯-০৯-২০২৬ তারিখ থেকে মাসিক কিস্তিতে বার্ষিক ৭.২৫ হারে অতিরিক্ত সুদ এবং এর উপরে বার্ষিক ২ হারে দণ্ডমূলক সুদ।

২. ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত উল্লিখিত ঋণ সুবিধা / সুবিধাসমূহ নিম্নলিখিত সম্পদ/ জামানত দ্বারা সুরক্ষিত -

সম্পত্তির বিবরণ-

হুগলি জেলার চিনসুরা থানার কোডালিয়া নং ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, আরএস খতিয়ান- ৬১ ও ৬৩ এবং এলআর খতিয়ান- ৯৫৬-এর আওতাধীন, জেএল-১৩, আরএস দাগ-৪০০ (যা এলআর দাগ-৪৭৮-এর সমতুল্য), আরএস দাগ-৪৩৩ (যা এলআর দাগ-৫১৫-এর সমতুল্য) এবং আরএস দাগ-৪৩৪ (যা এলআর দাগ-৫১৬-এর সমতুল্য), মৌজা-কানাগড়-এ অবস্থিত অজিত শক্তি অ্যাপার্টমেন্ট -এর চতুর্থ তলার দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৪, ব্লক এ-র সমস্ত অংশের ইকুইটেবল মর্টগেজ যার সুপার বিল্ট-আপ এরিয়া ৭৩৭ বর্গফুট এবং কভার্ড এরিয়া ৫৮৯.৬ বর্গফুট। এই মর্টগেজটি ২০২৪ সালের জন্য টাইটেল ডিড নং ১৪৪৭৫ দ্বারা প্রদত্ত, যা এডিএসআর - চিনসুরা-তে বুক নং ১, ভলিউম নং-এ নিবন্ধিত। ০৬০৩-২০২৫, ১৮৭৯ থেকে ১৯০৪ সালের পৃষ্ঠা, শ্রী সঞ্জিত মণ্ডল ও শ্রীমতি টুম্পা মণ্ডলের নামে। সম্পূর্ণ ভবনটি সংলগ্ন ও সীমাবদ্ধঃ- উত্তরেঃ ২৫' চওড়া রাস্তা দক্ষিণেঃ এলআর দাগ নং ৪১২ পূর্বে ঃ এলআর দাগ নং ৫১৭ ও ৫১৮ পশ্চিমেঃএলআর দাগ ৪৭৭। ফ্ল্যাটটি সংলগ্ন ও সীমাবদ্ধঃ- উত্তরেঃ সাধারণ পথ দক্ষিণেঃ ফ্ল্যাট নং ৬ পূর্বেঃ সাধারণ পথ ও ফ্ল্যাট নং ৩ পশ্চিমেঃ খোলা আকাশ।

৩. যেহেতু আপনি উক্ত ক্রেডিট সুবিধার অধীনে ব্যাংকে আপনার বকেয়া পরিশোধে খেলাপি হয়েছেন, আমরা ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংকের জারি করা নির্দেশাবলী নির্দেশিকা অনুসারে আপনার অ্যাকাউন্ট টিকে ০৮-০৯.২০২৬ তারিখ থেকে নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করেছি।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা এতদ্বারা আপনাকে উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ (২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং আপনাকে ১৭,৫৩,৭৪২.২৪ টাকা (০৮.০৯-২০২৬ তারিখের লেজার ০এস অনুযায়ী) এবং এর সাথে বার্ষিক $ ৭.২৫ হারে অতিরিক্ত সুদ পরিশোধ করে ব্যাংকের কাছে আপনার সমস্ত দায় সম্পূর্ণরূপে পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি। ০৯-০৯-২০২৬ তারিখ থেকে মাসিক কিস্তিতে, এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আপনার দ্বারা পরিশোধ না হওয়া পর্যন্ত উপরে উল্লিখিত দণ্ডমূলক সুদসহ, বকেয়া অর্থ পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, খরচ এবং পরিণতির সম্পূর্ণ ঝুঁকি আপনার উপর বর্তাবে এবং এর জন্য আমরা, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, ' অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২'-এর ধারা ১৩-এর অধীনে ব্যাংকের উপর অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ করব।
৫. যদিও আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, প্রযোজ্য সুদসহ ব্যাংকে সম্পূর্ণ বকেয়া পরিশোধ করে এবং পরিশোধ পর্যন্ত ব্যাংকের সমস্ত খরচ, চার্জ ও ব্যয়ভার বহন করে আপনার দায় পরিশোধ করতে এবং সুরক্ষিত সম্পদগুলি খালাস করতে আহ্বান জানাচ্ছি, অনুগ্রহ করে গুরুত্বপূর্ণভাবে মনে রাখবেন যে, সারফেইসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাস করার অধিকার আপনার জন্য শুধুমাত্র সেই তারিখ পর্যন্ত উপলব্ধ থাকবে যেদিন পর্যন্ত সুরক্ষিত সম্পদগুলি ইজারা, হস্তান্তর বা বিক্রয়ের মাধ্যমে স্থানান্তরের জন্য সর্বজনীন নিলামের বিজ্ঞপ্তি বা সরকারি বা বেসরকারি চুক্তির মাধ্যমে দরপত্র বা টেন্ডার আহ্বানের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগ করে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত আমাদের দ্বারা সংঘটিত সমস্ত খরচ, মাশুল এবং ব্যয় এবংঅথবা তসংক্রান্ত যেকোনো খরচ পরিশোধে, এবং দ্বিতীয়ত এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদসহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের বকেয়া পরিশোধে প্রয়োগ করা হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ বকেয়া (ঋণগ্রহীতা বা জামিনদার হিসাবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্য যেকোনো বকেয়া সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায়ের পর যদি কোনো অর্থ অবশিষ্ট থাকে, তবে তা আপনাকে প্রদান করা হবে।
৭. যদি জামানতকৃত সম্পদের বিপরীতে উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ দ্বারা উল্লিখিত বকেয়া সম্পূর্ণরূপে আদায় করা না যায়, তবে আমরা আপনার কাছ থেকে বকেয়া অর্থ এবং তসংক্রান্ত সমস্ত খরচ ইত্যাদি আদায়ের জন্য ঋণ আদায় ট্রাইব্যুনাল আদালতে আইনিউদ্ধার কার্যক্রম দায়ের করা সহ আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের অধিকার সংরক্ষণ করি।
৮. অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে, উল্লিখিত আইনের উপধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনি উল্লিখিত জামানতি সম্পদসমূহের উপর বিক্রয়, ইজারা, লাইসেন্স, দান, বন্ধক বা অন্য কোনোভাবে কোনো প্রকার হস্তান্তর বা কোনো প্রকার দায় সৃষ্টি করা থেকে বিরত থাকবেন।
৯. অধঃস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উল্লিখিত আইনের ১৩ ধারার অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ্য যে, ব্যাংকের জন্য উপলব্ধ অন্য কোনো অধিকার বা প্রতিকারের প্রতি কোনো প্রকার পক্ষপাতিত্ব না করেই এই নোটিশটি আপনাকে প্রদান করা হলো।

আপনার বিশ্বস্ত,
স্থানঃ চিনসুরা
তারিখঃ ০৯১০২০২৬
স্বাক্ষর /- প্রধান ব্যবস্থাপক ও অনুমোদিত কর্মকর্তা
ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

পূর্বস্থলীর পাঠানগ্রাম মোড়ে জলাশয়ের পাড়ের রাস্তা ধসে বিপত্তি

প্রসেনজিত দেবনাথ, পূর্বস্থলী, ৭ নভেম্বর ঃ পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ২ ব্লকের পাঠানগ্রাম মোড় এলাকায় জলাশয়ের পাড় বরাবর রাস্তার কয়েক মিটার অংশ ধসে যাওয়ায় ব্যাপক সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে। শুধু রাস্তার একটি অংশই নয়, সংলগ্ন আরও প্রায় ১০০ মিটার রাস্তার অবস্থাও অত্যন্ত বিপজ্জনক হয়ে উঠেছে। যেকোনও সময় রাস্তার আরও অংশ ধসে পড়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই পরিস্থিতিতে গত দু'মাস ধরে ওই



রাস্তা দিয়ে বাস-সহ বিভিন্ন যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রাস্তাটি ন মাথা মোড় থেকে জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত। এই রাস্তার উপর নির্ভরশীল আশপাশের প্রায় ১৪ টি গ্রামের মানুষ। দীর্ঘদিন ধরে রাস্তার এই বেহাল অবস্থার কারণে নিত্যযাত্রী, স্কুল- কলেজের পড়ুয়া, ব্যবসায়ী এবং সাধারণ মানুষকে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হচ্ছে। বাস চলাচল বন্ধ থাকায় যাতায়াতের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত সময় ও খরচ দুটোই বাড়ছে। বিকল্প রাস্তা ব্যবহার করতে গিয়েও সমস্যায় পড়তে হচ্ছে এলাকাবাসীকে। স্থানীয় বাসিন্দা হাসিবুর রহমান মোল্লা জানান, রাস্তার একাংশ ধসে যাওয়ার পর থেকেই যান চলাচল কার্যত বন্ধ হয়ে রয়েছে। বিশেষ করে বাস চলাচল বন্ধ থাকায় ১৪ টি গ্রামের মানুষকে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। রাস্তার বেহাল অবস্থার কথা একাধিকবার প্রশাসনকে জানানো হলেও এখনও পর্যন্ত স্থায়ী কোনও সমাধান হয়নি বলে তাঁর অভিযোগ। দ্রুত রাস্তা সংস্কার না হলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলেও আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। অন্যদিকে, ব্লক প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সমস্যার সমাধানের জন্য চেষ্টা চালানো হচ্ছে। তবে কবে নাগাদ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে, তা নিয়ে এখনও অনিশ্চয়তা রয়েছে। দীর্ঘ দু'মাস ধরে যান চলাচল বন্ধ থাকায় ক্ষোভ বাড়ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে। তাঁদের দাবি, দ্রুত রাস্তা পরিদর্শন করে বিপজ্জনক অংশ সংস্কার এবং বাকি রাস্তার স্থায়ী মেরামতির ব্যবস্থা করা হোক, যাতে স্বাভাবিকভাবে যান চলাচল শুরু করা যায়।

বোরো আঁকরো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে চালু হচ্ছে জরুরি পরিষেবা, উদ্বোধনে সাংসদ ও জেলাশাসক

নিজস্ব প্রতিনিধি, পুরুলিয়া, ৭ নভেম্বর ঃ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে অবশেষে ফের জরুরি পরিষেবা চালু হতে চলেছে পুরুলিয়ার বোরো আঁকরো প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সম্প্রতি এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটির নতুন নামকরণ করা হয়েছে 'আয়ুষ্মান আরোগ্য মন্দির'। শনিবার আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন এই পরিষেবার উদ্বোধন করেন পুরুলিয়ার সাংসদ জ্যোতির্ময় সিং মাহাতো



এবং জেলাশাসক সুধীর কোন্তম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত জেলা বিজেপির সভাপতি শংকর মাহাতো, বান্দোয়ান বিধানসভার বিধায়ক বিধায়ক লভসেন বাস্কে, মানবাজার বিধানসভার বিধায়িকা ময়না মুর্মু, বলরামপুর বিধানসভার বিধায়ক জলধর মাহাতো। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে জরুরি পরিষেবা সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল। কেবল আউটডোর বা বহির্বিভাগের চিকিৎসা কোনো রকমে চালু রাখা হয়েছিল। এর জেরে এলাকায় বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা মাঝরাতে কারও গুরুতর শারীরিক সমস্যা দেখা দিলে রোগীদের বাধ্য হয়ে দূরবর্তী বান্দোয়ানে ছুটতে হতো। ফলে বোরো ও আশপাশের বহু গ্রামের বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হতো। স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ২৪ ঘণ্টা জরুরি পরিষেবা চালুর দাবিতে দীর্ঘদিন ধরেই সোচ্চার ছিলেন স্থানীয় এলাকাবাসী। স্থানীয় বাসিন্দাদের এই দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ায় গোটা এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে। প্রশাসন সূত্রে জানানো হয়েছে, আগামী এক সপ্তাহ পর থেকেই এই কেন্দ্রে পূর্ণাঙ্গ চিকিৎসা ও জরুরি পরিষেবা দেওয়ার কাজ পুরোদমে শুরু হয়ে যাবে। এর ফলে উপকৃত হবেন এলাকার হাজার হাজার সাধারণ মানুষ।

লোককথা ও ভক্তির মেলবন্ধন, বর্ধমানের তারাবাগে প্রাচীন বুধকালী মন্দির

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৭ নভেম্বর ঃ বর্ধমানের ইতিহাস ও ঐতিহ্যের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে একাধিক প্রাচীন কালীমন্দির। তার মধ্যে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন তারাবাগ এলাকার বুধকালী মন্দির অন্যতম। কৃষ্ণসায়রের উত্তর-পশ্চিম কোণে তারাবাগ আবাসনের প্রবেশপথের কাছে পাশাপাশি রয়েছে শক্তিমন্দির ও শিবমন্দির। শক্তিমন্দিরে অধিষ্ঠিত মা বুধকালী এবং পাশের মন্দিরে রয়েছেন কষ্টিপাথরের নাগেশ্বর শিব। কয়েক শতাব্দীর ইতিহাস, নানা লোককথা এবং ধর্মীয় বিশ্বাসকে ঘিরে আজও এই মন্দিরের বিশেষ পরিচিতি রয়েছে। ইতিহাস থেকে জানা যায়, বর্ধমানের মহারাজা তিলকচাঁদ রায়ের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র তেজচাঁদ রায় বর্ধমানের সিংহাসনে বসেন। তার আমলেই আনুমানিক ১৭৩০ সালে তারাবাগের এই দুই দেবদেবীর মঃিদর প্রতিষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, দেবী মহারাজাকে স্বপ্নাদেশ দিয়েছিলেন যে তিনি ওই এলাকার মাটির নীচে রয়েছেন। তাকে উদ্ধার করে সেখানেই মন্দির প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সেই স্বপ্নাদেশের পর নির্দিষ্ট স্থানে মাটি খুঁড়ে দেবীর বিগ্রহ উদ্ধার করে মন্দির নির্মাণ করেন মহারাজা। দেবী কালী সাধারণত শক্তিরূপে পূজিত হলেও এই মন্দিরের মা বুধকালীকে ঘিরে বিদ্যা, যশ ও সাফল্য লাভের জন্যেই মহারাজা তেজচ এই ম। একসময় ঘন জঙ্গল ও নির্জন পরিবেশে ঘেরা এই এলাকা ছিল অত্যন্ত ভয়ংকর বলে স্থানীয়দের মধ্যে জনশ্রুতি রয়েছে। মা বুধকালী তখন 'ডাকাত কালী' নামেও পরিচিত ছিলেন। লোকমুখে শোনা যায়, ওই এলাকায় ডাকাত ও ঠ্যাঙাড়দের আস্তানা ছিল। পথচারীদের সর্বস্ব লুঠ করা থেকে শুরু করে ডাকাতির আগে নরবলির মতো ভয়ংকর প্রথার কথাও প্রচলিত রয়েছে। সেই কারণে দিনের বেলাতেও ওই রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করতে ভয় পেতেন সাধারণ মানুষ। রাজপুরোহিতরা পুজো দিতে এলে তাঁদের সঙ্গে দু'জন সিপাহিও থাকতেন বলে জানা যায়। মন্দিরের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে রাজপরিবারের দেবসেবার ইতিহাসও। মহারাজা



তেজচাঁদ দেবীর নিত্যপুজোর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি পূজারী ব্রাহ্মণের স্থায়ী বসবাসের জন্য মন্দির সংলগ্ন জমি ও বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে জমিদারি প্রথার অবসানের পর সেবাইতদের হাতে মন্দির, আবাসন ও সংশ্লিষ্ট জমির দায়িত্ব অর্পিত হয় বলে জানা যায়। বর্তমানে বংশপরম্পরায় মন্দিরের পুজোর দায়িত্ব সামলাচ্ছেন সেবাইত তথা পুরোহিত শ্যামাপদ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, তাঁদের পরিবার দীর্ঘদিন ধরেই মা বুধকালীর সেবায় নিয়োজিত। প্রতিদিন নিয়ম মেনে নিত্যপুজো হয়। প্রতি অমাবস্যায় বিশেষ মাতৃপুজোর পাশাপাশি দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। সেই ভোগ ভক্তদের মধ্যেও বিতরণ করা হয়। মহারাজা তেজচাঁদ শ্রাবণ মাসে মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বলে প্রতি বছর শ্রাবণ মাসে বাৎসরিক পুজো ও বিশেষ আয়োজন করা হয়। সেই সময় মন্দির চত্বরে ভক্তদের ভিড়ও চোখে পড়ে। একসময় যে এলাকা ছিল ঘন জঙ্গলে ঘেরা, ডাকাত ও ঠ্যাঙাড়দের আতঙ্কে যেখানে দিনের বেলাতেও মানুষ যেতে ভয় পেতেন, সময়ের পরিবর্তনে সেই এলাকাই আজ শহরের পরিচিত জনবসতির অংশ। তবে বদলায়নি দেবীর প্রতি মানুষের বিশ্বাস ও ভক্তি। ইতিহাস, জনশ্রুতি এবং বংশপরম্পরায় চলে আসা পুজোর ঐতিহ্যকে সঙ্গে নিয়ে আজও স্বমহিমায় বিরাজ করছেন তারাবাগের মা বুধকালী।

উত্তরপাড়ায় চাঞ্চল্যঃ প্রসবের পর জানলা দিয়ে সদ্যোজাতকে 'নিক্ষেপ' নাবালিকার

বনস্পতি দে, হুগলি, ৭ নভেম্বর ঃ পেটের সাধারণ ব্যথা নিয়ে গভীর রাতে হাসপাতালে ভর্তি হওয়া এক নাবালিকাকে কেন্দ্র করে শনিবার সকালে এক লোমহর্ষক ঘটনার সাক্ষী থাকল উত্তরপাড়া। হুগলি জেলার উত্তরপাড়া পুরসভার ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের একটি নার্সিংহোমে এক নাবালিকা নিজেই বাথরুমে সন্তান প্রসব করার পর সেই সদ্যোজাতকে জানলা দিয়ে নীচে ফেলে দেয় বলে গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। এই আকস্মিক ও মর্মান্তিক ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ও ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। খবর পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত শুরু করেছে। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে হাওড়ার বাসিন্দা ওই নাবালিকাকে পেটে তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে উত্তরপাড়ার ওই নার্সিংহোমে নিয়ে আসেন পরিবারের সদস্যরা। তবে পরিবারের দাবি, তাঁদের মেয়ে যে আদৌ অন্ত ঃসত্ত্বা ছিল, সেই বিষয়ে তাঁদের বিন্দুমাত্র ধারণাও ছিল না। তাঁরা ভেবেছিলেন সাধারণ কোনও শারীরিক অসুস্থতা বা পেটের ব্যথাই এর কারণ। নার্সিংহোমের মালকিন সুচেতা মুখোপাধ্যায় জানান, সকালে ওই নাবালিকার রক্ত পরীক্ষা করানো হয়। এরপর পেটের ব্যথা বাড়লে সে নিজেই হেঁটে শৌচাগারে প্রবেশ করে এবং সেখানে একাই সন্তানের জন্ম দেয়। নার্সিংহোমের নীচেই বসবাসকারী বা কর্মরত এক যুবক জানান, সকালে হঠাৎই ওপর থেকে কিছু পড়ার শব্দ পান তিনি। কাছে গিয়ে রক্তমাখা এক সদ্যোজাত শিশুকে মাটিতে পড়ে থাকতে দেখে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ হয়। মুহূর্তের মধ্যে নার্সিংহোমের এক নার্স ছুটে এসে শিশুটিকে উদ্ধার করে ভেতরে নিয়ে যান। দিনের আলো ফুটতেই এই খবর চাউর হতেই স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়। আইন ও নিরাপত্তার কড়াকড়ি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তাঁরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা করে উত্তরপাড়ার বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী জানান, তিনি নিজে থানায় গিয়েছেন এবং এই ঘটনার নেপথ্যে থাকা সমস্ত বিষয় খতিয়ে দেখে কঠোরতম আইনি ব্যবস্থা নিশ্চিত করবেন। পাশাপাশি, শহরের যে সমস্ত নার্সিংহোম নিয়ম-কানুনকে বুড়ো আঙুল চালিয়ে চলছে, তাদের বিরুদ্ধেও কড়া পদক্ষেপ নেওয়ার কথা জানান তিনি। বর্তমানে উত্তরপাড়া থানার পুলিশ সমগ্র ঘটনাটির গভীরে গিয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।

ওষুধের দোকানে বেআইনি অস্ত্রোপচারের অভিযোগ, রক্তক্ষরণে মৃত্যু প্রসূতির, গ্রেফতার অভিযুক্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, জয়নগর, ৭ নভেম্বর ঃ রাজ্যজুড়ে ভুয়ো চিকিৎসকদের চিহ্নিত করতে এবার তৎপর স্বাস্থ্য দপ্তর। চিকিৎসকদের রেজিস্ট্রেশন যাচাইয়ের নির্দেশের মধ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিংয়ে সামনে এল চাঞ্চল্যকর অভিযোগ। একটি ওষুধের দোকানে বেআইনিভাবে প্রসূতির অস্ত্রোপচার করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।আর সেই অস্ত্রোপচারের পর অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ ও একাধিক অঙ্গ বিকল হয়ে মৃত্যু হল ওই প্রসূতির। ঘটনায় ইতিমধ্যেই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। প্রশাসনের নির্দেশে সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানটি সিল করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজুবা শেখ নামে ওই প্রসূতি বাড়িতেই সুস্থ সন্তানের জন্ম দিয়েছিলেন। কিন্তু সন্তান প্রসবের পর শারীরিক কিছু সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে পরিবারের লোকজন ক্যানিংয়ের গোলাবাড়ি সংলগ্ন একটি ওষুধের দোকানে নিয়ে যান। অভিযোগ, ওই দোকানেই চিকিৎসার নামে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে তাঁর অস্ত্রোপচার করা হয়। এরপরই শুরু হয় অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ। পরিস্থিতি ক্রমশ আশঙ্কাজনক হয়ে উঠলে তাঁকে তড়িঘড়ি ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। কিন্তু শেষরক্ষা হয়নি। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর।হাসপাতাল সূত্রে খবর, হাইপোভোলেমিক শক এবং মাল্টি অর্গান ফেলিওরের কারণে ওই প্রসূতির মৃত্যু হয়েছে বলে ডেথ সার্টিফিকেটে উল্লেখ রয়েছে। এই ঘটনার খবর সামনে আসতেই নড়েচড়ে বসে স্বাস্থ্য দপ্তর। স্বাস্থ্য দপ্তরের একটি বিশেষ প্রতিনিধি দল সংশ্লিষ্ট ওষুধের দোকানে পরিদর্শনে যায়। অভিযোগ, অ্যালোপ্যাথিক ওষুধের দোকানের আড়ালে সেখানে বেআইনিভাবে অস্ত্রোপচারের পরিকাঠামো গড়ে তোলা হয়েছিল। বিষয়টি সামনে আসার পর দক্ষিণ ২৪ পরগনা স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে অভিযানে নামে ক্যানিং থানার পুলিশ। ঘটনায় অভিযুক্ত পনূর আলম শেখকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

বৈঁক আঁফ় ইংডিয়া Bank of India BOI Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বেলেঘাটা শাখা

২, হেম চন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতাঃ৭০০০১০

[বিধি-৮(১)]

দখল গ্রহণ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

(স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে)

যেহেতু,

নিম্নস্বাক্ষরকারী, 'সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২' -এর অধীনে **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া**-র অনুমোদিত কর্মকর্তা হিসেবে এবং উক্ত আইনের ধারা ১৩(১২)-এর সাথে 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২'-এর ৩ নম্বর বিধির অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ০৪.০৮.২০২৬ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছেন। এই নোটিশের মাধ্যমে ঋণগ্রহীতা জনাব সজল মণ্ডলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, তিনি যেন নোটিশ **প্রাপ্তির ৬০ দিনের মধ্যে** নোটিশে উল্লিখিত **২,৫৬,০৫৯.৮২ /- টাকা** (দুই লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার উনষাট টাকা ও বিরাশি পয়সা মাত্র) পরিশোধ করেন।

ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, সংশ্লিষ্ট আইনটির ১৩ নম্বর ধারার উপ-ধারা (৪)-এর অধীনে এবং 'সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস, ২০০২'-এর ৮ নম্বর বিধির আলোকে প্রাপ্ত ক্ষমতাবলে, নিম্নস্বাক্ষরকারী অত্র দলিলের নিচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল গ্রহণ করেছেন। এই মর্মে ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে অবহিত করা যাচ্ছে যে, উক্ত দখল গ্রহণের প্রক্রিয়াটি **২০২৬ সালের ৭ই নভেম্বর** সম্পন্ন হয়েছে।

ঋণগ্রহীতা এবং সর্বসাধারণকে এতদ্বারা সতর্ক করা যাচ্ছে যে, উক্ত সম্পত্তি নিয়ে কোনো প্রকার লেনদেন করা থেকে বিরত থাকতে হবে। এই সম্পত্তির ওপর **ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া-র ২,৫৬,০৫৯.৮২ /- টাকা** এবং তার ওপর প্রযোজ্য সুদ বাবদ দাবি (চার্জ) বহাল রয়েছে সুতরাং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনো ধরনের লেনদেন উক্ত দাবির আওতাভুক্ত হবে।

বন্ধক রাখা সম্পদ খালাস করার জন্য উপলব্ধ সময়ের বিষয়ে ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি উক্ত আইনের ১৩ নম্বর ধারার উপধারা (৮)-এর বিধানাবলির প্রতি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

ক. এই সম্পত্তির অন্তর্ভুক্ত সমস্ত অংশ হলো একটি স্থাবর সম্পত্তি, যার মধ্যে রয়েছে ২ কাঠা জমি এবং ৬৯৩ বর্গফুট (কম-বেশি) সুপার বিল্ট-আপ আয়তনের একটি ভবন। এর সাথে উক্ত জমিতে আনুপাতিক অংশ বা স্বত্ব যুক্ত রয়েছে। এছাড়া সিঁড়ি, ছাদ, ল্যান্ডিং, ভূগর্ভস্থ জলাধার, ওভারহেড জলের ট্যাঙ্ক, জলের লাইন, ড্রেন, নিকাশি লাইন, চলাচলের পথ ইত্যাদি ব্যবহারের সাধারণ অধিকারও এর অন্তর্ভুক্ত। সম্পত্তিটি নিম্নোক্ত ঠিকানায় অবস্থিতঃ হোল্ডিং নং ২০২, ব্লক-এ, বিধাননগর পৌরসভা, ওয়ার্ড নং ২৯, জে.এল নং ১৬, আর.এস ও এল.আর দাগ নং ১৮৪৩, আদর্শপল্লী, মৌজা- জ্যাংড়া, থানা- রাজারহাট, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১৫৯। সম্পত্তিটির সীমানা নিম্নরূপঃ উত্তরে- হীরালাল চক্রবর্তীর বাড়ি দক্ষিণে- রানী কর্মকারের বাড়ি পূর্বে- আর.এস দাগ নং ১৮৪৩ (অংশ) পশ্চিমে- ১৩ ফুট চওড়া কর্পোরেশন রাস্তা।

তারিখঃ ০৭.১১.২০২৬
স্থানঃ কলকাতা

স্বাক্ষরিত /- চিফ ম্যানেজার ও অনুমোদিত কর্মকর্তা, ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

সৎ কন্যাকে খুন করে মা , চাঞ্চল্যকর ঘটনা মুর্শিদাবাদে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ সৎ কন্যার বোঝা বইতে না পেরে তাকে শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠল সৎ মায়ের বিরুদ্ধে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে শনিবার সকালে মুর্শিদাবাদের সাগরপাড়া থানার অন্তর্গত কাটাবাড়ি সরকারপাড়া এলাকায়। সৎ কন্যাকে খুনের দায়ে ইতিমধ্যেই সাগরপাড়া থানার পুলিশ অভিযুক্ত ওই মহিলাকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ওই মহিলার নাম মৌসুমী খাতুন। তার বিরুদ্ধে নিজের সৎ কন্যা ফারজানা খাতুনকে (৪) শ্বাসরোধ করে খুন করার অভিযোগ উঠেছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, প্রায় তিন বছর আগে ফারজানার মা শিল্পী খাতুন অন্য এক যুবককে বিয়ে করে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। এরপর ফারজানার বাবা আখতার হোসেন, মৌসুমী খাতুন নামে এক মহিলাকে বিয়ে করেন। আখতার এবং শিল্পীর এক কন্যা এবং পুত্র সন্তান রয়েছে। আখতারের পরিবারের দাবি, বাড়িতে দুই নাবালক সন্তান তার কাজে যেতে অসুবিধা হতো বলেই সকলের মত নিয়ে সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিল। পরিবারের আর্থিক হাল ফেরানোর জন্য প্রায় তিন মাস আগে আখতার কেরালায় একটি কাপড় তৈরীর ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক হিসেবে কাজ করার জন্য গেছে। শনিবার সকালে হঠাৎই অচৈতন্য অবস্থায় ঘরের মধ্যে থেকে ফারজানাকে উদ্ধার করা হয়। স্থানীয় চিকিৎসকের কাছে নিয়ে যাওয়া হলে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনার খবর পেয়ে সাগরপাড়া থানার পুলিশ বাহিনী এলাকায় পৌঁছে মৌসুমী খাতুনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে নিয়ে আসে। বহরমপুরে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ফারজানার দেহ ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান কোনো আক্রোশ অথবা রাগ থেকে ছোট্ট ফারজানাকে তার সৎ মা মৌসুমী খাতুন শ্বাসরোধ করে খুন করেছে। সাব্বির শেখ নামে গ্রামের এক বাসিন্দা জানান, ফারজানা খাতুন স্থানীয় একটি আইসিডিএস কেন্দ্রে পড়াশোনা করত। আজ মৃত্যুর কিছুক্ষণ আগেও ওই আইসিডিএস কেন্দ্রের শিক্ষিকা ফারজানার বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসা করে এসেছিলো সে স্কুলে যাবে কিনা। সেই সময় মৌসুমী জানিয়েছিল আজ ফারজানা স্কুলে যাবে না, আগামীকাল থেকে তাকে সে স্কুলে পাঠাবে। তিনি বলেন, এই ঘটনার কিছুক্ষণের মধ্যেই ফারজানার এক জেঠু তাকে কোলে করে নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্থানীয় এক চিকিৎসকের কাছে যান। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পরই সে আবার ফিরে আসেন এবং বলেন ফারজানা মারা গেছে। গ্রামের বাসিন্দাদেরকে বলা হয়েছিল ফারজানা ঘুমের ওষুধ খেয়ে নিয়েছে। কয়েকজন গ্রামবাসী জানান, ফারজানার নাবালক দাদাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে আমরা জানতে পেরেছি মাঝে মধ্যেই তাদের সৎ মা, মৌসুমী, দু'জনকেই প্রচন্ড মারধর করত। বিশেষ করে ফারজানার উপর বেশি অত্যাচার হতো। মৃত্যুর পর ফারজানার গায়ে মারধরের একাধিক চিহ্ন আমাদের নজরে এসেছে। গ্রামবাসীরা আরও জানান, ফারজানার দেহ যখন বাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয় তখন সকলে কান্নায় ভেঙে পড়লেও মৌসুমীর মধ্যে কোনোরকম বিকার ছিল না। সে স্বাভাবিকভাবেই চলাফেরা করছিল। সেই কারণে সকলের সন্দেহ হওয়ায় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু হয়। গ্রামবাসীদের দাবি, জিজ্ঞাসাদের সময় ভেঙে পড়ে মৌসুমী দাবি করে সে নিজের স্বামী আখতারের নির্দেশে ফারজানাকে খুন করেছে। যদিও মৌসুমির স্বামী আখতার গত তিন মাস ধরে মুর্শিদাবাদ জেলাতেই নেই , কর্মসূত্রে তিনি কেরালায় রয়েছেন। গ্রামবাসীরা আরো জানিয়েছেন, কন্যা ফারজানার মৃত্যুর খবর এখনও আখতার পায়নি। তার সঙ্গে ফোনে বারবার যোগাযোগ করার চেষ্টা হলেও পরিবারের লোকেরা কথা বলতে পারেনি। কয়েকজন গ্রামবাসী জানিয়েছেন , আখতার কেরালা চলে যাওয়ার পর রাতের বেলায় দীর্ঘক্ষন মৌসুমী কোনো অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির সঙ্গে ফোনে দীর্ঘক্ষণ কথা বলতো। ফারজানার মৃত্যুর সঙ্গে এই ঘটনার কোনো যোগসূত্র রয়েছে কিনা গ্রামবাসীরা তা তদন্ত করে দেখার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করেছেন।

পোস্ত চাষ প্রতিরোধে বিশেষ উদ্যোগ বাঁকুড়া জেলা পুলিশের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বাঁকুড়া, ৭ নভেম্বর ঃ মেজিয়া থানার অন্তর্গত মানা চর এলাকায় অবৈধ পোস্ত চাষ প্রতিরোধের লক্ষ্যে বাঁকুড়া রেঞ্জের ডিআইজি অভিষেক মোদী, আইপিএস আজ মানাচর এলাকা পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালে পুলিশ দপ্তর এর অন্যান্য আধিকারিক সহ আবগারি দপ্তরের আধিকারিকরাও উপস্থিত ছিলেন। এলাকায় অবৈধ পোস্ত চাষ প্রতিরোধে তিনি সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও নির্দেশ দেন। পাশাপাশি, বাঁকুড়া জেলা পুলিশ ও আবগারি দপ্তরের সমন্বয়ে অবৈধ পোস্ত চাষ রুখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং ভবিষ্যত কর্মপন্থা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। মানাচর এলাকায় পোস্ত চাষের রমরমা কারবার এর অভিযোগ রয়েছে।বিভিন্ন সময় অভিযান চালিয়ে পোস্ত গাছ নষ্ট করে আবগারিদপ্তর। এই অবৈধ পোস্ত চাষের বিরুদ্ধে নজরদারি ও প্রতিরোধমূলক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

ফরাক্কায় অস্ত্র ও মাদক পাচারের ছক বানচাল, ১৯৯ বোতল ফেনসিডিল ও আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, মুর্শিদাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ অস্ত্র ও মাদক পাচারের ছক বানচাল করল মুর্শিদাবাদের ফরাক্কা থানার পুলিশ। শুক্রবার গভীর রাতে ১২ নম্বর জাতীয় সড়কের এনটিপিসি মোড় সংলগ্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। ধৃতের নাম সাকিরুল সেখ (৩৫)। তাঁর বাড়ি সাগরপাড়া থানার কাজিপাড়া এলাকায়। ধৃতের কাছ থেকে ১৯৯ বোতল ফেনসিডিল কাশির সিরাপ, একটি আগ্নেয়াস্ত্র, দুটি ম্যাগাজিন এবং চার রাউন্ড তাজা কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শুক্রবার রাতে জাতীয় সড়ক সংলগ্ন এলাকায় নজরদারি শুরু করেন পুলিশকর্মীরা। সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সাকিরুলকে আটক করা হয়। এরপর তাঁর সঙ্গে থাকা দুটি ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে বিপুল পরিমাণ ফেনসিডিল উদ্ধার হয়। পাশাপাশি দেহ তল্লাশি করে আগ্নেয়াস্ত্র ও কার্তুজ পাওয়া যায়। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ঝাড়খণ্ড থেকে অস্ত্র ও মাদক নিয়ে ফরাক্কায় এসেছিলেন ধৃত। সেখান থেকে বাসে করে বহরমপুরে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তাঁর। তবে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই পুলিশের জালে ধরা পড়েন তিনি। শনিবার ধৃতকে আদালতে পেশ করে ১০ দিনের পুলিশি হেফাজতের আবেদন জানানো হয়েছে। এই পাচার চক্রের সঙ্গে আর কারা জড়িত এবং অস্ত্র ও মাদকের উৎস কোথায়, তা জানতে তদন্ত শুরু করেছে ফরাক্কা থানার পুলিশ।

HDFC BANK We understand your world

রেজিস্টার্ড অফিস: HDFC Bank হাউস, সেনাপতি বাপট মার্গ, লোয়ার পারেল (পশ্চিম), মুম্বই - 400 013 এবং এর একটি অফিস

রিটেইল পোর্টফোলিও ম্যানেজমেন্ট, HDFC Bank Ltd, প্রথম তল, আই-থিঙ্ক টেকনো ক্যাম্পাস, কাঞ্জুরমার্গ (পূর্ব), মুম্বই – 400042।

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি এবং HDFC BANK LTD.-এর কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের নোটিশ

নীচে উল্লিখিত HDFC Bank Ltd.-এর (এর পরে "ব্যাঙ্ক") ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, সিকিউরিটিজের বিপরীতে ঋণ/ওভারড্রাফট প্রকৃতির ঋণ সুবিধা গ্রহণের জন্য ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক রাখা সিকিউরিটিজ বিক্রি করা হবে।

সম্মত ঋণ/সুবিধার শর্তাবলী অনুযায়ী বকেয়া পাওনা পরিশোধে ঋণগ্রহীতাদের ক্রমাগত খেলাপের কারণে নীচের ঋণ/সুবিধার অ্যাকাউন্টগুলি অনিয়মিত (ডেলিংকোয়েন্ট) অবস্থায় রয়েছে অথবা এনপিএ (নন-পারফর্মিং অ্যাসেট) হিসেবে শ্রেণিবদ্ধ হয়েছে। ব্যাঙ্ক এই ঋণগ্রহীতাদের একাধিক নোটিশ/ঋণ প্রত্যাহারের নোটিশ পাঠিয়েছে, যার মধ্যে নীচে উল্লিখিত তারিখে দেওয়া চূড়ান্ত বিক্রয় নোটিশও রয়েছে; সেই নোটিশে ব্যাঙ্ক বন্ধক কার্যকর করেছিল এবং নীচের অ্যাকাউন্টগুলির সম্পূর্ণ বকেয়া পাওনা পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতাকে 7 দিন সময় দিয়েছিল; তা না হলে এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ না দিয়েই ব্যাঙ্ক বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রি করতে স্বাধীন থাকবে।

ঋণগ্রহীতারা বকেয়া পরিশোধে অবহেলা করেছেন ও ব্যর্থ হয়েছেন; তাই ঋণ চুক্তির অধীনে বন্ধকগ্রহীতা হিসেবে নিজের অধিকার প্রয়োগ করে ব্যাঙ্ক ঋণগ্রহীতাদের কাছে প্রাপ্য বকেয়া আদায়ের জন্য **17 নভেম্বর 2026** বা তার পরে সিকিউরিটিজ বিক্রি/নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে, ভারতীয় চুক্তি আইন, 1872-এর ধারা 176 অনুসারে এটিকে বিক্রয়ের নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে। ঋণগ্রহীতাদের আরও জানানো হচ্ছে যে, যদি কোনো সময় শেয়ার বাজারের অস্থিরতার কারণে বন্ধকী সিকিউরিটিজের মূল্য আরও কমে গিয়ে মার্জিনের প্রয়োজনীয়তায় আরও ঘাটতি সৃষ্টি হয়, তবে ব্যাঙ্ক নিজ বিবেচনায় এ বিষয়ে আর কোনো নোটিশ না দিয়েই এক (1) ক্যালেন্ডার দিনের মধ্যে বন্ধকী সিকিউরিটি বিক্রি করতে পারবে। বন্ধকী সিকিউরিটিজ বিক্রয়ের আয় সমন্বয়ের পরেও অবশিষ্ট যেকোনো বকেয়া অর্থ পরিশোধের জন্য ঋণগ্রহীতা(গণ) ব্যাঙ্কের কাছে দায়বদ্ধ থাকবেন।

ক্রমিক নং	ঋণ অ্যাকাউন্ট নম্বর	ঋণগ্রহীতার নাম	06 নভেম্বর 2026 অনুযায়ী বকেয়া অর্থ	বিক্রয় নোটিশের তারিখ
1	XXXXXXXXXX2023	বিপিন কুমার রাস্তোগী	4,81,461.59	07-11-2026
2	XXXXXXXXXX0674	রবিন কুমার দে	6,647.02	07-11-2026
3	XXXXXXXXXX1207	চন্দ্র প্রকাশ খৈতান	5,000.00	07-11-2026
4	XXXXXXXXXX8632	সর্বজিৎ বারিক	18,39,478.99	07-11-2026
5	XXXXXXXXXX0262	স্বপন চক্রবর্তী	4,247.75	07-11-2026
6	XXXXXXXXXX0019	দীপক বিশ্বাস	1,96,299.27	06-11-2026
7	XXXXXXXXXX1375	মনীষা আগরওয়াল	17,107.62	07-11-2026
8	XXXXXXXXXX8200	বিমলা অশোক বাদলানে	6,27,195.42	06-11-2026
9	XXXXXXXXXX7159	কীর্তি গুপ্তা	4,55,564.50	07-11-2026
10	XXXXXXXXXX7272	মনোজ কুমার গোয়েল	9,53,807.78	07-11-2026
11	XXXXXXXXXX1160	অনিল কৌরা	5,030.51	07-11-2026
12	XXXXXXXXXX1582	অরুণ কুমার চান্দা	82,742.44	07-11-2026
13	XXXXXXXXXX3692	রাজেন্দ্র কুমার মিমানি	20,09,822.90	06-11-2026
14	XXXXXXXXXX9102	শোভন ঘোষ	2,39,751.50	07-11-2026
15	XXXXXXXXXX0887	মধুমিতা সাহু	69,130.62	07-11-2026
16	XXXXXXXXXX9788	জয় প্রকাশ পেরিওয়াল	8,01,113.06	07-11-2026
17	XXXXXXXXXX5301	স্নিগ্ধা বসু	3,37,351.49	07-11-2026
18	XXXXXXXXXX9841	অমিত বাঙ্গাল	1,01,414.28	06-11-2026
19	XXXXXXXXXX1872	তপন কুমার মুখোপাধ্যায়	54,261.83	06-11-2026
20	XXXXXXXXXX2651	চন্দনা জানা	9,98,197.29	07-11-2026
21	XXXXXXXXXX5452	অমিত কুমার গাঙ্গুলী	6,72,911.82	07-11-2026
22	XXXXXXXXXX1273	পি জি প্রভু	10,710.25	07-11-2026
23	XXXXXXXXXX8001	করুণানিধান ঘোষ	11,626.79	07-11-2026
24	XXXXXXXXXX8696	সুবোধ ঘোষ মজুমদার	10,02,535.83	07-11-2026
25	XXXXXXXXXX9909	দেবাশিস ঘোষ	58,432.39	06-11-2026
26	XXXXXXXXXX0469	পল্লব ঘোষ	14,28,966.87	07-11-2026
27	XXXXXXXXXX6702	সুভাষ চন্দ্র ঝা	2,035.70	07-11-2026
28	XXXXXXXXXX1132	সুমন ব্যানার্জী	2,25,736.83	07-11-2026
29	XXXXXXXXXX3834	সোমা ন্যান্সি স্যাভিয়েল	67,078.00	27-10-2026
30	XXXXXXXXXX7207	চন্দ্রপ্রভা জানা দে	1,20,791.29	06-11-2026
31	XXXXXXXXXX4284	সোমনাথ দে	2,66,738.56	07-11-2026
32	XXXXXXXXXX0148	সুপ্রিয়া বন্দ্যোপাধ্যায়	10,807.96	07-11-2026
33	XXXXXXXXXX4360	রঞ্জিত কুমার সরকার	8,24,060.84	07-11-2026
34	XXXXXXXXXX3872	সুশোভনা রায়	57,377.34	07-11-2026
35	XXXXXXXXXX6808	সঞ্জয় কুমার রায়	2,06,762.64	07-11-2026
36	XXXXXXXXXX5532	পিঙ্কি দাস	1,01,591.00	27-10-2026
37	XXXXXXXXXX5721	পার্বতী জয়সওয়াল	2,141.00	07-11-2026
38	XXXXXXXXXX7279	পুনম কুমারী জয়সওয়াল	3,27,789.00	07-11-2026
39	XXXXXXXXXX1549	অনির্বাণ চ্যাটার্জী	4,65,152.25	06-11-2026
40	XXXXXXXXXX7039	অরিজিৎ রায়	18,337.90	07-11-2026
41	XXXXXXXXXX8553	হরিশ কুমার সিং	7,17,825.18	07-11-2026
42	XXXXXXXXXX6921	স্বপন কুমার পাল	3,11,574.60	07-11-2026
43	XXXXXXXXXX7697	বিশ্বজিৎ কর্মকার	9,87,987.78	07-11-2026
44	XXXXXXXXXX6740	খাদিজা কবিরা	4,45,588.49	06-11-2026
45	XXXXXXXXXX5482	পার্থ সারথি রায়	2,129.00	07-11-2026
46	XXXXXXXXXX2155	পামেলা দত্ত	2,050.50	07-11-2026
47	XXXXXXXXXX7859	মান্য কুমার	2,030.00	07-11-2026
48	XXXXXXXXXX2780	প্রশান্ত মজুমদার	1,92,361.54	07-11-2026
49	XXXXXXXXXX2922	সামিরুল ইসলাম	67,206.78	06-11-2026
50	XXXXXXXXXX9622	গৌতম কর	3,265.98	07-11-2026
51	XXXXXXXXXX9792	স্বপন কুমার চ্যাটার্জী	1,44,671.16	06-11-2026
52	XXXXXXXXXX5132	সূর্যকান্ত দলপতি	57,259.99	07-11-2026
53	XXXXXXXXXX3213	তাপস কু. চক্রবর্তী	1,92,906.66	07-11-2026
54	XXXXXXXXXX7033	সৌম্যন্ত হাজরা	7,58,522.76	07-11-2026
55	XXXXXXXXXX0439	সন্দীপ পাল	1,38,903.15	07-11-2026
56	XXXXXXXXXX2531	শ্যামসুন্দর হালদার	72,357.42	07-11-2026
57	XXXXXXXXXX2198	শমীক রায়	6,20,280.73	07-11-2026
58	XXXXXXXXXX1969	সুমন জৈন	7,96,097.00	07-11-2026
59	XXXXXXXXXX1477	চন্দন সাহা	74,162.00	27-10-2026
60	XXXXXXXXXX5955	রাজেন্দ্র কুমার গুপ্তা	50,387.00	06-11-2026
61	XXXXXXXXXX6028	অমিত কুমার সাহু	3,47,600.58	07-11-2026
62	XXXXXXXXXX1281	বীণা জিতেন্দ্র সুর্বে	19,92,766.78	07-11-2026
63	XXXXXXXXXX4406	ফাল্গুনী চক্রবর্তী	84,309.04	27-10-2026
64	XXXXXXXXXX2072	মহেশ রজক	64,350.79	07-11-2026
65	XXXXXXXXXX7151	সঞ্জয় আগরওয়াল	10,03,532.43	06-11-2026
66	XXXXXXXXXX6450	পৌষালী সান্যাল	1,989.15	07-11-2026
67	XXXXXXXXXX8857	আনন্দ মোহন মাইতি	37,157.99	07-11-2026
68	XXXXXXXXXX4420	কল্পনা শ্রীবাস্তব	19,18,809.02	07-11-2026
69	XXXXXXXXXX8800	শান্তিদেবী যাদব	4,55,547.09	07-11-2026
70	XXXXXXXXXX2714	ভোলানাথ গুপ্তা	1,46,057.80	07-11-2026
71	XXXXXXXXXX8148	শোভনা চ্যাটার্জী হালদার	1,43,351.00	06-11-2026
72	XXXXXXXXXX6549	বিভা শ্রীবাস্তব	19,59,622.09	07-11-2026
73	XXXXXXXXXX4274	ইন্দ্রনীল ঘোষ	32,141.20	07-11-2026
74	XXXXXXXXXX7001	তন্দ্রা সরকার	3,57,471.97	07-11-2026
75	XXXXXXXXXX0280	দেব কুমার দত্ত	7,73,584.18	07-11-2026
76	XXXXXXXXXX0112	নিলয় সরকার	4,23,000.00	06-11-2026
77	XXXXXXXXXX7797	অরুণ কুমার বিশ্বকর্মা	32,665.07	07-11-2026
78	XXXXXXXXXX1825	মধু সরাফ	79,460.46	02-11-2026
79	XXXXXXXXXX2423	সৌমিক সরকার	40,487.79	07-11-2026
80	XXXXXXXXXX5863	অজয় সুরেকা	5,00,156.00	07-11-2026
81	XXXXXXXXXX4230	বৈশালী আগরওয়াল	9,94,851.43	07-11-2026
82	XXXXXXXXXX3664	দেবরাজ রায়	9,70,160.42	06-11-2026
83	XXXXXXXXXX3521	ক্যামেলিয়া দে	75,345.00	27-10-2026
84	XXXXXXXXXX8897	চিরন্তন ঘোষ	59,547.00	06-11-2026
85	XXXXXXXXXX4071	দিব্যসা ঘোষ	17,627.00	07-11-2026
86	XXXXXXXXXX5813	সৈয়দ আফতাব আলী	2,87,509.30	07-11-2026
87	XXXXXXXXXX0343	রিপন ঘোষ	2,016.00	06-11-2026
88	XXXXXXXXXX0168	লক্ষ্মী রায়	16,51,902.20	07-11-2026
89	XXXXXXXXXX0215	অর্ধেন্দু সেন	20,16,657.97	06-11-2026
90	XXXXXXXXXX9365	সুব্রত কুমার দত্ত	2,50,080.93	07-11-2026
91	XXXXXXXXXX6290	নিকিতা লাখোটিয়া	9,19,410.00	07-11-2026
92	XXXXXXXXXX5048	বিনয় কুমার আগরওয়াল	7,59,800.65	07-11-2026
93	XXXXXXXXXX7607	দিব্যা সাঙ্গানেরিয়া	88,748.00	06-11-2026
94	XXXXXXXXXX3706	প্রণব কুমার সামন্ত	2,68,530.16	07-11-2026
95	XXXXXXXXXX9832	বর্ষা আগরওয়াল	9,52,311.92	07-11-2026
96	XXXXXXXXXX7381	ব্রিজ কিশোর আগরওয়াল	1,881.20	07-11-2026
97	XXXXXXXXXX9170	নিতেশ সরাফ	36,82,383.00	06-11-2026
98	XXXXXXXXXX1819	অমিতাভ সরকার	2,97,356.29	07-11-2026
99	XXXXXXXXXX3181	মণিকাঞ্চন পাল	2,68,202.00	07-11-2026
100	XXXXXXXXXX8639	দিলীপ সর্দার	6,69,811.00	07-11-2026
101	XXXXXXXXXX1700	এস কে লুৎফর রহমান মোল্লা	2,132.00	07-11-2026
102	XXXXXXXXXX3046	রেখা মিমানি	11,87,091.04	06-11-2026
103	XXXXXXXXXX3740	হেনা সিদ্ধান্ত	1,432.77	07-11-2026
104	XXXXXXXXXX8195	জিতু সোনকর	96,055.02	07-11-2026
105	XXXXXXXXXX9936	বর্ণালী সাহা	79,427.44	07-11-2026
106	XXXXXXXXXX5742	তানিশা বসু	600.90	07-11-2026
107	XXXXXXXXXX7474	সম্পা বিশ্বাস	2,137.56	07-11-2026
108	XXXXXXXXXX1481	লক্ষ্মী রায়	9,63,582.02	07-11-2026
109	XXXXXXXXXX6274	বিভাস কুমার সাহা	1,59,523.75	07-11-2026
110	XXXXXXXXXX4720	সিক্ত দাস	10,00,769.90	06-11-2026
111	XXXXXXXXXX4163	সুজয় পাল	9,64,581.05	07-11-2026
112	XXXXXXXXXX8701	নিবেদিতা পাল	11,30,567.51	07-11-2026
113	XXXXXXXXXX7219	দেবজ্যান পাল	2,22,070.16	07-11-2026
114	XXXXXXXXXX4673	প্রদীপ বড়ুয়া	7,37,088.82	07-11-2026
115	XXXXXXXXXX8152	দেবাশিস বিশ্বাস	7,64,593.82	07-11-2026
116	XXXXXXXXXX3585	দেবাশিস কোলার	4,18,343.82	07-11-2026
117	XXXXXXXXXX6902	অরুণ কুমার ঘোষ	5,179.49	07-11-2026
118	XXXXXXXXXX2471	সঞ্জয় এম বাভিশি	1,16,027.00	07-11-2026
119	XXXXXXXXXX1389	রমা নন্দী	52,901.00	07-11-2026
120	XXXXXXXXXX8891	সমকিত আগরওয়াল	6,43,213.57	07-11-2026
121	XXXXXXXXXX9518	মনোজিৎ কুমার দাস	5,83,256.02	07-11-2026
122	XXXXXXXXXX2751	শ্বেতা মহানসারিয়া	3,75,137.82	07-11-2026
123	XXXXXXXXXX4102	সুদীপ ভক্ত	1,57,788.90	06-11-2026
124	XXXXXXXXXX2680	অতনু পণ্ডিত	5,83,497.69	07-11-2026
125	XXXXXXXXXX8532	অনুজাক্ষ মহান্তি	7,19,780.02	06-11-2026
126	XXXXXXXXXX5033	সদানন্দ রায়	56,457.70	07-11-2026
127	XXXXXXXXXX6499	রচয়িতা মহান্তি	16,01,143.40	07-11-2026
128	XXXXXXXXXX5975	আয়ান আগরওয়াল	22,184.00	06-11-2026
129	XXXXXXXXXX7897	নারায়ণ চন্দ্র পাণ্ডা	90,096.02	07-11-2026
130	XXXXXXXXXX0914	অজয় কুমার জয়সওয়াল	6,02,370.72	07-11-2026
131	XXXXXXXXXX1004	প্রতীক দেবনাথ	59,829.99	07-11-2026
132	XXXXXXXXXX4726	সাবদুল রাশিদ মোল্লা	7,15,907.00	07-11-2026
133	XXXXXXXXXX7750	সুরিয়া বেগম	65,338.20	07-11-2026
134	XXXXXXXXXX1769	শহীদ আলম	1,23,338.58	07-11-2026
135	XXXXXXXXXX7427	অঞ্জু ভট্টাচার্য	16,83,286.21	02-11-2026
136	XXXXXXXXXX7124	জয়দেব পাত্র	3,40,366.06	07-11-2026
137	XXXXXXXXXX7651	শ্রীরূপ ব্যানার্জী	9,89,859.79	07-11-2026
138	XXXXXXXXXX2620	সঙ্গীতা জয়সওয়াল	2,21,792.72	07-11-2026
139	XXXXXXXXXX1290	সরস্বতী দেবী সোমানি	20,08,948.42	06-11-2026
140	XXXXXXXXXX6844	সমীর রঞ্জন সেন	20,15,029.34	06-11-2026
141	XXXXXXXXXX9210	জ্যোতি দেবী সোনি	2,27,740.82	07-11-2026
142	XXXXXXXXXX9856	মায়া আগরওয়াল	73,25,812.60	07-11-2026
143	XXXXXXXXXX0688	তাপসী বারুরি	1,872.42	07-11-2026
144	XXXXXXXXXX6946	বীণা প্রধান	2,131.00	07-11-2026
145	XXXXXXXXXX8383	তপতী মুখার্জী	10,08,292.90	06-11-2026
146	XXXXXXXXXX8871	মনোজ ভূষণ সরকার	617.62	07-11-2026
147	XXXXXXXXXX5892	লুনা পট্টনায়ক	2,143.00	07-11-2026
148	XXXXXXXXXX8595	আমিনা বেগম	1,27,906.24	06-11-2026
149	XXXXXXXXXX3146	অভিজ্ঞ ঘোষ	2,47,677.86	07-11-2026
150	XXXXXXXXXX8297	মঞ্জু দেবী বাহেতি	10,06,149.00	06-11-2026
151	XXXXXXXXXX3183	বৈশাখী মজুমদার	1,06,79,795.18	07-11-2026
152	XXXXXXXXXX3492	বৈশাখী মজুমদার	1,91,820.82	07-11-2026
153	XXXXXXXXXX4339	করবী মণ্ডল	1,78,639.40	07-11-2026
154	XXXXXXXXXX5642	অরিন্দম কুমার প্রামানিক	6,91,791.15	07-11-2026
155	XXXXXXXXXX6551	আসাদ আলী শেখ	14,15,997.82	07-11-2026
156	XXXXXXXXXX0577	প্রিয়াঙ্কা বাজাজ	47,419.00	07-11-2026
157	XXXXXXXXXX3994	মৌসুমী মণ্ডল	1,95,271.00	07-11-2026
158	XXXXXXXXXX3489	সঞ্জয় তিওয়ারী	9,69,301.77	07-11-2026
159	XXXXXXXXXX4413	তনুশ্যামা ব্যানার্জী	10,16,883.28	27-10-2026
160	XXXXXXXXXX2112	নির্মল কীর্তনিয়া	29,333.82	07-11-2026
161	XXXXXXXXXX4281	অভিনন্দন চক্রবর্তী	1,49,341.01	07-11-2026
162	XXXXXXXXXX0016	দেবব্রত সেনগুপ্ত	1,27,420.72	07-11-2026
163	XXXXXXXXXX3274	শঙ্কর নাথ চক্রবর্তী	5,58,560.00	07-11-2026
164	XXXXXXXXXX9807	নির্মলেন্দু জানা	1,93,461.82	07-11-2026
165	XXXXXXXXXX4907	অর্ণব মল্লিক	4,88,264.40	07-11-2026
166	XXXXXXXXXX6430	বিনয় কুমার লাখোটিয়া	8,14,197.00	07-11-2026
167	XXXXXXXXXX2684	জয়ন্ত কর্মকার	59,496.83	07-11-2026
168	XXXXXXXXXX1519	রেখা রায় সরকার	1,04,651.82	07-11-2026
169	XXXXXXXXXX2018	অর্পণ নায়ক	10,18,370.82	07-11-2026
170	XXXXXXXXXX5807	সন্দীপ কুমার শেঠ	4,04,410.92	07-11-2026
171	XXXXXXXXXX0136	ব্রজমোহন লাল দামানি	1,865.02	07-11-2026
172	XXXXXXXXXX1847	মহেন্দ্র প্রসাদ পাণ্ডে	10,28,052.92	07-11-2026
173	XXXXXXXXXX1791	কলাবতী পাণ্ডে	13,41,443.09	07-11-2026
174	XXXXXXXXXX4102	আশিস কুমার চক্রবর্তী	7,07,978.82	07-11-2026

তারিখ : 08.11.2026
স্থান : পশ্চিমবঙ্গ

স্বাক্ষরিত/-
HDFC BANK LTD.

ভারতের বিরুদ্ধে নামার আগে মুখ খুললেন কিউয়ি তারকা

মুম্বই, ৭ নভেম্বর ঃ ক্রিকেটের বাইশ গজে লড়াই, চাপ, সাফল্য কিংবা ব্যর্থতা-সবকিছুর ঊর্ধ্বে যে জীবনে আরও অনেক কিছু রয়েছে, তা কঠিন সময়ের মধ্যে দিয়ে উপলব্ধি করেছেন ব্লেয়ার টিকনার। স্ত্রীর ক্যানসার আক্রান্ত হওয়ার খবর তাঁর জীবনদর্শন আমূল বদলে দিয়েছে। একসময় ক্রিকেট কেরিয়ার নিয়ে প্রবল চাপ অনুভব করতেন নিউজিল্যান্ডের এই পেসার। এখন অবশ্য ক্রিকেটকে উপভোগ করাই তাঁর প্রধান লক্ষ্য। ভারতের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে মাঠে নামার আগে নিজের জীবনের কঠিন অধ্যায়ের কথা জানালেন ৩৩ বছর বয়সি কিউয়ি তারকা। ভারতের বিরুদ্ধে প্রথম ওয়ানডেতে ব্যাট হাতে নজর কেড়েছিলেন টিকনার। নিউজিল্যান্ড যখন ১৪৬ রানে ৯ উইকেট হারিয়ে ধুঁকছে, তখন শেষ উইকেটে ব্যাট করতে নেমে পালটা আক্রমণ শুরু করেন তিনি। ভারতীয় বোলারদের বিরুদ্ধে মাত্র ২৩ বলে ৩৪ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন এই পেসার। তাঁর ইনিংসে ছিল একটি চার এবং চারটি বিশাল ছক্কা। টিকনারের এই লড়াকু ব্যাটিংয়ের সৌজন্যে আরও কিছুটা সম্মানজনক জায়গায় পৌঁছয় নিউজিল্যান্ডের স্কোর। শেষ পর্যন্ত গুরনুর ব্রারের বলে আউট হলেও মুখে হাসি নিয়েই মাঠ ছাড়েন তিনি। তবে মাঠের বাইরের জীবনই এখন টিকনারের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ওয়েলিংটনে দ্বিতীয় ওয়ানডেতে নামার আগে নিজের মানসিক পরিবর্তনের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, আমার জীবনে অনেক ওঠাপড়া এসেছে। কখনও সময় মসৃণ ছিল, কখনও আবার কঠিন। সব সময় পরিবারকে পাশে পেয়েছি। এটা আমার কাছে দারুণ ব্যাপার। এখন ক্রিকেট উপভোগ করার চেষ্টা করি। নিজের মতো করে থাকতে চাই। কেরিয়ারের শুরুর দিকে নিজের উপর অনেক চাপ অনুভব করতাম। তারপর সারাহর ক্যানসারের চিকিসার সময়টা আমাদের জন্য অত্যন্ত কঠিন ছিল। এখন কেরিয়ারের শেষের দিকেও এগোচ্ছি। তাই আনঃদ করে খেলতে চাই। ২০২৪ সালের মে মাসে টিকনারের স্ত্রী সারাহর শরীরে ধরা পড়ে অ্যাকিউট লিম্ফোব্লাস্টিক লিউকেমিয়া। এটি এক ধরনের ব্লাড ক্যানসার। সেই খবর গোটা পরিবারকে কার্যত না।ায়ে দিয়েছিল। দীর্ঘ আট মাস ধরে কেমোথেরাপির মধ্যে দিয়ে যেতে হয় সারাহকে। চিকিসার সময়টা ছিল অত্যন্ত কঠিন এবং অনিশ্চয়তায় ভরা। পরিবারের ছোট্ট মেয়েকেও সামলাতে হয়েছে এই পরিস্থিতিতে। সারাহর চিকিৎসা এবং সুস্থ হয়ে ওঠার লড়াইয়ে পরিবারের পাশে থাকার চেষ্টা করেছেন টিকনার। দীর্ঘ চিকিৎসার পর তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন। এই অভিজ্ঞতা টিকনারকে বুঝিয়েছে, পেশাগত সাফল্য কিংবা ক্রিকেটের পরিসংখ্যানই জীবনের সবকিছু নয়। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানো, প্রিয়জনদের পাশে থাকা এবং প্রতিটি মুহূর্ত উপভোগ করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। একসময় জাতীয় দলের হয়ে নিজের জায়গা পাকা করা এবং পারফরম্যান্সের চাপ তাঁকে ভাবিয়ে তুলত। কিন্তু স্ত্রীর অসুস্থতার কঠিন দিনগুলি সেই ভাবনাকে বদলে দিয়েছে।

আকিব নবির সুইংয়ে দিশেহারা কিউয়িরা, ১৩৪ রানেই অলআউট নিউজিল্যান্ড, কোহলির সেঞ্চুরির অপেক্ষা বাড়ল

৭ নভেম্বর ঃ দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও ভারতের বোলারদের দাপট। আকিব নবির দুরন্ত সুইং এবং গুর্নুর ব্রারের বিধ্বংসী পেস ও বাউন্সের সামনে দাঁড়াতেই পারল না নিউজিল্যান্ডের ব্যাটিং লাইনআপ। ড্যারিল মিচেলের লড়াকু হাফসেঞ্চুরি ছাড়া বলার মতো কিছুই করতে পারলেন না কিউয়ি ব্যাটাররা। মাত্র ১৩৪ রানেই শেষ হয়ে গেল নিউজিল্যান্ডের ইনিংস। ফলে দ্বিতীয় ম্যাচ জিতে সিরিজ জয়ের আরও কাছে পৌঁছনোর সুবর্ণ সুযোগ ভারতের সামনে। তবে এই ম্যাচে বিরাট কোহলির ৮৭তম আন্তর্জাতিক ওয়ানডে সেঞ্চুরি দেখার সম্ভাবনা কার্যত নেই। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় ওয়ানডেতেও বোলারদের দাপটে ম্যাচের রাশ নিজেদের হাতে তুলে নিল ভারত। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের বেশ কিছুক্ষণ পরে শুরু হয় ম্যাচ। আবহাওয়ার পরিস্থিতি বিবেচনা করে ম্যাচের দৈর্ঘ্য কমিয়ে ৪৭ ওভার করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে টস জিতে



প্রথমে বল করার সিদ্ধান্ত নিতে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করতে হয়নি ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলকে। তাঁর সেই সিদ্ধান্ত যে একেবারে সঠিক ছিল, তা প্রমাণ করে দিলেন ভারতীয় বোলাররা।

নিউজিল্যান্ডের ঘরের মাঠে তাদেরই অস্ত্র ব্যবহার করে কিউয়ি ব্যাটারদের কার্যত নাস্তানাবুদ করল ভারত। আকাশে মেঘ, বাতাসে আর্দ্রতা এবং পিচে বাড়তি বাউন্স-সবকিছুরই পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলেন আকিব নবি ও গুর্নুর ব্রার। শুরু থেকেই দুই পেসারের দাপটে রান করার রাস্তা খুঁজে পেলেন না নিউজিল্যান্ডের ব্যাটাররা। বিশেষ করে আকিব নবির সুইং সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয় কিউয়ি ব্যাটারদের। বলের গতি খুব বেশি না থাকলেও তাঁর ডেলিভারিতে ছিল দেরিতে সুইং করার অদ্ভুত ক্ষমতা। ফলে বলের গতিপথ বুঝতে গিয়ে বারবার ভুল করেছেন ব্যাটাররা। গত মরশুমে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের সুইংয়ের জন্য নজর কেড়েছিলেন নবি। এবার আন্তর্জাতিক মঞ্চেও নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিলেন তিনি। উইল ইয়ংয়ের উইকেট নেওয়ার সময় তাঁর বোলিংয়ের নিখুঁত পরিকল্পনা দেখা যায়। প্রথম বলেই বাউন্স দিয়ে ব্যাটারকে অস্বস্তিতে ফেলেন।

নাইট ভক্তদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিলেন প্রাক্তন কেকেআর তারকা

মুম্বই, ৭ নভেম্বর ঃ শুভমান গিলের ব্যাটে সেঞ্চুরি এলেই সোশ্যাল মিডিয়ায় কটাক্ষের মুখে পড়তে হয় তাঁকে! কলকাতা নাইট রাইডার্সের সমর্থকদের একাংশের এমন আচরণে রীতিমতো ক্ষুব্ধ প্রাক্তন নাইট তারকা ভেঙ্কটেশ আইয়ার। কেকেআর ছেড়ে এখন তিনি রয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু পুরনো ফ্র্যাঞ্চাইজির সমর্থকদের একাংশের তির্যক মন্তব্য এখনও পিছু ছাড়েনি তাঁর। সম্প্রতি এক পডকাস্টে সেই অভিজ্ঞতার কথাই প্রকাশ্যে আনলেন ভারতীয় অলরাউন্ডার।

একসময় শুভমান গিল ও ভেঙ্কটেশ দু'জনেই খেলতেন কেকেআরের জার্সিতে। কিন্তু ২০২২ সালের আইপিএলের আগে দুই ক্রিকেটারের পথ আলাদা হয়ে যায়। গিলকে ছেড়ে দিয়ে ভেঙ্কটেশকে দলে ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় নাইট ম্যানেজমেঃট। এরপর ৮ কোটি টাকায় গুজরাট টাইটান্সে যোগ দেন গিল। বর্তমানে সেই দলের অধিনায়কও তিনি। অন্যদিকে, কেকেআরের হয়ে খেলার পর ভেঙ্কটেশের ক্রিকেটজীবনেও এসেছে নানা ওঠাপড়া।

আকাশ চোপড়ার সঙ্গে একটি পডকাস্টে নিজের অভিজ্ঞতা ভাগ করে নেন ভেঙ্কটেশ। তাঁর দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই কেকেআর সমর্থকদের একাংশের আক্রমণের শিকার তিনি। এমনকী, শুভমান গিল সেঞ্চুরি করলেও সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁকে নিয়ে কটাক্ষ করা হয়।

ভেঙ্কটেশ বলেন, আমাকে অনেক দিন ধরেই আক্রমণ করা হচ্ছে। এখনও যদি শুভমান সেঞ্চুরি করে, তাহলে কেকেআরের সোশ্যাল মিডিয়া পেজে গিয়ে দেখবেন।



সেখানে অনেকে মন্তব্য করেন, ' খোঁজে আমরা আসল হিরেকে হারিয়েছি।' এরকম আরও অনেক ঘৃণ্য মন্তব্য চোখে পড়বে।

উল্লেখ্য, ২০২৫ সালের আইপিএল নিলামের আগে ভেঙ্কটেশকে ছেড়ে দেয় কেকেআর। অথচ তার আগের নিলামে তাঁকে দলে নিতে ২৩.৭৫ কোটি টাকা খরচ করেছিল নাইট শিবির। প্রত্যাশা অনুযায়ী পারফরম্যান্স করতে না পারায় তাঁকে ছেড়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ফ্র্যাঞ্চাইজি। সেই সিদ্ধান্ত মেনে নিতে পারেননি ভেঙ্কটেশ। এমনকী, বিষয়টি নিয়ে সরাসরি শাহরুখ খানের সঙ্গেও দেখা করেছিলেন তিনি।

তবে অতীতের সেই অধ্যায় পিছনে ফেলে এখন নতুন ঠিকানায় মন দিয়েছেন এই অলরাউন্ডার। আরসিবির সমর্থকদের ভালোবাসায় মুগ্ধ তিনি। বেঙ্গালুরুর সমর্থকদের আবেগের প্রশংসা করে ভেঙ্কটেশ বলেন, আপনি বিশ্বাস করবেন না, আমি দেখেছি ম্যাচের আগে অনেকে আরসিবির জার্সি পুজো করেন। ওদের ভালোবাসার মাত্রা সত্যিই অন্য পর্যায়ের।

কেকেআরের সঙ্গে সম্পর্কের তিক্ততা এখনও পুরোপুরি ভুলতে পারেননি ভেঙ্কটেশ। তবে নতুন দলের হয়ে নিজেকে প্রমাণ করাই এখন তাঁর প্রধান লক্ষ্য।

মাত্র ১৫ বছরেই অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব! বৈভবকে নিয়ে শচীনের আপত্তির মধ্যেই বড় সিদ্ধান্ত বিহার ক্রিকেট সংস্থার



মুম্বই, ৭ নভেম্বর ঃ বয়স মাত্র ১৫। অথচ এই বয়সেই সিনিয়র ক্রিকেটে অধিনায়কত্বের গুরুদায়িত্ব কাঁধে তুলে নিতে চলেছে বৈভব সূর্যবংশী। বিসিসিআইয়ের ঘরোয়া টি-টোয়েন্টি প্রতিযোগিতা সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বিহার দলের অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছে এই বিস্ময়বালক। ঘটনাচক্রে, কিছুদিন আগেই বৈভবকে এত অল্প বয়সে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন কিংবদন্তি শচীন তেণ্ডুলকর। তার পরেই বিহার ক্রিকেট সংস্থার এই ঘোষণা ঘিরে তৈরি হয়েছে নতুন চর্চা।

এর আগে দলীপ ট্রফিতে পূর্বাঞ্চলকে নেতৃত্ব দিয়েছিল বৈভব। তবে সেই দায়িত্ব স্থায়ী ছিল না। দলের নিয়মিত অধিনায়ক ঈশান কিষান চোট পাওয়ায় তাঁর পরিবর্তে নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছিল ১৫ বছরের এই ক্রিকেটারকে। এবার অবশ্য পরিস্থিতি আলাদা। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির জন্য বিহারের ঘোষিত ১৭ সদস্যের দলে পাকাপাকিভাবে অধিনায়ক করা হয়েছে বৈভবকে। সহ-অধিনায়কের দায়িত্ব পেয়েছেন সুরজ কাশ্যপ।

৪ থেকে ৬ নভেম্বর পর্যন্ত ট্রায়ালের পর দল নির্বাচন করে বিহার ক্রিকেট সংস্থা। সংস্থার সভাপতি হর্ষবর্ধন বৈভবের প্রতিভা ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন। তাঁর কথায়, বৈভব ইতিমধ্যেই দেখিয়ে দিয়েছে ও কতটা প্রতিভাবান। কম বয়সেও ওর অভিজ্ঞতা প্রশংসনীয়। আমরা চাই ওর মধ্যে থাকা নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা সামনে আসুক। আশা করছি, ওর নেতৃত্বে দল ভালো খেলবে।

বিহারের সব ম্যাচই হবে ইংদোরে। ১৪ নভেম্বর সৌরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করবে তারা। এরপর ১৬ নভেম্বর রেলওয়েজের মুখোমুখি হবে বিহার। সাম্প্রতিক সময়ে রঞ্জি ট্রফিতে বিহারের পারফরম্যান্স আশানুরূপ নয়। পরপর তিনটি ম্যাচে হারতে হয়েছে দলকে। যদিও সেই ম্যাচগুলিতে বৈভব খেলেনি। তখন ভারতীয় দলের সঙ্গে নিউজিল্যান্ড সফরে ব্যস্ত ছিল সে।

তবে সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বৈভবের নেতৃত্ব দেওয়ার মেয়াদ খুব বেশি দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা নেই। কারণ, প্রতিযোগিতার পরেই যুব এশিয়া কাপে খেলতে যাওয়ার কথা তার। ফলে বিহারের হয়ে সম্ভবত প্রথম দু'টি ম্যাচেই অধিনায়কত্ব করতে দেখা যাবে তাকে।

উল্লেখ্য, বৈভবকে এত অল্প বয়সে নেতৃত্বের দায়িত্ব দেওয়া নিয়ে আপত্তি জানিয়েছিলেন শচীন তেণ্ডুলকর। এক ভক্তের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, দলীপ ট্রফিতে বৈভবকে সহ-অধিনায়ক করার সিদ্ধান্তও কিছুটা তাড়াহুড়ো করে নেওয়া হয়েছে বলে তাঁর মনে হয়েছে। শচীনের পরামর্শ ছিল, এখনই অতিরিক্ত দায়িত্ব না দিয়ে বৈভবকে আরও বেশি লাল বলের ক্রিকেট খেলার সুযোগ দেওয়া উচিত। ধাপে ধাপে এগোনোই তার ভবিষ্যতের জন্য ভালো।

কিন্তু শচীনের সেই পরামর্শের মধ্যেই বৈভবের উপর আরও বড় আস্থা রাখল বিহার ক্রিকেট সংস্থা। এবার ১৫ বছরের এই প্রতিভা অধিনায়ক হিসেবে কতটা সফল হয়, সেদিকেই নজর ক্রিকেট মহলের।

বাবর-ভক্তদের নিশানায় পাকিস্তানের কিংবদন্তি মইন খান!

ইসলামাবাদ, ৭ নভেম্বর ঃ নিজের দেশের কিংবদন্তি ক্রিকেটারকেও রেয়াত করছেন না বাবর আজমের কিছু সমর্থক! সোশ্যাল মিডিয়ায় এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন পাকিস্তানের উইকেটকিপার-ব্যাটার আজম খান। শুধু কটাক্ষ নয়, তাঁর দাবি, বাবরের সেঞ্চুরি আটকানোর কারণে তাঁর বাবার মৃত্যুকামনা পর্যন্ত করেছেন এক সমর্থক। সেই অভিজ্ঞতার কথা সামনে এনে বাবর-ভক্তদের একাংশকে 'অশিক্ষিত' ও 'বর্বর বলে আক্রমণ করেছেন প্রাক্তন পাক অধিনায়ক মইন খানের ছেলে। পাকিস্তান ক্রিকেটে বাবর আজম ও আজম খানের সম্পর্ক নিয়ে অতীতে একাধিকবার বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বাবরের অধিনায়কত্বের সময় দলে নিয়মিত সুযোগ পেতেন না আজম। এমনকী, তাঁর শারীরিক গঠন নিয়েও প্রকাশ্যে কটাক্ষের ঘটনা ঘটেছে। বর্তমানে জাতীয় দল থেকেও অনেকটাই দূরে এই উইকেটকিপার। তবে এবার ক্রিকেট মাঠের বাইরের অভিজ্ঞতা নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি।সম্প্রতি একটি পডকাস্টে পাকিস্তানের সোশ্যাল মিডিয়া সংস্কৃতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন আজম। তাঁর কথায়, আমাদের দেশের সোশ্যাল মিডিয়া খুব নোংরা জায়গা। এরপর নিজের একটি ম্যাচের অভিজ্ঞতা তুলে ধরেন তিনি।



আজম জানান, একবার বাবর আজমের সঙ্গে একই ম্যাচে খেলছিলেন তিনি। সেই ম্যাচে বাবর ৭৫ রান করেছিলেন। জয়ের জন্য পাকিস্তানের প্রয়োজন ছিল আরও ৪০ রান। ম্যাচের পর ইনস্টাগ্রামে একটি মন্তব্য দেখে হতবাক হয়ে যান আজম। তাঁর দাবি, বাবরের এক সমর্থক মন্তব্য করেছিলেন, বাবরের সেঞ্চুরি আটকালে আজমের মায়ের মৃত্যু হোক এবং তাঁর বাবার ক্যানসার হোক। এই ধরনের মন্তব্যের তীব্র নিন্দা করে আজম বলেন, আমাদের ক্রিকেটারদের কিছু সমর্থক অশিক্ষিত। বাবরের কোনও দোষ নেই। কিন্তু ওর ভক্তদের একাংশ বর্বর। এদের নিয়ে আর কী বলব! শুধু নিজের অভিজ্ঞতাই নয়, বাবরকে ঘিরে অন্য ক্রিকেটারদের কমেন্ট বক্সেও কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ তুলেছেন আজম। দক্ষিণ আফ্রিকার ক্রিকেটার উইয়ান মুল্ডারের সঙ্গে বাবরের সংঘাতের প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, সেই ঘটনার পর মুল্ডারের সোশ্যাল মিডিয়া অ্যাকাউন্টে ও বাবর-সমর্থকদের একাংশ আপত্তিকর মন্তব্য করেছিলেন। তবে লাগাতার ট্রোলিং সত্ত্বেও সোশ্যাল মিডিয়া থেকে সরে দাঁড়াতে রাজি নন আজম। তাঁর কথায়, গত দু'বছরে অনেক কিছু দেখেছি। এখন আর এসব আমাকে প্রভাবিত করে না। মনে হয়, যা খুশি বলুক। আমি কমেঃট বক্স বন্ধ করব না। উল্লেখ্য, ২৮ বছর বয়সি আজম খান পাকিস্তানের হয়ে ১৪টি টি-টোয়েন্টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। ২০২৪ সালে শেষবার জাতীয় দলের জার্সিতে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। তাঁর বাবা মইন খান ১৯৯২ সালের বিশ্বকাপজয়ী পাকিস্তান দলের অন্যতম সদস্য। এবার সেই কিংবদন্তি ক্রিকেটারের পরিবারকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় কুরুচিকর মন্তব্যের অভিযোগ সামনে আসায় নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। সম্পাদনার পরামর্শ ু প্রথম শিরোনামটি ব্যবহার করতে পারেন। এতে মইন খানের পরিচিতি, মৃত্যুকামনার অভিযোগ এবং আজম খানের প্রতিক্রিয়া-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ দিকই উঠে এসেছে।

মেসির বিদায়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছিলেন রোনাল্ডো, সিআর৭-এর অবসরে নীরব লিও!

৭ নভেম্বর ঃ মেসির বিদায়ে আবেগঘন বার্তা দিয়েছিলেন রোনাল্ডো, সিআর৭-এর অবসরে নীরব লিও! ২৪ ঘণ্টা পেরিয়েও নেই শুভেচ্ছা, বিস্মিত ফুটবল দুনিয়া। ফুটবল মাঠে বছরের পর বছর একে অপরের প্রতিদ্ব ঃদ্বী ছিলেন তাঁরা। লিওনেল মেসি ও ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো-দুই মহাতারকাকে ঘিরে সমর্থকদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতাও কোনও অংশে কম নয়। তবে মাঠের লড়াইয়ের বাইরে একে অপরের প্রতি সম্মান দেখাতে কখনও পিছপা হননি দু'জনেই। কিন্তু এবার ছবিটা যেন কিছুটা আলাদা। মেসির আন্তর্জাতিক কেরিয়ারের বিদায়বেলায় আবেগঘন বার্তা দিয়েছিলেন রোনাল্ডো। অথচ পর্তুগিজ মহাতারকার অবসর ঘোষণার পর ২৪ ঘণ্টার বেশি সময় পেরিয়ে গেলেও এখনও কোনও প্রতিক্রিয়া জানাননি আর্জেঃটাইন তারকা। আর তা নিয়েই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা। সম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছেন রোনাল্ডো। দীর্ঘ ২৩ বছরের আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে পর্তুগালের হয়ে একের পর এক রেকর্ড গড়েছেন তিনি। দেশের জার্সিতে অসংখ্য স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দেওয়া সিআর সেভেনের বিদায়বার্তায় আবেগের ছোঁয়া ছিল স্পষ্ট। প্রায় পাঁচ মিনিটের সেই ভিডিওতে নিজের ফুটবলজীবনের নানা অভিজ্ঞতা ও স্মৃতির কথা তুলে ধরেন তিনি। রোনাল্ডোর অবসর ঘোষণার পর তাঁকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বিশ্বের একাধিক তারকা ফুটবলার। নেইমার লিখেছেন, ' ভিনিসিয়াস জুনিয়রের মন্তব্য, ' এক নম্বর।' প্রাক্তন সতীর্থ পেপেও আবেগঘন বার্তায় লিখেছেন, ' ধন্যবাদ, ক্রিস।' আরও অনেক ফুটবলার ও সতীর্থ শুভেচ্ছা জানিয়েছেন পর্তুগিজ মহাতারকাকে। তবে সেই তালিকায় এখনও পর্যন্ত নেই মেসির নাম। অথচ অতীতে আর্জেঃটাইন তারকার আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে বিদায়ের সময় সৌজন্য দেখিয়েছিলেন রোনাল্ডো। মেসির অবসরবার্তার নীচে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, ' এত বছর ধরে তুমি তোমার দেশের জন্য লড়াই করে গিয়েছ। এমন এক কাহিনি তৈরি করেছ, যা ফুটবলের লোকগাথায় জায়গা করে নেবে। তোমার প্রতি আমার অগাধ সম্মান। আর্জেন্টিনার হয়ে তুমি যা করেছ, তা অতুলনীয়। তোমাকে অনেক ভালোবাসা, লিও।' সেই আবেগঘন বার্তার পর এবার রোনাল্ডোর বিদায়ে মেসির নীরবতা নজর কেড়েছে ফুটবলপ্রেমীদের। যদিও সোশ্যাল মিডিয়ায় খুব বেশি সক্রিয় নন আর্জেঃটাইন অধিনায়ক। তাই তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া না দেওয়ার পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে কি না, তা নিশ্চিতভাবে বলা যাচ্ছে না। তবে বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই দুই তারকার সমর্থকদের মধ্যে আলোচনা শুরু হয়েছে। কেউ মেসির নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, আবার কেউ মনে করিয়ে দিচ্ছেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় শুভেচ্ছা না জানানো মানেই ব্যক্তিগত সম্পর্কে দূরত্ব নয়। মাঠের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বীর পারস্পরিক সম্মান যে ফুটবলের ইতিহাসে আলাদা জায়গা করে নিয়েছে, তা অবশ্য অস্বীকার করার উপায় নেই।

উপেক্ষিত হয়েই কি লাল বলকে বিদায় জানালেন বাংলার তারকা?

কলকাতা, ৭ নভেম্বর ঃ টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন মহম্মদ শামি। শুক্রবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় আবেগঘন বার্তা দিয়ে লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন ভারতের অভিজ্ঞ পেসার। ১৩ বছর আগে যে ৬ নভেম্বর টেস্ট ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল তাঁর, সেই একই দিনেই আন্তর্জাতিক টেস্ট কেরিয়ারে ইতি টানলেন বাংলার তারকা। সাম্প্রতিক সময়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ধারাবাহিকভাবে উইকেট নেওয়ার পরেও জাতীয় টেস্ট দলে প্রত্যাবর্তন হয়নি তাঁর। বারবার ফিটনেসের প্রশ্নে পিছিয়ে পড়তে হয়েছে। তাহলে কি জাতীয় দলের নির্বাচনে উপেক্ষিত হওয়ার অভিমান থেকেই এই সিদ্ধান্ত? ভারতীয় ক্রিকেটে দীর্ঘদিন ধরে পেস আক্রমণের অন্যতম ভরসার নাম মহম্মদ শামি। নতুন বলে সুইং, পুরনো বলে রিভার্স সুইং কিংবা নিখুঁত লাইন-লেংথ-সব ক্ষেত্রেই নিজের দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন তিনি। বিশেষ করে টেস্ট ক্রিকেটে তাঁর পারফরম্যান্স ভারতকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে সাফল্য এনে দিয়েছে। কিন্তু সেই শামিকেই শেষ কয়েক বছরে লাল বলের ক্রিকেটে আর নিয়মিত দেখা যায়নি। অবশেষে টেস্ট ক্রিকেট থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলেন ৩৬ বছর বয়সি এই পেসার। শুক্রবার রাতে সোশাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও বার্তায় নিজের



সিদ্ধান্তের কথা জানান শামি। তাঁর এই ঘোষণায় স্বাভাবিকভাবেই আবেগপ্রবণ ভারতীয় ক্রিকেটপ্রেমীরা। কারণ, দেশের হয়ে টেস্ট ক্রিকেটে দীর্ঘ ১৩ বছরের যাত্রায় বহু স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছেন বাংলার এই পেসার। ২০১৩ সালের ৬ নভেম্বর ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক হয়েছিল মহম্মদ শামির। ভারতীয় টেস্ট দলের ২৭৯ নম্বর ক্রিকেটার হিসেবে লাল বলের ক্রিকেটে যাত্রা শুরু করেন তিনি। আর ঘটনাচক্রে ১৩ বছর পর ২০২৬ সালের ৬ নভেম্বরই সেই ফরম্যাট থেকে অবসরের ঘোষণা করলেন। এই দীর্ঘ সময়ে ভারতীয় দলের হয়ে ৬৪টি টেস্ট ম্যাচ খেলেছেন শামি। তাঁর ঝুলিতে রয়েছে ২২৯টি উইকেট। শুধু পরিসংখ্যান নয়, গুরুত্বপূর্ণ সময়ে উইকেট তুলে নেওয়ার ক্ষমতাই তাঁকে ভারতীয় দলের অন্যতম নির্ভরযোগ্য পেসারে পরিণত করেছিল। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে তাঁর বোলিং ভারতকে প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি জুগিয়েছে। ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা কিংবা নিউজিল্যান্ডের মতো কঠিন পরিবেশে বল হাতে নিজের দক্ষতা প্রমাণ করেছেন তিনি। ২০২৩ সালের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনাল পর্যন্ত ভারতীয় টেস্ট দলের হয়ে খেলেছেন শামি। তারপর থেকেই লাল বলের ক্রিকেটে তাঁর প্রত্যাবর্তন নিয়ে তৈরি হয়েছে অনিশ্চয়তা।

শামির অবসরের সিদ্ধান্ত ঘিরে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন উঠছে তাঁর সাম্প্রতিক ক্রিকেটজীবন নিয়ে। চোট এবং ফিটনেসের সমস্যায় দীর্ঘদিন মাঠের বাইরে থাকতে হয়েছে তাঁকে। তবে মাঠে ফেরার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের দক্ষতার প্রমাণ দিয়েছেন বাংলার এই পেসার। রনজি ট্রফিতে বাংলার হয়ে নিয়মিত খেলেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ উইকেটও তুলেছেন। তাঁর পারফরম্যান্স দেখে অনেক ক্রিকেটপ্রেমী ও বিশেষজ্ঞই জাতীয় টেস্ট দলে ফেরানোর দাবি তুলেছিলেন। কিন্তু সেই প্রত্যাবর্তন আর হয়নি। বারবার সামনে এসেছে ফিটনেসের প্রসঙ্গ। ভারতীয় দলের নির্বাচক ও টিম ম্যানেজমেন্টের পরিকল্পনায় জায়গা করে নিতে পারেননি তিনি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজেকে প্রমাণ করার পরেও যদি জাতীয় দলে ফেরার সুযোগ না মেলে, তাহলে আর কতদিন অপেক্ষা করতেন শামি? যদিও অবসরের ঘোষণায় সরাসরি কোনও ক্ষোভ বা অভিমানের কথা বলেননি তিনি, তবুও সাম্প্রতিক পরিস্থিতির সঙ্গে তাঁর সিদ্ধান্তকে মিলিয়ে দেখছেন অনেকে। জাতীয় দলের দরজা কার্যত বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থেকেই কি লাল বলের ক্রিকেটকে বিদায় জানালেন অভিজ্ঞ পেসার? আপাতত সেই প্রশ্নের উত্তর অজানাই। আবেগঘন বার্তায় কী বললেন শামি? নিজের অবসরের ভিডিও বার্তায় শামি কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ঈশ্বর, পরিবার, সতীর্থ, সমর্থক এবং ক্রিকেট প্রশাসনকে। ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে এসে দেশের হয়ে খেলার স্বপ্নপূরণ যে তাঁর কাছে কতটা গর্বের, তা স্পষ্ট তাঁর বক্তব্যে। শামির কথায়, আজ আমি সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। এই ছোট্ট গ্রাম থেকে উঠে এসে দেশের হয়ে খেলেছি। সবার আগে আল্লাকে ধন্যবাদ দেব। তিনি আমাকে ভাবনার থেকেও বেশি দিয়েছেন। মা-বাবা, পরিবার, সতীর্থদের কাছেও কৃতজ্ঞ। নিজের ক্রিকেটজীবনের কঠিন সময়গুলির কথাও তুলে ধরেছেন তিনি। প্রচুর পরিশ্রম, উত্থান-পতন এবং চ্যালেঞ্জের মধ্য দিয়েই এগিয়ে যেতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনও হাল ছাড়েননি।



দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক অলোক কুমার নস্কর এবং মুদ্রক চিত্ত দেবনাথ কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Published by Aloke Kumar Naskar & Printer by Chitya Debnath on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com